পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 211 Thursday, 2 July, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ২১১ সংখ্যা ✱ ১৭ আষাঢ় ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ২ জুলাই ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

‘যেখানেই হাত দিচ্ছি, শুধু ধ্বংসলীলা’

জ্যোতি বসুর ভাষণ স্মরণ করিয়ে মমতাকে বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জুলাইঃ প্রাক্তন একজনের সম্পর্কে অন্য এক প্রাক্তনের প্রশংসাসূচক মন্তব্য। তাকে হাতিয়ার করেই পূর্বসূরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিঁধলেন শুভেন্দু অধিকারী। তৃণমূল জমানায় বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবার অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য, ‘এখন যেখানেই হাত দিচ্ছি, শুধু ধ্বংসলীলা দেখতে পাচ্ছি।’ এই মন্তব্যের সূত্রেই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় সম্পর্কে আর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর একটি প্রশংসাসূচক মন্তব্যও স্মরণ করিয়েছেন শুভেন্দু। বুধবার সল্টলেকের ময়ূখ ভবনে জাতীয় চিকিৎসা দিবস উদযাপনের সরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আজ বিধানচন্দ্র রায়কে নিয়ে বলা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর একটা কথা মনে পড়ছে। সেই

কথাটা আরও বেশি করে মনে পড়ছে, কারণ আমি ঠিক তার উল্টো পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি এখন। জ্যোতিবাবু মুখ্যমন্ত্রীর পদে দায়িত্ব নেওয়ার পরে বলেছিলেন, আমি যেখানে যা কিছু শুরু করতে যাচ্ছি, দেখি বিধানচন্দ্র রায় শুরু করে দিয়ে গিয়েছিলেন। আর আজ আমার মনে হচ্ছে, আমি যেখানেই হাত দিচ্ছি, ধ্বংসলীলা দেখতে পাচ্ছি। এই দুই ভিন্ন মতের মধ্যে দিয়েই এগোতে হবে। এখান থেকে বের করে আনতে হবে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে।’’ মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, গত ১৫ বছরে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিতে বড়সড় গাফিলতি থেকে গিয়েছে। সেই কারণেই বহু মানুষকে এখন বাইরের রাজ্যে চিকিৎসা করাতে যেতে হয়। তিনি বলেন, ‘‘ভেলোর, মুম্বই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদে সর্বত্র শুধু বাঙালি, গরিব মানুষকে দেখতে পাই। কেন, এ রাজ্যে চিকিৎসা দেওয়া যায় না? এত হস্তক্ষেপ, এত দমনপীড়ন, চিকিৎসাব্যবস্থা এত অবহেলিত! এটা কি কাম্য ছিল? কী করে রেখেছেন হাসপাতালগুলোর অবস্থা?’’ শুভেন্দু জানান, রাজ্যে পালাবদলে ভয়-ভীতি দূর হয়েছে। নতুন সরকারের কাছে অগ্রাধিকার হলো

● এরপর ৬ পাতায়...

৪ বছর পর খুলল উৎসশ্রী পোর্টাল!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জুলাইঃ চার বছর পর ফের বদলির আবেদন করতে পারবেন শিক্ষকরা। বুধবার নতুন করে খুলল সরকারের উৎসশ্রী পোর্টাল। শিক্ষকরা ফের আবেদন করতে পারবেন বলে জানিয়েছে স্কুল শিক্ষা দপ্তর। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২০২২ সালে সেপ্টেম্বর মাস থেকে বিশেষ পরিস্থিতিতে উৎসশ্রী পোর্টালে বদলির আবেদনগ্রহণ বন্ধ রাখা হয়েছিল। পরবর্তীকালে স্কুলগুলিতে শিক্ষক, গ্রুপ-সি ও গ্রুপ ডি নিয়োগ প্রক্রিয়ার কারণেও বেশ কিছুদিন তা বন্ধ ছিল। বুধবার থেকে ফের আগের নিয়ম অনুযায়ী সব ধরনের বদলির অনলাইন আবেদন শুরু হল। বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য, ২০২১ সাল থেকে যাঁদের আবেদন থমকে আছে, তাঁরা আগে সুযোগ না পেলে ফের আইনি জটিলতা তৈরি হবে। স্কুলশিক্ষা দপ্তরের এক কর্তারা জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন বিধি অনুযায়ী, ২০১৫-এর বিধানে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে। নতুন করে পোর্টাল চালু হওয়ার দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা শিক্ষকদের বদলির আবেদনের মীমাংসা হবে বলে আশাবাদী তারা। তবে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য, বহুদিন ধরে আবেদনের পর পোর্টাল চালু করার সিদ্ধান্ত হল। তবে ২০২১ সাল থেকে যাঁরা আবেদন থমকে আছে, তাঁরা আগে সুযোগ না পেলে ফের আইনি জটিলতা তৈরি হবে। তিনি আরও জানান, ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন নেওয়া হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু সকলেরই বদলি আটকে গিয়েছিল। অন্য এক শিক্ষক সংগঠনের নেতার দাবি, সব বদলি শুরুর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। তবে কোনওভাবেই যেন দুর্নীতি প্রশ্রয় না পায়। নিজের জেলায় বদলরি সুযোগ দেওয়া হোক। এটাই কাম্য।

আজ মুখ্যমন্ত্রীর পর্যালোচনা বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জুলাইঃ বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে তা নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করার জন্যে রুপায়ন তৈরি সহ বিভিন্ন দপ্তরের কাজের পর্যালোচনা করতে রাজ্য সরকার বৈঠকে বসতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সভাপতিত্বে আগামীকাল নবান্ন সংলগ্ন সভাঘরে এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব ছাড়াও সব দপ্তরের সচিব ও আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি বিধানসভায় চলতি অর্থবছরের আট মাসের জন্য যে বাজেট পেশ হয়েছে তারপরে আগামী ১৭ই জুলাই থেকে শুরু হতে চলা দফাওয়ারি বাজেটের উপরে আলোচনার আগে এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রস্তাবিত রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্যে সব মন্ত্রীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বৈঠকে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সংক্রান্ত বিলের খসড়া প্রস্তাব পেশ করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছেন।

‘এটা কোনও দলের টাকা নয়, সরকারের টাকা’

অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে স্পষ্ট কথা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জুলাইঃ রাজ্যের মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে চালু হওয়া ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র আনুষ্ঠানিক সূচনা হল বুধবার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে। সেই মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট বার্তা দিলেন, ‘‘এটা কোনও ব্যক্তি বা দলের টাকা নয়, এটা সরকারের টাকা। ফলে উপযুক্ত মানুষই এই সুবিধা পাবেন, এটাই আমরা বিশ্বাস করি।’’ রাজ্য সরকারের দাবি, ইতিমধ্যেই ১ কোটি ৬০ লক্ষেরও বেশি মহিলা ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র জন্য ফ্যামিলি লেভেল ডেটা কালেকশন ফর্ম জমা দিয়েছেন। সেই সমস্ত তথ্য পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ঝাড়াই বাছাইয়ের পাশাপাশি ডিজিটাল ভেরিফিকেশনও সম্পন্ন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রথমে প্রায় ২৭ লক্ষ আবেদনপত্রের তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। পরে দীর্ঘ যাচাই-বাছাইয়ের পর ১ কোটি ৬০ লক্ষ আবেদনকারীর তথ্য আপলোড করা হয়। এদিন শুভেন্দু অধিকারী জানান, ওই ১ কোটি ৬০ লক্ষ আবেদনকারীর মধ্যে ২৬ লক্ষ আবেদন বাতিল করা হয়েছে। বাকি প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষের মধ্যে যাচাই করে বুধবার দুপুর ১টা থেকে ১ কোটি ৯ লক্ষ ৯২ হাজার ৩৭৮ জনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো শুরু হয়েছে। পাহাড়ি এলাকার ১ লক্ষ ২২ হাজার ৬২৮ জন মহিলাও এই প্রকল্পের আওতায় টাকা পেয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করে জানান, বাংলাদেশ থেকে শরণার্থী হিসেবে আসা এবং সিএএ-তে আবেদন করা ব্যক্তিরা, কিংবা

যাঁদের নাম ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন রয়েছে, তাঁদের আবেদন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই ভাতা বন্ধ করা হবে না। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রসঙ্গ টেনে পূর্বতন তৃণমূল সরকারকেও আক্রমণ করেন শুভেন্দু। তাঁর অভিযোগ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ক্ষেত্রে ২৭ লক্ষ এমন নাম পাওয়া গিয়েছিল, যারা ভারতীয় নন। আবার কেউ কেউ এখানে থাকেন না, কারও তিন জায়গায় নাম ছিল। এমনকি ১০ লক্ষ পুরুষের অ্যাকাউন্টেও টাকা গিয়েছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা কি পুরুষদের অ্যাকাউন্টে যাওয়া উচিত? মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ‘‘মাত্র দেড় মাসের সরকার। প্রধানমন্ত্রী যে গ্যারান্টি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের দিকেই আমরা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি।’’ সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদও জানান তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে শুধু আর্থিক সহায়তার কথাই নয়, রাজ্যের নারী নিরাপত্তা নিয়েও বড় বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, মহিলাদের সুরক্ষার প্রশ্নে কোনও আপস করা হবে না। অভিযোগ উঠলেই দ্রুত পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে নতুন ব্যবস্থা চালু করছে রাজ্য সরকার। বক্তৃতায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আরজি কর থেকে বগটুই - এই ধরনের ঘটনা বন্ধ করতেই হবে।’’ একই সঙ্গে তিনি পার্ক স্ট্রিট, কামদুনির মতো বহুচর্চিত ঘটনার প্রসঙ্গও তোলেন। তাঁর দাবি, অতীতে যাঁরা বিচার পাননি, তাঁদের জন্য আলাদা কমিশন গঠন করা হয়েছে। পুরনো কোনও ঘটনার ক্ষেত্রেও অভিযোগ দায়ের করলে তদন্ত হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এমনকি অভিযুক্তদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। নারী নিরাপত্তা জোরদার করতে বৃহস্পতিবার থেকেই রাজ্যের সমস্ত থানায় আলাদা মহিলা হেল্প ডেস্ক চালু করার কথাও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, উত্তরপ্রদেশ বা গুজরাটের মতো রাজ্যে পুলিশে

● এরপর ৬ পাতায়...

একদিনেই ২০০ মিলিমিটার, ভাসতে চলেছে কলকাতা-সহ ৪ এলাকা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জুলাইঃ আগেই পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। জুন মাসে বৃষ্টির ঘাটতি হয়েছিল, সেই ২৮ শতাংশ ঘাটতিপূরণ হতে পারে জুলাইতেই। এবার নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণে প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শনি থেকে মঙ্গল, ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। রবিবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে কলকাতায়। বৃষ্টির জেরে শহর ও শহরতলি জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আবহাওয়াবিদরা এও জানিয়েছেন, উপকূল ও

পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতেও অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। একদিনে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টির ইঙ্গিত রয়েছে জেলায়। ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়ায় অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এই বৃষ্টিতে ধান ও পাটচাষিদের মুখে হাসি ফুটতে পারে। কারণ জুনে বৃষ্টির ঘাটতিতে চাষিদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। আজও বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টির আভাস রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। আপাতত দুর্যোগ-মুক্তি উত্তরবঙ্গের। আগামী ৬ দিন ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা নেই উত্তরে। তবে একটানা ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ। মূলত পঞ্জাব- রাজস্থান থেকে উত্তরপ্রদেশ, বিহার হয়ে একটি ঋতুকালীন অক্ষরেখা অবস্থান করছে। তার জেরে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প ঢুকছে বাংলায়। তার জেরেই বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তবে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকায় ঘর্মাক্ত জনিত অস্বস্তিও থাকছে।

অশোকনগরে এ মাসেই তেল উত্তোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত, ১ জুলাইঃ চলতি মাসেই উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে বাণিজ্যিকভাবে খনিজ তেল উত্তোলন শুরু করবে ওনজিসি। এর ফলে রাজ্য তো বটেই, জ্বালানি ক্ষেত্রে গোটা দেশেই নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। জানা গিয়েছে, অশোকনগরের ওএনজিসি প্রকল্পে মোট সাতটি কূপ খনন করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে অশোকনগর শহরের বাইগাছিতে কুইক প্রোডাকশন সিস্টেমে একটি কূপ থেকেই খনিজ তেল উত্তোলন শুরু হবে। বাইগাছির যে কূপে কাজ চলছে, সেখানে ২৪৫০ মিটার পর্যন্ত খনন কাজ চলবে। ইতিমধ্যেই প্রায় ২,০০৬ মিটার পর্যন্ত খনন হয়েছে। দিনে প্রায় ১৫০ মিটার পর্যন্ত ড্রিলিং করতে পারছেন কর্মীরা। সেই নিরিখে বলা যায়, জুলাইয়ের শেষের দিকেই এখান থেকে তেল উত্তোলন করবে ওএনজিসি। বাইগাছির এই সেন্টারে প্রথমে যে কূপ খনন করা হয়েছিল, সেখান থেকে প্রত্যাশিত ফল মেলেনি। ফলে নতুন কূপ খননের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এখন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সেখানে কাজ চলছে। ব্যবহৃত হচ্ছে অত্যাধুনিক অয়েল ড্রিলিং রিগ। রিগের নীচে ব্যবহৃত হচ্ছে শক্ত ধাতু বা হিরের তৈরি ড্রিল বিট, যা ভূপৃষ্ঠের কঠিন অংশ ভেদ করে এগচ্ছে। খনন শেষ হলেই নিয়মিত তেল উত্তোলনের জন্য বসবে পাম্পজ্যাক। অশোকনগরের তেলের গুণমান নিয়েও যথেষ্ট আশাবাদী ওএনজিসি। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে বাইগাছি কেন্দ্রের পরীক্ষামূলক কূপ থেকে ৩৭৫ ব্যারেল অশোধিত তেল উত্তোলন করা হয়। সেই তেলের গুণমান

ভারতের প্রধান উত্তোলক ক্ষেত্র ‘বম্বে হাই’-এর সমতুল তো বটেই, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে আরও উন্নতমানের বলেও দাবি করছেন বিশেষজ্ঞরা। এখান থেকে উত্তোলিত তেল পাঠানো হবে হলদিয়ায় ইন্ডিয়ান অয়েলের শোধনাগারে। প্রকল্পটিতে ইতিমধ্যেই কয়েকশো কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও বড়ো অঙ্কের বিনিয়োগ করার সম্ভাবনাও রয়েছে। নিরাপত্তার জন্য দীর্ঘ সুউচ্চ পাঁচিল নির্মাণ করা হয়েছে প্রকল্প এলাকায়। এখনও পর্যন্ত মূল কেন্দ্রে যাওয়ার রাস্তা কাঁচা থাকায় ভারী যন্ত্রপাতি ও যানবাহন যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে। সেই কারণে ওএনজিসি প্রকল্প এলাকা থেকে হাবড়া-নৈহাটি রোড পর্যন্ত সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনা করছে প্রশাসন। তবে সেসবের আগে এখন সমস্ত নজর জুলাই মাসের দিকে। যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তেল উত্তোলন শুরু করা যায়, তাহলে ইতিহাস তৈরি হবে। বহু বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে অশোকনগরের মাটি থেকে প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে খনিজ তেল প্রাপ্তির সাক্ষী হবে পশ্চিমবঙ্গ।

বিচারপতিও সরে দাঁড়ালেন!

৮ জুলাই, এবার নতিস্বীকার করতেই হচ্ছে অভিষেককে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জুলাইঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতেই হবে। অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা নেওয়া হবে ৮ জুলাই। ওইদিন সকাল ১০টায় বিধাননগর আদালতে নেওয়া হবে, কণ্ঠস্বরের নমুনা। মঙ্গলবার বিধাননগর আদালতে কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাজির হলেন না, তখন সিআইডি-র তরফ থেকে জানানো হয়, তিনি কলকাতা হাইকোর্টে গিয়েছেন। এই কথা শোনার পর বিচারক আগামী ৮ জুলাই এসিজেএম আদালতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সেখানে ডিজে মামলায় অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে হবে। এরই মধ্যে কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা মামলায় স্থগিতাদেশ দিল না আদালত। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের পর্যবেক্ষণ, তদন্তে হস্তক্ষেপ করতে পারে না আদালত। অভিষেককে কোনও রক্ষাকবচও দেওয়া হল না। শুধু তাই নয়, এই মামলা নিজের হাতে রাখলেন না বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির কাছেই মামলা ফেরত পাঠালেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরের নমুনা দেওয়ার নিম্ন আদালতের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ মামলার দ্রুত শুনানি চেয়ে প্রধান বিচারপতির অফিসে চিঠি তাঁর আইনজীবীদের। যেহেতু গতকাল বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এই মামলার শুনানি করেও শেষ মুহূর্তে মামলা ছেড়ে দেন, ফলে ওই মামলার দ্রুত শুনানি র জন্য নতুন বিচারপতির এজলাস চিহ্নিত করার আবেদন করা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি এখন এজলাসে। তিনি এজলাস থেকে নামলে সম্ভবত আজই নতুন বিচারপতির ঘর চিহ্নিত করে ওই মামলা পাঠানো হতে পারে। আর হাইকোর্টে যেহেতু এই মামলার শুনানি পিছিয়ে গেছে তাই বিধাননগর আদালত কণ্ঠস্বরের নমুনা মামলার পরবর্তী শুনানির দিন স্থির করেছে আগামী ৮ জুলাই। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে অভিষেক মন্তব্য করেছিলেন, ৪ মে ভোটের ফল ঘোষণার পর রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে ডিজে বাজবে। অভিষেকের বিরুদ্ধে সল্টলেকে সাইবার অপরাধের ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়।

মহুয়াকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হল ডিম

‘চোর’ স্লোগান! পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন সাংসদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কালীগঞ্জ, ১ জুলাইঃ নদিয়ার কালীগঞ্জে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি দলীয় কর্মসূচিকে ঘিরে বুধবার উত্তেজনা ছড়ায়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। সেখানেই তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়েছে বলে হাতেই ডিম ছিল বলেও দাবি করেছেন তিনি। অভিযোগ, কর্মসূচি চলাকালীন দলীয় কার্যালয় লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়। সেই সময় বাইরে থেকে স্লোগানও দেওয়া হচ্ছিল। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে বুঝেই মহুয়া মৈত্র নিজেই মোবাইলে গোটা ঘটনার ছবি

অভিযোগ ওঠে। একইসঙ্গে বাইরে উপস্থিত একদল বিক্ষোভকারী তাঁর বিরুদ্ধে চোর চোর স্লোগান দেন বলেও দাবি করেন তৃণমূল সাংসদ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। জানা গিয়েছে, কালীগঞ্জের একটি দলীয় কার্যালয়ে সংগঠনের কর্মসূচিতে যোগ দিতে গিয়েছিলেন মহুয়া মৈত্র। সেই সময় আচমকাই কার্যালয়ের বাইরে একদল মহিলা ও পুরুষ জড়ো হন। মহুয়ার অভিযোগ, ওই বিক্ষোভকারীরা বিজেপির সমর্থক ছিলেন। তাঁদের অনেকের ও দৃশ্য ধারণ করতে শুরু করেন বলে জানা গিয়েছে। পরে সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে সাংসদ বলেন, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি একদিকে সংবিধান রক্ষার কথা বলছে, অন্যদিকে একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির উপর এই ধরনের আচরণ করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, পরিকল্পনা করেই তাঁকে লক্ষ্য করে হামলার পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল। সবচেয়ে বড় অভিযোগ উঠেছে পুলিশের ভূমিকা

● এরপর ৬ পাতায়...

নির্বাচন কমিশনে যাচ্ছে ঋতব্রতরা

আজই কি মমতার হাতছাড়া হবে ‘ঘাসফুল’?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জুলাইঃ ঘাসফুল যাবে কাদের দখলে? তৃণমূল বিভক্ত হওয়ার পর থেকেই দলের প্রতীক নিয়ে দ্বন্দ্ব চরমে। আগামীকাল, বৃহস্পতিবারেই নির্বাচন কমিশনে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় পন্থী দশ বিধায়ক। সূত্রের খবর, আগামীকাল বেলা ১২’টায় যাচ্ছেন তাঁরা। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-সহ ফুল বেঞ্চের সঙ্গেই দেখা করবেন ঋতপন্থী তৃণমূলের বিধায়করা। এ প্রসঙ্গে ঋতব্রত জানালেন, ‘‘আগমীকাল দিল্লিতে দুপুর বারোটার সময় নির্বাচন সদনে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে আমাদের একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক হচ্ছে। আমাদের ১০ জনের একটি প্রতিনিধি দলকে তারা অনুমতি দিয়েছেন। গত ২২ তারিখের পরে আমরা নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছিলাম। সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রান্ট হয়েছে। সেই কারণে আমরা দশজনের প্রতিনিধি দল আগামীকাল দেখা করব। আসল তৃণমূল না কী, সেগুলো সংবাদ মাধ্যমের ভাষায়। আমরা অল ইন্ডিা তৃণমূল কংগ্রেস। আগামীকাল কী কথা হবে আগামীকাল বৈঠকেই সেই কথা বলা সম্ভব। সংবাদমাধ্যমকে সেই কথা তো বলব না।’’ প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশনের কাছে যে তাঁরা একথা গত সোমবারের বৈঠকের পরেই জানিয়েছিলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছিলেন, ‘‘অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আজ কোনও আলোচনা বৈঠকে হয়নি। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম

● এরপর ৬ পাতায়...

সবজির বাজারদর ও সাধারণ মানুষের আর্থিক সামর্থ্য-সমন্বয় কোথায়?

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

একসময় যে সবজি ছিল সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের খাবারের সবচেয়ে সাশ্রয়ী উপাদান, আজ সেই বাজারে ঢুকলেই অনেকের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। প্রতিদিনের আয়ের সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম তাল মেলাতে না পারায় সংসারের বাজেট বারবার ভেঙে যাচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে-সবজির বাজারদর কি সত্যিই সাধারণ মানুষের আর্থিক সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলছে? ভোরবেলা শহরের হাট কিংবা পাড়ার বাজারে ক্রেতাদের ভিড় থাকলেও আগের মতো আর ব্যাগভর্তি সবজি কিনতে দেখা যায় না। অনেকেই প্রয়োজনের তুলনায় কম কিনছেন, কেউ আবার দামের সঙ্গে আপস করে পছন্দের সবজির বদলে তুলনামূলক সস্তা বিকল্প বেছে নিচ্ছেন। গৃহবধূ শ্যামলী রায়ের কথায়, আগে এক হাজার টাকায় সপ্তাহের বেশিরভাগ সবজি হয়ে যেত। এখন সেই টাকা তিন-চার দিনের বেশি টেকে না। প্রতিদিন হিসাব করে বাজার করতে হচ্ছে। অন্যদিকে, ব্যবসায়ীদের দাবি ভিন্ন। তাঁদের

মতে, পাইকারি বাজারে দাম বৃদ্ধি, পরিবহণ খরচ, জ্বালানির মূল্য, আবহাওয়ার প্রতিকূলতা এবং উৎপাদন কমে যাওয়ার প্রভাব সরাসরি খুচরো বাজারে পড়ছে। ফলে অনেক সময় ক্রেতাদের কাছে দাম বেশি মনে হলেও ব্যবসায়ীদের লাভের পরিমাণ খুব বেশি থাকে না। অর্থনীতিবিদদের মতে, শুধু সবজির দাম বাড়া নয়, প্রকৃত সমস্যা হলো আয় বৃদ্ধির তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয় দ্রুত বাড়ছে। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি বড় অংশের মাসিক আয় প্রায় স্থির থাকলেও খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিদ্যুৎ এবং যাতায়াতের খরচ ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। এর ফলে সবজির দাম সামান্য বাড়লেও তার চাপ সংসারের বাজেটে অনেক বেশি অনুভূত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, কৃষকের কাছ থেকে ভোক্তার হাতে পৌঁছাতে সবজির দাম একাধিক ধাপে বৃদ্ধি পায়। মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা বেশি হওয়া, সংরক্ষণ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং বাজারে সরবরাহের অনিশ্চয়তা মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। অনেক সময় কৃষক ন্যায্য দাম পান না, আবার ভোক্তাকেও বেশি দাম দিতে হয়-যা বাজার ব্যবস্থার একটি বড় বৈপরীত্য। এদিকে পুষ্টিবিদদের সতর্কবার্তা, সবজির দাম বেশি হওয়ায় যদি মানুষ নিয়মিত সবজি খাওয়া কমিয়ে দেন, তাহলে দীর্ঘমেয়াদে পুষ্টিহীনতা ও বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বাড়তে পারে। বিশেষ করে শিশু ও প্রবীণদের খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত সবজি থাকা অত্যন্ত জরুরি। সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে বাজারদর নিয়ন্ত্রণে নজরদারি, ভ্রাম্যমাণ অভিযান এবং সরাসরি

● এরপর ৬ পাতায়...

নতুন বায়ুসেনা প্রধানের দায়িত্ব নিলেন আশুতোষ দীক্ষিত

নয়াদিল্লি(নয়াদিল্লি), ১ জুলাই ঃ দেশের পরবর্তী বায়ুসেনা প্রধান হলেন এয়ার মার্শাল আশুতোষ দীক্ষিত। বুধবারই বায়ুসেনা পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন তিনি। এদিন সকালে দিল্লির জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এয়ার মার্শাল আশুতোষ দীক্ষিত। সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় বা ' জয়েন্টনেস 'বৃদ্ধি এবং সমন্বিত থিয়েটার কমান্ড গঠনের প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এয়ার মার্শাল দীক্ষিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর কার্যকালে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বায়ুসেনার মধ্যে সমন্বয় এবং যৌথ কার্যক্রমের কার্যকারিতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।একজন দক্ষ ফ্লাইং ইনস্ট্রাক্টর ও এক্সপেরিমেন্টাল টেস্ট পাইলট হিসেবে তিনি মিরাজ-২০০০, মিগ-২১ ও জাগুয়ার যুদ্ধবিমান-সহ ২০টিরও বেশি ধরনের বিমান ৩,৩০০ ঘণ্টারও বেশি সময় উড়িয়েছেন।

গরমের দাপট কমছেই না ইউরোপে, রেকর্ড গড়ছে তাপপ্রবাহ

প্যারিস, ১ জুলাই ঃ মাত্রাতিরিক্ত গরমে কাহিল সমগ্র ইউরোপ। টানা গরমে বাড়ছে মৃত্যু, অসুস্থতার সংখ্যাও বাড়ছে। ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন, ইতালি, ব্রিটেন, ডেনমার্ক ও সুইজারল্যান্ড-সহ ১৬টি দেশে তাপমাত্রা কয়েক দশকের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। কেবল ফ্রান্সেই মাত্র বিগত কয়েকদিনের তাপজনিত কারণে এক হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে, যাদের মধ্যে ৮৫ শতাংশেরও বেশি বয়স্ক ব্যক্তি।প্রবল গরমে নাভিশ্বাস ইউরোপের একটা বিরাট অংশের। কোথাও কোথাও তাপমাত্রা ছুঁয়েছে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কোথাও তারও উপরে ওঠার সতর্কতা। গরমের চোখরাঙানি সব চেয়ে বেশি স্পেনে। পরিবেশবিদ এবং আবহবিজ্ঞানীরা বলছেন, এ সবই বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু বদলের নজির। তার ফলে ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় আবহাওয়া মারাত্মক খামখেয়ালি হয়ে উঠছে।

প্রয়াত বিজয়া মেহতা, ভারতীয় নাট্যচর্চার এক যুগের অবসান

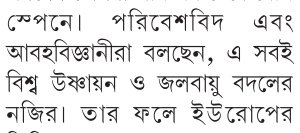

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা)), ১ জুলাই ঃ ভারতীয় নাট্যজগতে এক যুগের অবসান। প্রয়াত নাট্যব্যক্তিত্ব, অভিনেত্রী তথা পরিচালক বিজয়া মেহতা। দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ মুম্বইয়ের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।বিজয়ার প্রয়াণে ভারতীয় নাটক এবং চলচ্চিত্রজগতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। সংস্কৃতি জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে বিস্তৃত কর্মজীবনে অসংখ্য শিল্পী, পরিচালক এবং নাট্যকর্মীকে অনুপ্রাণিত করেছেন বিজয়া। তাঁর নাট্যচিন্তা, নির্দেশনা ভারতীয় নাট্যজগতকে সমৃদ্ধ করেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

২০২৬ সালে নতুন 'দীপাবলি ফরএভার স্ট্যাম্প' প্রকাশ করবে মার্কিন ডাক বিভাগ

ওয়াশিংটন, ১ জুলাইঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাক বিভাগ (ইউএসপিএস) ২০২৬ সালের জন্য নতুন ' দীপাবলি ফরএভার স্ট্যাম্প' প্রকাশের ঘোষণা করেছে। ভারতীয়-মার্কিন শিল্পী সঙ্গীতা ভুটাডার তৈরি রঙিন রঙ্গোলির নকশায় সজ্জিত এই স্ট্যাম্পে ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং মার্কিন সমাজে ভারতীয়-মার্কিন সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির প্রতিফলন ঘটেছে।ইউএসপিএস জানিয়েছে, চলতি বছরের অক্টোবর মাসে, দীপাবলির আগে এই ফরএভার স্ট্যাম্প প্রকাশ করা হবে, যাতে উৎসবের আগেই সাধারণ মানুষের কাছে তা পৌঁছে যায়। ২০২৬ সালে আগামী ৮ নভেম্বর পালিত হবে দীপাবলি। মার্কিন ডাক বিভাগের মতে, দীপাবলি হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রধান উসব, যা অশুভের উপর শুভ এবং অন্ধকারের উপর আলোর জয়ের প্রতীক।নতুন স্ট্যাম্পের মূল আকর্ষণ ঐতিহ্যবাহী রঙ্গোলির নকশা। ভারতীয় সংস্কৃতিতে রঙ্গোলি সমৃদ্ধি, শুভ ও অতিথি অভ্যর্থনার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। উসব উপলক্ষে রঙিন চাল, ফুলের পাপড়ি ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে বাড়ি ও জনসমাগমস্থল সাজানোর এই প্রাচীন শিল্পরীতিকে স্ট্যাম্পে তুলে ধরা হচ্ছে।হিউস্টন-নিবাসী ভারতীয়-মার্কিন শিল্পী সঙ্গীতা ভুটাডা প্রায় তিন দশক ধরে রঙ্গোলি শিল্পচর্চা করছেন। তাঁর তৈরি শিল্পকর্মের আলোকচিত্র ধারণ করেছেন বিজয় দীক্ষিত। স্ট্যাম্পটির নকশা তৈরি করেছেন জেনিফার আর্নল্ড এবং শিল্প নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন উইলিয়াম জে. গিকার।ইউএসপিএস জানিয়েছে, এই স্ট্যাম্পের ফার্স্ট-ডে-অফ-ইস্যু অনুষ্ঠানের তারিখ ও স্থান পরে ঘোষণা করা হবে।দীপাবলি ফরএভার স্ট্যাম্পের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে তুলে ধরতে বড়দিন, হানুক্কা, কোয়ানজা এবং মার্কিন কোস্ট গার্ড অ্যাকাডেমির ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আরও কয়েকটি স্মারক স্ট্যাম্পও প্রকাশ করা হবে।উল্লেখ্য, ভারতীয়-মার্কিন সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ৫ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম দীপাবলি ফরএভার স্ট্যাম্প প্রকাশ করা হয়। তারপর থেকে এই স্ট্যাম্প মার্কিন সমাজে ভারতীয়-মার্কিন সম্প্রদায়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বের অন্যতম প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কাশ্মীর সফরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, বুথ-স্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শক্তিশালী করার বার্তা

শ্রীনগর(সংবাদ সংস্থা), ১ জুলাইঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার রবিবার কাশ্মীর উপত্যকায় পৌঁছে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বুথ-স্তরের আধিকারিকদের ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। শ্রীনগরে পৌঁছানোর পর সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতায় তিনি জানান, তাঁর এই সফরের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল বুদগাম জেলার বুথ-স্তরের আধিকারিকদের (বিএলও) সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করা এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ সম্পর্কে অবগত হওয়া।জ্ঞানেশ কুমার বলেন, বুথ-স্তরের আধিকারিকরাই নির্বাচন কমিশনের কাজের মূল ভিত্তি। ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা থেকে শুরু করে ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা এবং নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন তাঁরাই। ফলে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও মতামত নির্বাচন ব্যবস্থাকে আরও উন্নত ও স্বচ্ছ করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই কারণেই তাঁদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।কাশ্মীর সফরে এসে উপত্যকার মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরও প্রশংসা করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। তিনি বলেন, কাশ্মীর শুধু তার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যই নয়, দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এখানকার মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নির্বাচন পরিচালনায় কর্মরত আধিকারিকদের নিষ্ঠা গণতন্ত্রকে আরও সুদৃঢ় করতে সহায়ক।নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বুথ-স্তরের আধিকারিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, ভোটার পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও নির্ভুল করে তোলার বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেও তিনি জানান। বুদগামে আয়োজিত বৈঠকে এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে সূত্রের খবর।মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের এই সফরকে নির্বাচন ব্যবস্থার তৃণমূল স্তরের কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তাঁর এই সফরের মাধ্যমে বুথ-স্তরের আধিকারিকদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভবিষ্যতের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা উঠে আসবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

বাঁকুড়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়েও জাতীয় ডাক্তার দিবস পালন

নজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়াঃডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের জন্মদিন কে স্মরণ করে বাঁকুড়া জেলার শিশু মিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতীয় ডাক্তার দিবস পালন করা হল । সর্ব প্রথমে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় বিধানচন্দ্র রায়ের ফটোতে মাল্য দান করেন। এরপর বিদ্যালয়ের শিক্ষক - শিক্ষিকা ও ছাত্র -ছাত্রীরা ফটোতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। ভারত সরকার ১৯৯১ সাল থেকে ১ লা জুলাই তারিখ টি জাতীয় ডাক্তার দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। সেই থেকে সারা দেশে ১ লা জুলাই জাতীয় ডাক্তার দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।ডাক্তার দিবসের পবিত্র লগ্নে মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র -ছাত্রীদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই আলোচনা সভায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় জানান যে, আমাদের বিদ্যালয়ে প্রতিবছর ১ লা জুলাই ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন কে স্মরণ করে জাতীয় ডাক্তার দিবস পালন করা হয়।আজ চিকিৎসকদের সম্মান জানানোর দিন। সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রতি ডাক্তারদের নিষ্ঠা ও অবদানের জন্য সম্মান জানানো হয়।আজকের দিনে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রথিত যশা বিশিষ্ট কয়েকজন ডাক্তার মহাশয়কে প্রণাম জানিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষিকা দেবলীনা ঘোষাল মহাশয়া বলেন যে, একজন ডাক্তার শুধু শরীর নয়, মনকে ও সারিয়ে তোলেন। তাই ১ লা জুলাই তারিখটি একজন জীবন্ত দেবদূতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন।

মেমারিতে বিধায়কের সহায়তা কেন্দ্রে ভাঙচুরের অভিযোগ

পূর্ব বর্ধমান, ১ জুলাই ঃ পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে বিধায়ক মানব গুহের কার্যালয় (সহায়তা কেন্দ্র)-এ হামলার ঘটনায় গ্রেফতার করা হল তিনজনকে। মেমারি থানার পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেছে। মঙ্গলবার রাতে মেমারি শহরের ডিভিসি পাড়ায় অবস্থিত বিজেপি বিধায়ক মানব গুহর সহায়তা কেন্দ্রে ব্যাপক ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে দলেরই একাংশের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে।বিজেপি কর্মীদের একাংশের অভিযোগ।

চার দিনের সরকারি সফরে ফ্রান্সে রওনা নির্মলা সীতারামন

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১ জুলাইঃ কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন চার দিনের সরকারি সফরে বুধবার ফ্রান্সের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। সফরকালে তিনি একাধিক উচ্চপর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নেবেন। ভারত-ফ্রান্স কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করাই এই সফরের মূল লক্ষ্য।সফরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হল ভারত-ফ্রান্স অর্থনৈতিক ও আর্থিক সংলাপ (ইকোনমিক অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ডায়ালগ-ইএফডি)। ফ্রান্সের এক্স-আঁ-প্রোভঁসে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে যৌথভাবে সভাপতিত্ব করবেন নির্মলা সীতারামন এবং ফ্রান্সের অর্থনীতি, অর্থ, শিল্প ও জ্বালানি সার্বভৌমত্ব বিষয়ক মন্ত্রী রোল্যান্ড লেস্কিউর। বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার নতুন সম্ভাবনা এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার উপায় নিয়ে আলোচনা হবে।এছাড়া কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান নির্বাহী আধিকারিক (সিইও)-দের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করবেন এবং শীর্ষ শিল্পপতিদের নিয়ে একটি রাউন্ড টেবিল আলোচনায় অংশ নেবেন। সেখানে ভারতের শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভিত্তি, চলমান পরিকাঠামোগত সংস্কার, বিনিয়োগের সুযোগ এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা তুলে ধরা হবে।অর্থ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, নির্মলা সীতারামন ইউরোপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক অর্থনৈতিক সম্মেলন 'লে রেনকন্ত্র ইকোনমিক দ'এক্স-আঁ-প্রোভঁস'-এ নতুন মধ্যবিত্তের বিকাশ কীভাবে ত্বরান্বিত করা যায় শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেবেন। 'লে সার্কেল দে একোনমিস্ত' আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক মঞ্চে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতা, মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্তা, শিল্পপতি, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন।সফরকালে তিনি কাদারাশে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল থার্মোনিউক্লিয়ার এক্সপেরিমেন্টাল রিঅ্যাক্টর (আইটিইআর) প্রকল্পও পরিদর্শন করবেন। পারমাণবিক সংযোজন শক্তি নিয়ে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সহযোগিতামূলক এই প্রকল্পে ভারত, ফ্রান্স-সহ ৩০টিরও বেশি দেশ অংশীদার।এছাড়া তিনি ফ্রান্সের জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা কেন্দ্র 'ক্যাম্পাস সাইবার' পরিদর্শন করবেন, যেখানে সাইবার নিরাপত্তা, গবেষণা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সরকার, শিল্প ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর কাজ হয়। এই সফরের মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা জোরদার এবং ডিজিটাল অর্থনীতিতে উদ্ভাবন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভিজ্ঞতা ও সর্বোত্তম চর্চা বিনিময়ের আশা করা হচ্ছে।নির্মলা সীতারামন প্রোভঁস-আল্পস-কোত দ'আজুর (পিএসিএ) অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট রেনো মিউজেলিয়েরের সঙ্গেও বৈঠক করবেন বলে জানি।

শ্রীভূমিতে উদ্বোধন নাবার্ড-এর জেলা উন্নয়ন ব্যবস্থাপকের কার্যালয়

শ্রীভূমি (অসম), ১ জুলাই ঃ শ্রীভূমি জেলার কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের গতি আরও ত্বরান্বিত করতে ' ন্যাশনাল ব্যাংক ফর অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট' (নাবার্ড)-এর জেলা উন্নয়ন ব্যবস্থাপক কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো মঙ্গলবার। শহরের লঙ্গাই রোডে সসঙ্গ বিহার আশ্রম সংলগ্ন নবনির্মিত কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন জেলা আয়ুক্ত লালরোহলু খিয়েংতে। জেলার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে এই কার্যালয়কে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে দেখা হচ্ছে।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন সরকারি দফতর, ব্যাংক, সমবায় প্রতিষ্ঠান, কৃষি ও প্রাণিসম্পদ বিভাগ, গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কৃষকদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে।জেলা আয়ুক্ত লালরোহলু খিয়েংতে বলেন, একটি জেলার প্রকৃত উন্নয়ন কেবল প্রশাসনের একার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রশাসন, ব্যাংক, সমবায় প্রতিষ্ঠান, সরকারি দফতর ও সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। তিনি বলেন, শ্রীভূমির সামগ্রিক অগ্রগতির জন্য সুপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচির পাশাপাশি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় অপরিহার্য। নাবার্ড-এর নতুন জেলা কার্যালয় সেই সমন্বয়কে আরও শক্তিশালী করবে বলে তিনি আশাবাদী। পাশাপাশি জেলার উন্নয়নের জন্য উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সেগুলির সফল বাস্তবায়নে সকল অংশীদারের সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বান জানান তিনি।শ্রীভূমির জেলা উন্নয়ন ব্যবস্থাপক রজত ভার্মা বলেন, এই কার্যালয়ের উদ্বোধন শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়, জেলার দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের প্রতি নাবার্ড-এর অঙ্গীকারের প্রতিফলন। জেলা প্রশাসন, বিভিন্ন ব্যাংক, সমবায় প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলির মধ্যে আরও নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে কৃষি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, গ্রামীণ শিল্প, জীবিকাভিত্তিক প্রকল্প এবং অবকাঠামো উন্নয়নের কাজে নতুন গতি আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।জেলা কৃষি আধিকারিক এস ইসলাম বলেন, শ্রীভূমিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে রবি মরশুমে সরিষা, ডালশস্য ও শাক-সবজির চাষ সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। কৃষকদের সংগঠিত করে ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন গড়ে তোলা এবং আধুনিক গুদাম ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষকদের আয় বাড়ানো সম্ভব বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে নাবার্ড-এর অসম আঞ্চলিক কার্যালয়ের জেনারেল ম্যানেজার কামার জাভেদ সমবায় সমিতিগুলিকে আরও শক্তিশালী করার ওপর জোর দেন। অন্যদিকে, মুখ্য মহাপ্রবন্ধক জি রমেশ কুমার বলেন, শ্রীভূমিতে ঋণ-আমানত অনুপাত বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। উপাদনমুখী ঋণ বিতরণ বাড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, গ্রামীণ সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে পরিকাঠামোগত বিনিয়োগ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি তুলে ধরেন।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাণিসম্পদ আধিকারিক মণিউদ্দিন আহমেদ, আরসেটি-র পরিচালক রোমিও চড়ই, লিড ব্যাংকের প্রতিনিধি সিংহেশ ঝা, আসাম কো-অপারেটিভ অ্যাপেক্স ব্যাংকের প্রতিনিধি সনন্দা ভট্টাচার্য, সমবায় দফতারের প্রতিনিধি কল্লোল দাস ও রাহুল দাস, অসম স্টেট রুরাল লাইভলিহুড মিশনের প্রতিনিধি মোনালিশা দাস সহ বিভিন্ন সরকারি দফতরের আধিকারিক, ব্যাংক প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য এবং কৃষকগণ।

চিকিৎসকদের আত্মত্যাগই সমাজের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের মূল ভিত্তি ঃশুভেন্দু অধিকারী

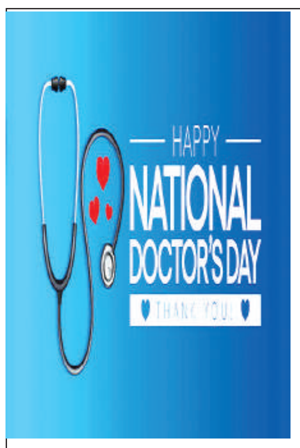

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১ জুলাই ঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জাতীয় চিকিৎসক দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী জানান, চিকিৎসকদের অবিচল নিষ্ঠা, সহানুভূতি ও আত্মত্যাগই সমাজের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের মূল ভিত্তি। বুধবার সকালে এক্স মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, জাতীয় চিকিৎসক দিবসের শুভেচ্ছা। পশ্চিমবঙ্গ এবং সমগ্র দেশজুড়ে কর্মরত সকল নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও গভীর কৃতজ্ঞতা। আপনাদের অটল নিষ্ঠা, মমতা এবং প্রতিনিয়ত করা ত্যাগ আমাদের সমাজের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের মূল ভিত্তি। আপনারা হলেন আমাদের সম্মুখসারির যোদ্ধা, নিরাময়কারী এবং চরম সংকটময় মুহূর্তে আশার আলো।চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের সহায়তা প্রদান এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ক্রমাগত উন্নয়নের বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আপনারা যেমন প্রতিদিন মানুষের পাশে দাঁড়ান, আমরাও তেমনই আপনাদের পাশে আছি। 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আপনাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ।

জুলাইয়ের শুরুতেই স্বস্তি, দাম কমল ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১ জুলাই ঃ জুলাই মাসের শুরুতেই বাণিজ্যিক এলপিজি ব্যবহারকারীদের স্বস্তি দিল তেল বিপণন সংস্থাগুলি। ১ জুলাই, বুধবার থেকে একধাক্কায় ১৮৩.৫০ টাকা কমেছে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম। নতুন দাম বুধবার থেকেই কার্যকর হয়েছে। তেল বিপণনকারী সংস্থাগুলি ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১৮৩.৫০ টাকা কমিয়েছে এবং সংশোধিত এই দাম বুধবার থেকেই কার্যকর হয়েছে।দিল্লিতে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমিয়ে ২,৯৩০ টাকা করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এই সিদ্ধান্তের ফলে রেস্তোরাঁ, ধাবা, হোটেল ব্যবসায়ীরা স্বস্তি পাবেন। দিল্লিতে ১৯ কেজির সিলিন্ডারের দাম কমে হয়েছে ২,৯৩০ টাকা। এছাড়া বুধবার থেকে ৫ কেজির এফটিএল-এর দামও ১৩ টাকা কমানো হয়েছে।

ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১ জুলাই ঃ এই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও মহান চিকিৎসক ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সমাজ মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রখ্যাত চিকিৎসক ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। নিঃস্বার্থ জনসেবা ও চিকিসা ক্ষেত্রে অসামান্য উৎকর্ষের যে অনন্য উত্তরাধিকার তিনি রেখে গেছেন, তা আজও প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী চিকিৎসক দিবসের শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন। সমাজ মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, জাতীয় চিকিৎসক দিবসের শুভেচ্ছা।পশ্চিমবঙ্গ এবং সমগ্র দেশজুড়ে কর্মরত সকল নিবেদিতপ্রাণ চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের আজ আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।আপনাদের অটল নিষ্ঠা, সহানুভূতি এবং প্রতিনিয়ত করা ত্যাগ আমাদের সমাজের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের মূল ভিত্তি। আপনারা আমাদের সম্মুখভাগের যোদ্ধা, নিরাময়কারী এবং চরম সংকটময় মুহূর্তে আশার আলো।চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের সহায়তা প্রদান এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ক্রমাগত উন্নয়নের বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আপনারা যেমন প্রতিদিন মানুষের পাশে দাঁড়ান, আমরাও তেমনই আপনাদের পাশে আছি। 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আপনাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ।

দেশজুড়ে কার্যকর ভিবি-জিরামজি, নিশ্চয়তা ১২৫ দিনের কাজের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১ জুলাই ঃমনরেগা এখন অতীত, কর্মসংস্থান ও গ্রামীণ উন্নয়নের দিশায় দেশজুড়ে বুধবার থেকে কার্যকর হয়ে গেল 'বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন - গ্রামীণ বা 'ভিবি জি রামজি'। এর আওতায় এখন থেকে গ্রামীণ ভারতের শ্রমিকরা ১২৫ দিনের কাজের নিশ্চয়তা পাবেন।এত দিন গ্রামীণ ভারতে ১০০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা প্রকল্পের নাম ছিল মনরেগা, যা বদলে করা হয়েছে ভিবি-জিরামজি। নতুন আইনে বলা হয়েছে, ২০৪৭ সাল পর্যন্ত দেশে উন্নয়নের রূপরেখা ' বিকশিত ভারত'-এর সঙ্গতি রেখেই এই গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের কাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। কর্মসংস্থান ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে এক প্রকল্প শক্তিশালী করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়েতে বাসে আগুন মৃত্যু দুই যাত্রীর, আহত ১৭ জন

দৌসা, ১ জুলাই ঃ রাজস্থানের দৌসা জেলায় দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ের ওপর দুর্ঘটনার কবলে পড়ল যাত্রী বোঝাই একটি বাস। একটি ট্রেলারের সঙ্গে সংঘর্ষের পর বাসে আগুন ধরে যায়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুই যাত্রীর। এছাড়াও ১৭ জন আহত হয়েছেন।বুধবার সকালে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজস্থানের দৌসায় দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ের ওপর কোলওয়া থানা এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি বাস। ট্রেলারের সঙ্গে সংঘর্ষের পর হরিদ্বার থেকে ইন্দোরগামী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারায়, এরপর বাসে আগুন ধরে যায়। অতিরিক্ত এসপি যোগেন্দ্র ফৌজদার বলেন, দিল্লি হাইওয়ের ওপর ইন্দোর থেকে হরিদ্বারগামী একটি বাস ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে, এতে ২ জন যাত্রী নিহত এবং আরও ১৭ জন আহত হয়েছেন। বাসটিতে আগুন ধরে যায়। দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন আয়ত্তে আনে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক হতে চলেছে। আপনি নিজের ইচ্ছা ও লক্ষ্য পূরণের দিকে মনোযোগ দেবেন, যার ফলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ আপনার সামনে আসতে পারে। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং নিজের ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন। বিবাহের যোগ হবে।
বৃষঃআজ আপনার সামনে নতুন সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার প্রশংসা হবে, যা আপনার আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে তুলবে।
মিথুনঃএক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। নির্দিষ্ট কিছু জরুরী পরিকল্পনা নির্বাহিত হওয়ায় আপনাকে নতুন অর্থনৈতিক লক্ষ্য এনে দেবে। শুভদিন হতে পারে।
কর্কট রাশি ঃ আজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। আপনি যদি কোনও ঋণ নিতে চলেছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তবে আজকের দিনটি আপনার ভাগ্যবান। যাদেরকে আপনি ভালোবাসেন তাদের উপহার দেওয়া এবং তাদের থেকে উপহার নেওয়ার পক্ষে শুভ দিন।
সিংহঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক শক্তি ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সুযোগ পাবেন এবং আপনার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা দলের অন্য সদস্যদের অনুপ্রাণিত করবে।
কন্যাঃপ্রিয়জনদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করার জন্য এটি উপযুক্ত সময়। আপনার কাজের ধরনে নতুন উদ্যম আসবে, যা আপনাকে লক্ষ্যপূরণের পথে আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই সংবেদনশীল সময়ে নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই জরুরি।শুভদিন
তুলাঃ আপনার পিতা মাতার প্রতি অমর্যাদা আপনার ভবিষ্যত সম্ভাবনা ক্ষুণ্ণ করতে পারে। ভালো সময় কখনোই খুব দীর্ঘ হয় না। মানুষের কীর্তি শব্দ তরঙ্গের মত। যা মধুর স্বর অথবা শ্রুতিকটু শব্দ সৃষ্টি করে।
বৃশ্চিকঃ নিজে থেকে ওষুধগ্রহণ করা ওষুধ নির্ভরতার সৃষ্টি করতে পারে। যে কোন ওষুধ খাওয়ার আগে একজন চিকিসকের পরামর্শ নিন- অন্যথায় ওষুধ নির্ভরতার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। আপনার বাসস্থান সংক্রান্ত বিনিয়োগ লাভজনক হবে না। সন্তান হতেপারে আজকে।
ধনুঃ আজকের দিনটি শক্তি ও অনুপ্রেরণায় ভরপুর থাকবে। আপনি অনুভব করবেন যে নতুন ধারণা ও পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা আপনার রয়েছে। অর্থ ব্যয়।
মকরঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা ও সুযোগে ভরপুর থাকবে। পেশাগত জীবনে কিছু ইতিবাচক ঘটনা ঘটতে পারে।
কুম্ভঃ কিছু উত্তেজনা এবং মতপার্থক্য আপনাকে খিটখিটে এবং অশান্ত করতে পারে। দিনের শুরুটা ভাল হতে পারে তবে সন্ধ্যায় কোনও কারণে আপনি আপনার অর্থ ব্যয় করতে পারেন যা আপনাকে বিরক্ত করবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
মীনঃআপনার পরিবার আপনার কাছ থেকে অনেক আশা করতে পারে যা আপনার কাছে জ্বালাতনের বিষয় হতে পারে। আপনি আজ আপনার মায়ের পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। সংসারে শান্তি হবে।

আবহাওয়া

সপ্তাহান্তে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঝড়-বৃষ্টির দাপট বাড়বে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী শুক্রবার নাগাদ বঙ্গোপসাগরে তৈরি হতে পারে নিম্নচাপ অঞ্চল। তার প্রভাবে সপ্তাহান্তে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। তিন জেলায় হতে পারে অতিভারী বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গেও চলবে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি।আগামী ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, নদিয়া, হুগলিতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, হুগলি, নদিয়ায় বৃষ্টির পাশাপাশি ঝড় বইতে পারে। বৃহস্পতি এবং শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। শনিবার থেকে ঝড়-বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ওই দিন। বাকি জেলাতেও চলবে ঝড়বৃষ্টি। রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৭ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭৭ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১০ টা ৪৪মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০২টা ৪৪মিনিট এবং রাত ০৯টা ৪৪ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৪ টা ৫৬মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২০মিনিটে হতে পারে।

জাতীয় যোগাসনে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন পরমা

মলয় সুর, জুলাই ঃ পরপর জয় আরও বড় স্বপ্ন দেখাচ্ছে বেহালা চৌরাস্তার, শিবরামপুর রোডের (সারদাপার্কের) মেয়ে পরমা দলুইকে। আর্থিক প্রতিকূলতাকে সঙ্গী করেই বড় হয়েছেন তিনি। বড় প্রতিযোগিতায় যেতে হলে খরচ বাড়ে। মধ্যবিত্ত পরিবারের পরমার ভাবনা সেখানেই। রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে ২০১৬-তে দিল্লীর ক্যান্টনমেন্ট এ জাতীয় যোগাসন প্রতিযোগিতায় সে প্রথম চ্যাম্পিয়ন হয়ে স্বর্ণপদক অর্জন করেন, ২০১৭ সালে মধ্যপ্রদেশে ভোপালে চ্যাম্পিয়ন হন, সেখানে সে ট্রফি ও আর্থিক ১৫ হাজার টাকা পান, এরপর ২০১৮ তে ওড়িশার ভুবনেশ্বরে কে আই টি ইউনিভার্সিটিতে জাতীয় যোগাতে চ্যাম্পিয়ন অব চ্যাম্পিয়ন হন, সেখানেও ট্রফি সহ ও আর্থিক ১৫ হাজার নগদ টাকা পান। বাংলার মেয়ের বিজয় উদযাপনের দৃশ্য দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন বাবা-মা। পরমা জানিয়েছেন, আর্থিক অনটন সত্ত্বেও তাঁর পরিবার সবসময় পাশে থেকেছে। সমবয়সীরা যখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল তখন তিনি বছরের পর বছর ধরে যোগাসনের প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। নানা বাধা এলেও লক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাস তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। পরমার সাফল্যের নেপথ্যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তাঁর মা উজ্জ্বলা দলুই, বাবা সমু কুমার দলুই কমার্শিয়াল গাড়ির ড্রাইভার, ছোটবোন পরিমিতা ও যোগা শেখেন। মাত্র ২ বছর বয়স থেকে যোগাসনে হাতে খড়ি পরমার। বেহালা শিবরামপুর স্পোর্টস ক্লাব সম্মিলনী ক্লাবে প্রশিক্ষক সলিল বিশ্বাস ও মনিকা বিশ্বাসের কাছে প্রশিক্ষণ নেন। তারপর থেকে ওটাই তাঁর ধ্যানজ্ঞান ছিল। বর্তমানে সে মাত্র ২২ বছর বয়সেই মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে বিপিএড (ব্যাচেলর অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন) কোর্সে চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী সেখানে সে হোস্টেলে পড়াশোনা করছে। একসময় যোগাসনে প্রচুর মেডেল ও ট্রফি অর্জন করেন। ২০২৩ সালে মধ্যপ্রদেশের জবলপুরে খেলো ইন্ডিয়াতে অংশ গ্রহণ করেন । যোগা জীবনে যা যা অর্জন করা সম্ভব তা সবই পেয়েছেন। তার ইচ্ছা , আগামীদিনে ছোটদের যোগাসন শেখানো।

ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় গ্রেপ্তারের আশঙ্কা, আগাম জামিন চেয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ অনুব্রত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ০১ জুলাই ঃ ভোট পরবর্তী হিংসা সংক্রান্ত মামলায় গ্রেপ্তারের আশঙ্কা মধ্যেই কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন বীরভূমের তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। সিউড়ি জেলা আদালতে তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়ার পরই উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হন তিনি। আদালতের সূত্রে জানা গিয়েছে, আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে দায়ের করা মামলার শুনানি খুব শীঘ্রই কলকাতা হাই কোর্টে হতে পারে। এখন রাজনৈতিক মহলের নজর উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তের দিকে। আদালত অনুব্রত মণ্ডলকে আগাম জামিনের সুরক্ষা দেবে, নাকি তদন্তের স্বার্থে অন্য কোনও নির্দেশ দেবে, তা নিয়েই শুরু হয়েছে জোর চর্চা। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক হিংসার একাধিক অভিযোগ সামনে আসে। সেই সময় বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতন থানা এলাকায় একটি ইটভাটা থেকে বিপুল পরিমাণ ইট লুঠের অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় শুভেন্দুবিকাশ মণ্ডল নামে এক ব্যবসায়ী শান্তিনিকেতন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি দাবি করেন, নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর বোমা ও আগেয়াস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাঁর ইটভাটা থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার ইট লুঠ করা হয়। অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়, তৎকালীন বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের নির্দেশেই এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ওই ব্যবসায়ীর দাবি, ঘটনার পর প্রাণনাশের আশঙ্কায় তাঁকে নিজের ব্যবসা ছেড়ে এলাকা ছাড়তে বাধ্য

হতে হয়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তের অগ্রগতির মধ্যেই অনুব্রত মণ্ডল-সহ মোট ১৩ জনের নাম এই মামলায় উঠে আসে। গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় অনুব্রত মণ্ডল সিউড়ি জেলা আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করেন। তবে নিম্ন আদালত তাঁর সেই আবেদন খারিজ করে দেয়। আদালতের এই সিদ্ধান্তের পর রাজনৈতিক এবং আইনি মহলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়। আইনজীবীদের একাংশের মতে, নিম্ন আদালতে আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ার ফলে তদন্তকারী সংস্থার সামনে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার ক্ষেত্রে আপাতত কোনও আইনি বাধা থাকছে না, যদি তদন্তের স্বার্থে সেই প্রয়োজন দেখা দেয়। জেলা আদালতের রায়ের পর থেকেই অনুব্রত মণ্ডল কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন বলে জোর জল্পনা চলছিল। সেই জল্পনাই বাস্তবে রূপ নেয় বুধবার। আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে তিনি কলকাতা হাই কোর্টে আবেদন দাখিল করেন। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, মামলাটি দ্রুত শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত হতে পারে। ফলে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এই মামলায় গুরুত্বপূর্ণ আইনি অগ্রগতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর একাধিক দুর্নীতি, তোলাবাজি এবং ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই একাধিক প্রাক্তন মন্ত্রী, প্রাক্তন বিধায়ক এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এই মামলাও রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। এখন সব নজর কলকাতা হাই কোর্টের দিকে। উচ্চ আদালত অনুব্রত মণ্ডলের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করবে, নাকি তদন্তের স্বার্থে সেই আবেদন খারিজ করবে, তার উপরই নির্ভর করছে মামলার পরবর্তী আইনি গতিপ্রকৃতি। একই সঙ্গে এই মামলার অগ্রগতি রাজ্যের ভোট-পরবর্তী হিংসা সংক্রান্ত তদন্তের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

তৃণমূল নেতা অদ্বৈত দাসের বিরুদ্ধে স্থানীয় বাসিন্দারা চাইলেন জবাবদিহি, উঠল 'চোর চোর' স্লোগান

বনস্পতি দে, সিঙ্গুর হুগলি, জুলাই ঃ তৃণমূল নেতা অদ্বৈত দাসের চোখে-মুখে হতভম্ব দৃষ্টি। পরনে জিনস আর ফুলহাতা শার্ট। কিন্তু কোমরে দড়ি আর গলায় জুতোর মালা। কী হচ্ছে যেন ঠিক বুঝতে পারছেন না তিনি। তাঁকে ঘিরে ধরে রীতিমতো বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। চাইলেন জবাবদিহি। চারদিক থেকে উঠল 'চোর চোর' স্লোগান। কেউ ডিম ছুড়ে মারলেন, কেউ আবার তেড়ে গেলেন তৃণমূল নেতার দিকে। হুগলির সিঙ্গুরের এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, অদ্বৈত হুগলির সিঙ্গুরের বাগডাঙ্গা ছিনামোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। প্রাক্তন বিধায়ক বেচারাম মান্নার ঘনিষ্ঠ বলে এলাকায় পরিচিতি রয়েছে তাঁর। অদ্বৈতর বিরুদ্ধে তোলাবাজি, কাটমানি-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। কিন্তু তৃণমূল জমানায় তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খুলতে সাহস পাননি কেউই। এ দিন বাজারে যাচ্ছিলেন অদ্বৈত। তখনই তাঁকে ধরে ফেলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রথমে কোমরে দড়ি বেঁধে, গলায় জুতোর মালা পরিয়ে তাঁকে এলাকায় ঘোরানো হয় বলে অভিযোগ। শেষে বাজারে একটা পোস্টের সঙ্গে গোরু বাঁধার মতো করে বেঁধে রাখা হয় অদ্বৈতকে। তাঁকে ঘিরে ক্ষোভ উগরে দিতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কেউ অদ্বৈতকে ডিম ছুড়ে মারেন, কেউ আবার 'চোর চোর' স্লোগান দেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় সিঙ্গুর থানার পুলিশ। তাঁরাই অদ্বৈতকে উদ্ধার করে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেন। পুরো ঘটনায় বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, রাজ্যে পালাবদলের পরে প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে বিজেপি। যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে পদ্মশিবির। তাঁদের পাল্টা দাবি, তৃণমূল নেতা জনরোষের শিকার। এই ঘটনার সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই।

শিয়ালদহ ডিভিশন কর্তৃক শহরতলির রেল পরিষেবা সম্প্রসারণের বড় উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ০১ জুলাই ঃ যাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ব্যস্ত সময়ে যাতায়াত সহজ করার লক্ষ্যে, পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন তাদের শহরতলির ট্রেন পরিষেবা বা নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যাত্রীদের চাহিদার বিস্তারিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে, যাত্রীদের অভিজ্ঞতা উন্নত করতে শিয়ালদহ ডিভিশন ০৬.০৭.২০২৬ তারিখ থেকে নতুন ট্রেন ও সম্প্রসারিত পরিষেবা চালু করছে।বিভিন্ন শাখায় শহরতলির যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে এই নতুন ও সম্প্রসারিত পরিষেবাগুলি চালু করা হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হলো ভিড় কমানো এবং ডিভিশনের ঘনবসতিপূর্ণ শহরতলি এলাকাগুলিতে যাতায়াতের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করা শিয়ালদহ - বারাসত শাখা নতুন এসি লোকাল (শিয়ালদহ - বারাসত)ঃ অত্যন্ত জনবহুল এই রুটে উন্নত ও আরামদায়ক যাতায়াত ব্যবস্থা প্রদানের লক্ষ্যে একটি প্রিমিয়াম এসি ইএমইউ লোকাল পরিষেবা চালু করা হচ্ছে। ট্রেনটি বিধাননগর রোড, দমদম জংশন, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, বিরাটি এবং মধ্যমগ্রাম স্টেশনে থামবে। ট্রেনটি শিয়ালদহ থেকে সকাল ১০.৩৩-এ ছাবে এবং ফিরতি ট্রেনটি বারাসত থেকে সকাল ১১.২৯-এ ছাবে। হাসনাবাদ রুটে মেট্রো সংযোগ সুবিধাঃহাসনাবাদ শাখায় সন্ধ্যাবেলার অত্যধিক ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য, ৩৩৩১৯ বারাসত -হাসনাবাদ লোকালটি এখন বারাসতের পরিবর্তে দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিকেল

১৭.২৪-এ ছাড়বে এবং হাসনাবাদে পৌঁছাবে সন্ধ্যা ১৯.২০-এ। এর ফলে যাত্রীরা মেট্রোর সাথে সরাসরি ও সহজ সংযোগ পাবেন এবং বারাসত-দমদম ক্যান্টনমেন্ট লোকাল ট্রেন পরিষেবাও যুক্ত করা হয়েছে।এটি হবে দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে বনগাঁ হাসনাবাদ রুটে ব্যস্ত সময়ে (পিক আওয়ারে) চলাচলকারী তৃতীয় পরিষেবা, যা মেট্রোর সাথে সংযোগ স্থাপন করবে।শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা শিয়ালদহ - ডায়মন্ড হারবার শাখাঃ সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে পরিষেবা জোরদার করতে দুটি নতুন ট্রেন যুক্ত করা হচ্ছে-শিয়ালদহ (১৮.২০) - ডায়মন্ড হারবার (২০.০১) এবং ডায়মন্ড হারবার (২০ঃ২০) - সোনারপুর (২১ঃ১৪)। এছাড়া নিত্যযাত্রীদের সুবিধার্থে সোনারপুর-ডায়মন্ড হারবার লোকাল এবং ডায়মন্ড হারবার-শিয়ালদহ লোকালের মতো বিশেষ ট্রেনগুলিকে নিয়মিত পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। শিয়ালদহ - ক্যানিং শাখাঃ৩৪৪২০ শিয়ালদহ-সোনারপুর লোকাল ট্রেনটির যাত্রাপথ বাড়িয়ে ক্যানিং পর্যন্ত করা হচ্ছে (শিয়ালদহ থেকে ছাবে সকাল ০৯ঃ৫০-এ)। পাশাপাশি, ক্যানিং থেকে সকাল ১১ঃ৩০-এ একটি নতুন ক্যানিং-সোনারপুর লোকাল ট্রেন চালু হবে। বর্তমানে 'স্পেশাল' বা বিশেষ ট্রেন হিসেবে যেসব পরিষেবা চলছে, সেগুলিকে নিয়মিত পরিষেবার মর্যাদা দেওয়া হবে। বারুইপুর - লক্ষ্মীকান্তপুর শাখাঃ সন্ধ্যার সময় পরিষেবার পরিধি বাড়াতে বিদ্যমান ট্রেনগুলির যাত্রাপথ সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। শিয়ালদহ-বারুইপুর লোকাল এখন লক্ষ্মীকান্তপুর পর্যন্ত চলবে (শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে ১৯.৫৬-এ, লক্ষ্মীকান্তপুর পৌঁছাবে ২১.২৭-এ))। এছাড়া বারুইপুর-সোনারপুর পরিষেবাটি এখন লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে শুরু হবে (২১.৩৫-এ ছেড়ে সোনারপুর পৌঁছাবে ২২.৩৮-এ)।

বাঙালী দের উদ্যোগ নিতে হবে বাঙালিয়ানা কে ফেরাতে সুকুমার ভাদুড়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ১ জুলাই ঃ বাঙ্গালীদের কাছে নতুন বছর মানেই একটা আলাদা দিন। আর বাংলার এবং বাঙালির কাছে একটা আলাদা বার্তা বহন করে। জানালেন শিলিগুড়ির ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সুকুমার ভাদুরি। একদিকে শিক্ষক এবং অন্যদিকে পুরোহিত এটাই তার আসল পেশা। সুকুমার ভাদুড়ি জানালেন আগে বাঙালি এক রকম ছিল , এখন একেবারে অন্যরকম। একেবারেই চেনা যায় না। বাঙালি মানেই আগে ছিল যেমন মাছ, ধুতি পড়া এবং ফুটবল খেলা দেখা, এবং উত্তম-সুচিত্রার সিনেমা দেখা এছাড়াও বিকালে সিঙ্গারা এবং রসগোল্লা খাওয়া। সেই জিনিস এখন কোথায়? সব হারিয়ে গেছে, জানালেন সুকুমার ভাদুরি। তিনি আরো জানালেন বাংলা নামের প্রচুর হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট খুলছে কিন্তু তাতে কি লাভ ? ওইগুলো কি আর পাওয়া যায়? ২০২৬ সাল এখন এখন বাঙালি আধুনিক হয়ে গেছে। পুরনো বাঙালিয়ানার বাঙালিরাই পছন্দ করেনা, আমরা কোথায় আছি , এ বড় দু ঃখের এবং কষ্টের জানালেন সুকুমার ভাদুরি। আগামীকাল নতুন বছর, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সবকিছু শুভ হোক ভালো হোক মঙ্গলময় হোক। আমি শুধু আমি ভালো থাকবো বা আমার পরিবার ভালো থাকবে এটা চাই না, আমি চাই সমগ্র বাঙালি জাতি ভালো থাকুক। সবাই উন্নতি করুক। তবেই মনে হবে আমার বাংলা নাম সার্থক। জানালেন বিশিষ্ট শিক্ষক এবং পুরোহিত সুকুমার ভাদুড়ী। তিনি আরো জানালেন অবাঙালি মানুষের কাছে বাংলা ভাষা যেমন অচেনা তেমনি আমাদের কাছে কাছের আমাদের তাই উদ্যোগ নিয়ে বাংলা সংস্কৃতি কে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। যেটা সবার আগে দরকার আমাদের। নাহলে আমাদের সোনার বাংলা কোথায় হারিয়ে যাবে এই বাংলার মাটিতে জানালেন সুকুমার ভাদুড়ী।

নববারাকপুর আইএমএ ভবনে এবং ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় সাধারণ হাসপাতালে চিকিৎসক দিবস উদযাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নববারাকপুর, ১ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং কিংবদন্তি চিকিৎসক ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের জন্ম ও মৃত্যু দিন। সারা ভারতে দিনটিকে জাতীয় চিকিৎসক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। চিকিৎসক দিবসে বুধবার সকালে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় কে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাল ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন নব বারাকপুর মধ্যমগ্রাম শাখার চিকিৎসক গন। এদিন সকালে নেতাজী সুভাষ রোডে আইএমএ ভবনে পতাকা উত্তোলন করেন নব বারাকপুর মধ্যমগ্রাম শাখার সভাপতি ডাঃ পংকজ কুমার অধিকারী। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের প্রতিচ্ছবিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান ডাঃ পংকজ কুমার অধিকারী, শাখা সম্পাদক ডাঃ শুসেনজিৎ মল্লিক, ডাঃ অসিত চৌধুরী, ডাঃ সুজিত ঘোষ, ডাঃ দেবতোষ দাস, ডাঃ বি বি মজুমদার, ডাঃ নিতাই পদ রায় সহ অন্যান্য গণ। ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের চিন্তা ভাবনা জীবনদর্শন জনসেবার বিভিন্ন

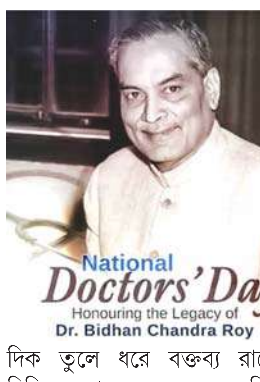

দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন চিকিৎসকগন। অন্যদিকে নববারাকপুর পুরসভা পরিচালিত ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় সাধারণ হাসপাতাল ও মাতৃসদনে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে জাতীয় চিকিৎসক দিবস পালন করা হয়। ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান হাসপাতালের সুপার তথা পুরসভার স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ প্রাপ্তি মিত্র, ডাঃ বিধূ ভূষন গিরি, নার্স, হাসপাতালের কর্মী সঞ্জীব ঘোষ, গোপাল বিশ্বাস, শুভেন্দু দাস সহ অন্যান্য রা। নিউ বারাকপুর ডাঃ বি সি রায় জেনারেল হাসপাতাল ও মাতৃসদনের সুপার ডাঃ প্রাপ্তি মিত্র ডক্টরস ডে উপলক্ষে দেশের সকল চিকিৎসক দের শুভেচ্ছা জানান। ডাক্তার মিত্র বলেন সবাই জানেন ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় কি ছিলেন কি তার মহিমা। আমি আশা রাখবো, যারা নতুন প্রজন্মের ডাক্তার, যারা মেডিক্যাল লাইনে পড়াশোনা করছেন, তারা সকলে যেন একটা ন্যূনতম মানবিকতার পথ তারা অনুসরণ করেন এবং দেশের উন্নতি যাতে হয়, সেই চেষ্টা যেন আমরা সবাই করি।

জাতীয় চিকিৎসক দিবসে বিবেকানন্দ মডেল স্কুলের বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, রুসুলপুর, ১ জুলাই ঃ জাতীয় চিকিৎসক দিবস উপলক্ষে রসুলপুর বিবেকানন্দ মডেল স্কুলের উদ্যোগে এক অনন্য সৌজন্য সফরের আয়োজন করা হয়। এদিন বিদ্যালয়ের প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি বিভাগের শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের সঙ্গে পাত্রসায়ের গ্রামীণ হাসপাতাল এবং ইন্দাস গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শন করে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা চিকিৎসকদের হাতে ফুলের তোড়া, পরিবেশ ও জীবনের প্রতীক হিসেবে চারা গাছ এবং নিজেদের হাতে তৈরি শুভেচ্ছা কার্ড তুলে দেয়। শিক্ষার্থীদের এই আন্তরিক উদ্যোগে হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা আবেগাপ্লুত হন এবং তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানান। এই কর্মসূচির মাধ্যমে একদিকে যেমন চিকিৎসকদের সমাজে অবদানের প্রতি সম্মান জানানো হয়েছে, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ, কৃতজ্ঞতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার চেতনা আরও সুদৃঢ় হয়েছে। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পাত্রসায়েরের বিএমওএইচ ডা. স্মৃতি মণ্ডল এবং ইন্দাসের বিএমওএইচ ডা. সায়ন্তন মণ্ডল মহাশয়কে এই বিশেষ উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হয়। পাশাপাশি পাত্রসায়েরের ও ইন্দাস গ্রামীণ হাসপাতালের সকল চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা ও আন্তরিক সহযোগিতার জন্য বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। সমাজের সকল চিকিৎসকের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সফল কর্মজীবন কামনা করে জাতীয় চিকিৎসক দিবসের এই বিশেষ কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে।

প্রধান নির্বাচনকে ঘিরে উত্তপ্ত জি প্লট! ঘর আসবাবপত্র ভাঙচুর, আতঙ্কে গ্রামবাসীরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,পাথরপ্রতিমা, ১ জুলাই ঃ পাথরপ্রতিমার জি প্লট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকা। অভিযোগ, দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে ভাঙচুর করা হয়েছে একাধিক বাড়ি, আসবাবপত্র ও অন্যান্য সম্পত্তি। ঘটনায় এলাকাজুড়ে চরম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।উল্লেখ্য, জি প্লট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কয়েকদিন আগে পয়াত হওয়ায় পদটি শূন্য হয়ে পড়ে। সেই শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে সোমবার ভোটাভুটির মাধ্যমে পুনরায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান নির্বাচিত হন।স্থানীয় সূত্রের দাবি, প্রধান নির্বাচনের পরই এলাকায় অশান্তির সূত্রপাত হয়। একাধিক জায়গায় ব্যাপক ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। তবে এই ঘটনার জন্য ঠিক কারা দায়ী, তা এখনও স্পষ্ট নয়।ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বলা হয়, বিজেপির লোকজন তাদের ৮ জন পঞ্চায়েত সদস্য সহ সমর্থকদের ঘর ভাঙচুর করেছেন, তাদের সদস্য সমর্থকরা বাড়ি ফিরতে পারছে না। অন্যদিকে বিজেপির মন্ডল সভাপতি প্রদীপ কুমার দাস বলেন,এটি সম্পূর্ণ সাজানো এবং তৃণমূলের নাটক,এটা তৃণমূলের কার্তিক মাইতি এবং নুর ইসলামের দুটি গোষ্ঠীর গোষ্ঠীদ্বন্বের ফল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোষ্ঠী এবং ঋতব্রতরগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে মারামারি করে এই ঘর ভাঙচুর করেছে। ২০২১ সালে যেভাবে বিজেপির ঘর ভাঙচুর করেছিল ওই তৃণমূল সেই আতঙ্ক এখনও পর্যন্ত বিজেপির মধ্যে রয়েছে, তাদের নামে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। তবে উভয় পক্ষই প্রকাশ্যে মিডিয়ার সামনে মুখ খুলতে চাননি। উভয় পক্ষের দাবি তাদের সমর্থকরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয়।ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং কারা এই ভাঙচুরের সঙ্গে জড়িত, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

হাওড়া জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকদের সম্মানিত করলেন রাজ্যের মন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১ জুলাই ঃ পয়লা জুলাই জাতীয় চিকিৎসক দিবসে হাওড়া জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকদের সম্মানিত করলেন রাজ্যের মন্ত্রী উমেশ রাই। খুব শীঘ্রই হাওড়া জেলা হাসপাতালকে আধুনিক রূপে দেখা যাবে বলে জানান তিনি। ভারতের মহান চিকিৎসক এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়-এর জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে ১লা জুলাই জাতীয় চিকিৎসক দিবস উপলক্ষে বুধবার সকালে হাওড়া জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসকদের নিষ্ঠা, মানবিকতা ও নিরলস সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন রাজ্যের পরিষদীয় বিষয়ক এবং পুর ও নগরোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। মূলতঃ সমাজে চিকিৎসকদের নিঃস্বার্থ অবদান এবং অক্লান্ত পরিশ্রমকে স্বীকৃতি দেওয়া ও সম্মান জানাতেই এই উদ্যোগ। এর পাশাপাশি, জাতীয় চিকিসক দিবস উপলক্ষে এদিন এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে হাওড়া জেলা হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে খাদ্য ও উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, হাসপাতালের নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে এদিন প্রশ্ন করা হলে উমেশ রাই সাংবাদিকদের বলেন, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় গুন্ডা দমন বিল পাস হয়েছে।

আবার বাঘ আক্রমনে গুরুতর আহত কুলতলির এক মৎস্যজীবি

নিজস্ব সংবাদদাতা,কুলতলি, ১ জুলাই ঃ বাঘের আক্রমন মৎস্যজীবিদের উপর ধারাবাহিক ভাবে চলে আসছে। বুধবার সকালে সুন্দরবনের বুড়িরডাবরি জঙ্গল এলাকায় বাঘের আক্রমনের শিকার হলেন কুলতলির দেউলবাড়ির হইধর পাড়ার বাসিন্দা মান্নান লস্কর (৪৩)নামে এক মৎস্যজীবি। গত রবিবার কুলতলি থেকে মান্নান লস্কর সহ তিনজন মৎস্যজীবি কাঁকড়া ধরতে সু ন্দরবনের জঙ্গলে যায়।বুধবার সকালে মাছ ধরার সময়ে পেছন থেকে আচমকা মান্নান লস্করের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি বাঘ। আর তার সঙ্গীরা নৌকার বৈঠা নিয়ে বাঘের সামনে তাড়া করলে বাঘ মান্নানকে ফেলে জঙ্গলে পালিয়ে যায়।আর তারপরে আহত মান্নানকে নিয়ে তার সঙ্গীরা কুলতলিতে ফিরে আসে।তার ঘাড়ে ও মাথায় গুরুতর চোট হয়।তাকে স্থানীয় জয়নগর কুলতলি গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

কাঁকুড়গাছির বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার খুনে চার্জ গঠন,স্বপন সমাদ্দার-সহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ জুলাই ঃ ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন-পরবর্তী বহুল আলোচিত কাঁকুড়গাছির বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার খুনের মামলায় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটল। দীর্ঘ তদন্ত এবং একাধিক আইনি প্রক্রিয়ার পর বিশেষ সিবিআই আদালতে অবশেষে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে চার্জ গঠন করা হয়েছে। এই মামলায় প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পাল, প্রাক্তন কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দার, পাপিয়া ঘোষ-সহ মোট ১৯ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হয়েছে। এর ফলে মামলার বিচারপর্ব এখন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়ার পথে।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগ সামনে আসে। সেই সময় কাঁকুড়গাছি এলাকার বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার খুন হন। অভিযোগ ওঠে, তাঁকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে মারধর করে হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে নারকেলডাঙা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে রাজ্য পুলিশ এবং তদন্ত শেষে ১৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেয়। তবে তদন্তের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করলে বিষয়টি আদালতে পৌঁছায়। পরে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে মামলার তদন্তভার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তদন্তের দায়িত্ব গ্রহণের পর সিবিআই নতুন করে তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে এবং একটি অতিরিক্ত চার্জশিট আদালতে পেশ করে। সেই চার্জশিটে মোট ২০ জন অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করা হয়। তদন্ত চলাকালীন কাঁকুড়গাছি থানার তৎকালীন ওসি এবং এক সাব-ইন্সপেক্টরকেও গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের জামিনের শুনানিতে আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, আইনরক্ষকরাই যদি আইনের প্রতি দায়িত্ব পালন না করেন, তবে সাধারণ মানুষের বিচারব্যবস্থার উপর আস্থা নষ্ট হবে। আদালতের সেই মন্তব্য তৎকালীন সময়ে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে, দীর্ঘ সময় তদন্ত চললেও তদন্তের গতি নিয়ে একাধিকবার অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন নিহত অভিজিৎ সরকারের পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ ছিল, দ্রুত বিচার না হওয়ায় ন্যায়বিচার পাওয়ার আশা ক্রমশ দীর্ঘায়িত হচ্ছে। যদিও তদন্তকারী সংস্থা ধারাবাহিকভাবে তথ্য সংগ্রহ এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ যাচাইয়ের কাজ চালিয়ে যায়। পরবর্তীকালে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও পরিবর্তন আসে। বিধানসভা নির্বাচনের পর নতুন সরকার গঠনের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন, রাজনৈতিক হিংসার ঘটনায় যুক্ত কোনও দুষ্কৃতীকেই আইনের হাত থেকে রেহাই দেওয়া হবে না। সেই প্রেক্ষাপটেই দীর্ঘ তদন্ত শেষে বুধবার বিশেষ সিবিআই আদালতে এই মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়। আদালতের এই পদক্ষেপের ফলে বহু প্রতীক্ষিত এই মামলার বিচার প্রক্রিয়া এখন আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। আগামী দিনে সাক্ষ্যগ্রহণ ও অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মামলার শুনানি এগোবে বলে আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে। নিহতের পরিবারও আশা করছে, দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে এই মামলায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড

CIN: L34202WB1986PLC040542

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ডানকান হাউস ৩১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১

ফোনঃ (০৩৩) ২২৩০ ৮৫১৫

ওয়েবসাইটঃ https://www.qcml.in ই-মেলঃ secretarial.qcml@rpsg.in

৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) বিজ্ঞপ্তি এবং দূরবর্তী ই-ভোটদান সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (SEBI LODR)-এবং সেই সাথে মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ও SEBI-র প্রাসঙ্গিক নির্দেশিকা-মেনে কোম্পানির ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) আগামী ২৭ জুলাই, ২০২৬, সোমবার সকাল ১১.০০টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের (OAVM) সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সদস্যদের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সশরীরে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন হবে না। এই সভায় প্রক্সি (প্রতিনিধি) নিয়োগের কোনো সুবিধা থাকবে না তাই প্রক্সি ফর্ম এবং অ্যাটেনডেন্স স্লিপ (উপস্থিতি পত্র) সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে এবং এগুলি AGM-এর বিজ্ঞপ্তির সাথে সংযুক্ত করা হয়নি।

MCA এবং SEBI-র নির্দেশিকা অনুযায়ী, যেসব সদস্য কোম্পানি বা এর রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) অথবা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেছেন, শুধুমাত্র তাঁদের কাছেই ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে AGM-এর বিজ্ঞপ্তি এবং সভায় যোগদানের জন্য প্রয়োজনীয় লগ-ইন সংক্রান্ত তথ্য পাঠানো হয়েছে।SEBI (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুযায়ী, যেসব শেয়ারহোল্ডারের ইমেল আইডি আমাদের কাছে নথিভুক্ত নেই, তাঁদের জন্য কোম্পানির ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন দেখার ওয়েব লিঙ্ক সম্বলিত একটি চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থাও আমরা করছি।

এজিএম (AGM)-এর সময় দূরবর্তী ইলেকট্রনিক ভোটিং বা ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট প্রদানের প্রক্রিয়া এবং সভায় অংশগ্রহণের নির্দেশাবলী সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৩ ধারা অনুযায়ী সভার কোরাম (quorum) নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) বা ওএভিএম (OAVM)-এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের উপস্থিতি গণ্য করা হবে। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.qcml.in), স্টক এক্সচেঞ্জ-এর ওয়েবসাইট (যেমন- বিএসই লিমিটেড) এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট (https://www.evotingindia.com)-এও পাওয়া যাবে।

এ বিষয়ে সদস্যদের এতদ্দ্বারা অবহিত করা যাচ্ছে যেঃ

ক) কোম্পানি ১লা জুলাই, ২০২৬ তারিখে ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভার (কম্প্রগ্ব) নোটিশ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সদস্যদের কাছে পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করেছে।

খ) ইলেকট্রনিক উপায়ে 'রিমোট ই-ভোটিং' (Remote e-voting) কার্যক্রম ২৪শে জুলাই, ২০২৬ শুক্রবার সকাল ৯.০০টায় শুরু হবে এবং ২৬শে জুলাই, ২০২৬ রবিবার বিকেল ৫.০০টায় শেষ হবে।

গ) ই-ভোটিং-এর জন্য 'কাট-অফ তারিখ' (Cut-off date) হবে ২০শে জুলাই, ২০২৬ সোমবার।

ঘ) যেসব সদস্যের নাম ২০শে জুলাই, ২০২৬ তারিখে (অর্থাৎ 'রেকর্ড ডেট'-এ) সদস্য রেজিস্টার বা বেনিফিশিয়াল ওনারদের (Beneficial Owners) তালিকায় থাকবে, তারা ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য চূড়ান্ত লভ্যাংশ (Final Dividend) পাবেন-তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত এই লভ্যাংশ কোম্পানির ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

ঙ) যে সদস্য 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তিনি বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) উপস্থিত থাকার যোগ্য হবেন, কিন্তু সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। একবার ভোট দেওয়া হয়ে গেলে, পরবর্তীতে তা পরিবর্তনের সুযোগ থাকবে না।

চ) যদি কোনো শেয়ারহোল্ডার বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদান করেন এবং একই শেয়ারহোল্ডার যদি ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) বা ওএভিএম (OAVM) সুবিধার মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ না করে থাকেন, তবে ওই শেয়ারহোল্ডারের ভোটটি বাতিল বলে গণ্য হবে কারণ সভা চলাকালীন ই-ভোটিং-এর সুবিধাটি শুধুমাত্র সভায় অংশগ্রহণকারী শেয়ারহোল্ডারদের জন্যই প্রযোজ্য।

ছ) নোটিশে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে সদস্যরা সভা শুরুর নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগে বা পরে ভিসিওএভিএম (VCOAVM) মোডের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে পারবেন। ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণের সুবিধাটি 'আগে আসলে আগে পাবেন' (first-come-first-served) ভিত্তিতে অন্তত ১০০০ জন সদস্যের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এর আওতায় বৃহ শেয়ারহোল্ডার (যাদের শেয়ারের পরিমাণ ২ বা তার বেশি), উদ্যোক্তা (Promoters), প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী, পরিচালকবৃন্দ, প্রধান ব্যবস্থাপকীয় কর্মকর্তাবৃন্দ এবং অডিট কমিটি, নমিনেশন অ্যান্ড রেমুনারেশন কমিটি ও স্টেকহোল্ডার রিলেশনশিপ কমিটির চেয়ারপারসনগণ অন্তর্ভুক্ত হবেন না কারণ তাঁরা 'আগে আসলে আগে সেবা' (first-come-first-served) নীতির কোনো বিধিনিষেধ ছাড়াই বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) অংশগ্রহণের সুযোগ পান।

জ) ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে যথাসময়ে লভ্যাংশ (dividend) গ্রহণের সুবিধার্থে, সদস্যদের তাঁদের সম্পূর্ণ ব্যাংক-সংক্রান্ত তথ্যাদি নিবন্ধন বা হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছেঃ

১) সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (DP)-এর কাছে, যেখানে তাদের ডিমেট (demat) অ্যাকাউন্ট রয়েছে-যদি প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিয়ে শেয়ারগুলো ডিমেটেরিয়ালাইজড (ইলেকট্রনিক) আকারে রাখা হয়ে থাকে এবং

২) আরটিএ (RTA)-এর কাছে, যদি শেয়ারগুলো ফিজিক্যাল (কাগজের সনদ) আকারে রাখা হয়ে থাকে-নিম্নলিখিত নথিপত্র জমা দেওয়ার মাধ্যমে

(i) স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্রের স্ক্যান করা কপি, যাতে সদস্যের নাম, ফোলিও নম্বর এবং ব্যাংকের বিবরণ (যেমন- ব্যাংক ও শাখার নাম, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর, MICR * IFSC কোড) উল্লেখ থাকবে

(ii) প্যান (PAN) কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি এবং

(iii) বাতিল করা চেকের পাতা (cancelled cheque leaf)।

i) ফাইন্যান্স অ্যাক্ট, ২০২১ (Finance Act, ২০২১) অনুযায়ী, লভ্যাংশ বা ডিভিডেন্ড আয় সদস্যদের করযোগ্য হবে। ডিপোজিটরিআরটিএ-র কাছে থাকা কর সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে, ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১ (Income Tax Act, 1961)-এ নির্ধারিত হারে কোম্পানিকে সদস্যদের প্রদেয় লভ্যাংশ থেকে টিডিএস (TDS) কেটে রাখতে হবে।

j) ১৭ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের সেবি (SEBI) সার্কুলার অনুযায়ী, যেসব শেয়ারহোল্ডার ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধারণ করছেন এবং তাদের ফিজিক্যাল ফোলিও-র ক্ষেত্রে প্যান (PAN), নমিনেশন বা মনোনীত ব্যক্তির তথ্য, যোগাযোগের বিবরণ, মোবাইল নম্বর, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ বা নমুনা স্বাক্ষর (specimen signature) আপডেট করেননি, তাদের লভ্যাংশসুদ ইত্যাদি কেবল ইলেকট্রনিক মাধ্যমেই প্রদান করা হবে। তবে শর্ত থাকে যে, ১ এপ্রিল ২০২৪ থেকে কার্যকর হতে যাওয়া এই প্রক্রিয়ায় অর্থ পেতে হলে তাদের ওপরোল্লিখিত সমস্ত তথ্য সম্পূর্ণভাবে প্রদান করতে হবে।

k) আইনের ১০৮ নম্বর ধারা এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালার বিধান অনুযায়ী, 'মেসার্স কে. অরুণ অ্যান্ড কোং' (Ms. K. Arun Co.)-কে-যারা কোম্পানি সেক্রেটারি হিসেবে কর্মরত-'স্ক্রুটিনাইজার' (নিরীক্ষক) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাদের দায়িত্ব হলো সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে 'রিমোট ই-ভোটিং' প্রক্রিয়া এবং সভার সময় 'ই-ভোটিং' ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটগুলো যাচাই-বাছাই করা।ড) ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগ বা জিজ্ঞাসার জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে জনাব রাকেশ দলভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (CDSL) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫তম তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফাতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশি মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই-৪০০০১৩ ঠিকানায় অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ ইমেল করা যেতে পারে অথবা টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০২১০৯৯১১-এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে

স্বাক্ষর /-ভাবনা আগরওয়াল

কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা

তারিখঃ ১লা জুলাই, ২০২৬

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২১১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৭ আষাঢ়, ১৪৩৩

স্যার আশুতোষের কন্যাপ্রীতি

সব বাবারা নিজের মেয়েকে ভালবাসেন। ব্যতিক্রম ছিলেন না স্যার আশুতোষ। অনেকেই বলেন স্যার আশুতোষ বাইরে যতটা রয়াল ভিতরে তিনি ততটা নরম প্রকৃতির বড় মনের মানুষ ছিলেন। পিতা হয়ে স্যার আশুতোষের হৃদয় প্রতিনিয়ত বিদ্ধ করেছে কন্যার অকাল বৈধব্য। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যত প্রতিকূল পরিস্থিতি আসুক তিনি তাঁর কন্যার আবার বিয়ে দেবেন। ক'জন জানেন! সমাজ ও সময়ের বিরুদ্ধে গিয়ে বিধবা বড় মেয়ে কমলার আবার বিয়ে দিয়েছিলেন আশুতোষ। সেই নিয়ে জল কম ঘোলা হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় তথা বাঙালি উপাচার্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আশুতোষ কন্যা কমলার দ্বিতীয় বিয়েতে নাকি আসতে চেয়েছিলেন! কিন্তু তিনিও সামাজিক ভাবে সেদিন বেশ বড় মাপের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়ে পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাননি। বলা বাহুল্য গুরুদাসবাবুর গরহাজিরের বিষয়টি মোটেও আশুবাবু ভাল চোখে নেননি। নিজের লক্ষ্মী - স্বরূপিণী কন্যার বৈধব্য বেশ পিতা হয়ে সহ্য করতে পারেননি। তারা ভাল- মন্দ খাবেন ওদিকে তাঁর প্রাণের চেয়ে প্রিয় কন্যা কমলা পার্থিব সব সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে নির্জলা একাদশী ও ব্রহ্মচর্য পালন করবেন এই অবিচার স্যার আশুতোষ মনের থেকে মানতে পারেন নি। পিতা হয়ে স্যার আশুতোষের হৃদয় প্রতিনিয়ত বিদ্ধ করেছে কন্যার অকাল বৈধব্য। কমলার বিয়ের কিছুদিন পরে স্বামী মারা যায়। কমলার পিতা স্যার আশুতোষ মেয়ের দ্বিতীয় বার বিয়ে দিতে চাইলে আপত্তি উঠল। বিপন্ন পিতা আশুতোষ মেয়ের অভিভাবকত্ব আদায়ের জন্য আদালতে মামলা করলেন। রায় তাঁর পক্ষে যায়। মামলায় জিতলেন বটে কিন্তু সমাজ তখনও সেভাবে প্রস্তুত নয়। কমলা দেবীর বিয়ে উপলক্ষে কট্টর সমাজ ঘোর প্রতিকূলতা তৈরি করে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিয়ের পক্ষে ছিলেন শুধু নয় তিনি বিয়েতে উপস্থিত থাকবেন বলে আশুতোষকে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু বিয়ের দিন দেখা গেল স্বয়ং গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গরহাজির তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারলেন না। মামলায় জিতে যথাসময়ে আশুতোষ তাঁর কন্যা কমলার আবার বিয়ে দিলেন। এরপর মা জননী জগত্তারিণী দেবীর হঠাৎ মৃত্যু হয়,আশুবাবু আর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হলেন না,গুরুদাসবাবুও শোকে কোনও সহানুভূতিসূচক পত্র পর্যন্ত লিখলেন না। অবশ্য মৃত্যুর দশদিন পরে একাদশ দিবসে তিনি আসলেন এবং আশুতোষের সদ্য প্রয়াত মা জননীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বিষয়টি এখানে শেষ হয়নি। কমলার বিয়েতে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিয়েও গরহাজির ছিলেন সেই যন্ত্রণা গুরুদাসের হৃদয়কে বিদ্ধ করেছে বারবার। তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় তাঁর বাড়িতে অনেকেই যেতেন। তেমন আশুবাবু প্রায় প্রতিদিন তাঁকে দেখে আসতেন। মুমূর্ষু গুরুদাস অতি ব্যগ্রভাবে নির্জনে আশুতোষকে বললেন, বলুন আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য একটা অনুতাপ আমাকে খোঁচার মত বিদ্ধ করিতেছে। আপনি ক্ষমা না করিলে এই শয্যায় আমি শান্তি লাভ করিতে পারিব না। আশুতোষ বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন তিনি পুরনো কথা মনে রাখেননি, গুরুদাস স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পুত্রদের গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলে রেখেছিলেন তাঁর শ্রাদ্ধে পুত্ররা যেন আশুতোষের দ্বারস্থ হয়ে তাঁকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করে। আশুবাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রাদ্ধ- বাসরে উপস্থিত ছিলেন।

বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত

বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তও তখন সদ্য বিবাহিত লীলা দেবীর সঙ্গে থাকেন রামমোহন লাইব্রেরির বারান্দায়। ভবঘুরের মতো সহায় সম্বলহীন তাঁদের সংসার। একেবারে সীমিত কয়েকজন বন্ধু বান্ধবের সামান্য কিছু আর্থিক সহায়তায় কোনও মতে দিন চলে। মাঝে মাঝে বিপিন পালের মেজছেলে জ্ঞানাঞ্জন আসেন দেখা করতে। লীলা দেবীর গাঁটে ব্যথার ডাক্তার বদ্যি সবকিছুর চিকিৎসাই সেখানেই চলে। উল্লাস প্রয়োজনে মাঝে মাঝে বাইরে বের হন ওষুধপত্র কিনতে কাছেই সুকিয়া স্ট্রিটের মোড়ে। উল্লাসের থেকে বছর তিনেকের বড় বিধানবাবু কিছুতেই বিপ্লবীকে সেই বারান্দায় এমন অযত্নে, অগোছালোভাবে থাকতে দেবেন না। তিনি চান বিপ্লবী যেন সরকারি কিছু আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করেন। বিপ্লবী তো কিছুতেই সরকারী টাকা গ্রহণ করবেন না। দেশভাগ তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না এবং যে যে নেতৃত্ব এই কাজের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের সঙ্গে মানসিকভাবে কিছুতেই নিজেকে একাত্ম করতে পারেন না। তার ওপর সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের মানুষের ওপর হওয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা, রক্তস্নান আন্দামানের অত্যাচারের চেয়েও অনেক বেশি করে তাঁর শরীর ও মনকে বিপর্যস্ত করেছে। ইতিমধ্যেই তিনি চেষ্টা চরিত্র করে চিঠি চালাচালি শুরু করেছেন সরকারের উচ্চতর নেতৃত্বকে। সদ্য স্বাধীন হওয়া শ্রীলঙ্কা সরকারকেও চিঠি লিখবেন বলে স্থির করেছেন একসাথে ভারতীয় ভূখণ্ডে যুক্ত করার জন্যে। প্রতিটি চিঠিতেই মনে করিয়ে দিচ্ছেন ১৯০০ সালের আদম সুমারি অনুযায়ী সকল নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা যেন ভারত সরকারের নজর না এড়ায়। এমন পরিস্থিতিতে বিধান রায় বুঝলেন উল্লাসকে বোঝানোর সাধ্য তাঁর নেই। তিনি সরাসরি লীলাদেবীকে বাস্তব সম্মন্ধে অবগত করালেন। উল্লাসের বন্ধুরাও লীলা দেবীকে আশ্বস্ত করলেন। বাসের পারমিটের মাধ্যমে সামান্য কিছু মাসোহারার ব্যবস্থা হল উল্লাসের মতামতের আড়ালেই। নতুন বাসস্থান হিসেবে একটি জায়গার বন্দোবস্ত হল বৌবাজারের ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার মোড়ে বসুমতী অফিসের পেছনের একটা মেসে। ঘরে আসবাব বলতে একটা টেবিল, একটি চেয়ার, একটি খাটিয়া (লীলাদেবীর)। সেখানে মাটিতে চাটাই পেতেই শুতেন বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

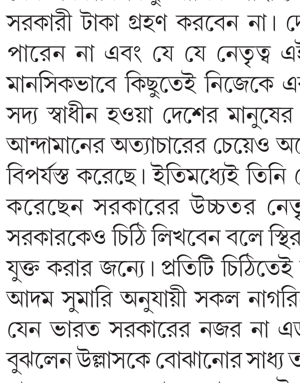

শ্রীশ্রী ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র বলেন,যারা মাতৃভক্ত তারা জীবনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। দেখা গিয়েছে মাতৃভক্ত সন্তানরা সমাজে মহান হয়েছেন। মায়ের প্রতি ভরসা রাখতে হবে। তিনি ঠিক সময় হলে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করে থাকেন। মায়ের আর্শীবাদ সব সময়ে প্রয়োজন।। সন্তানদের বলতে হবে না। মা তাঁর নিজের ইচছাতে তাঁর সন্তানদের আশির্বাদ করে থাকেন। জীবনকে শক্তিশালী করতে মহামন্ত্র দান করে থাকেন মা'রাইন নাহলে সন্তানরা শক্তি পাবে না। শক্তি পেতে গেলে মাতৃভক্ত হতে হবে। মানব সমাজকে রক্ষা করতে হবে।

মা সারদা দেবী

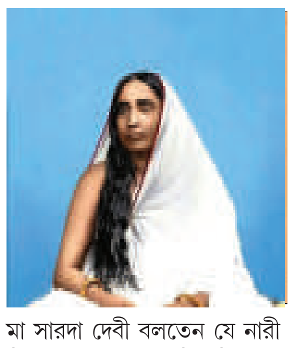

মা সারদা দেবী বলতেন যে নারী শিক্ষার ওপরে জোর দিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যদি নারী শিক্ষাকে শক্তিশালী করা যায় তাহলে মহিলা সমাজ শিক্ষিত হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। আর তাদেরকে ভিক্ষা করতে হবে না। আগামি দিনে নারীদের আর ভিক্ষা করতে হবে না। সেই কারণে তিনি কর্ম শিক্ষার আয়োজন করেছিলেন। শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি ভগিনী নিবেদিতা এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি বাগবাজারে একটি বালিকা স্কুলও খুলেছিলেন। বালিকাদের শিক্ষিত করার প্রয়োজন রয়েছে। নারীরা যদি শিক্ষিত হতে পারে তাহলে তাদেরকে আর অশিক্ষিত করে রাখা যাবে না। নারীদের হাতের কাজ শেখানোর ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন মা সারদা দেবী। নারীদের নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর শক্তি দিতে হবে। নারী যদি শক্তিশালী হয় দেশও শক্তিশালী হবে। ভগিনী নিবেদিতা কোথাও ঈশ্বরের কথা বলেননি। তিনি বলেছেন, মানুষই ঈশ্বর। ঈশ্বর বলে আলাদা করে কিছু নেই। সবার মনে ঈশ্বরের অবস্থান রয়েছে। সেটা সবাই বুঝতে পারেন।

উইলিয়াম জোন্সের জীবনীকার বিদ্যাসাগর

রবীন্দ্রকুমার শীল

সালটী ১৮৭৪। জানুয়ারি মাস। এই দিনে বিদ্যাসাগর এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রবেশ করতে গিয়ে বাধা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তার একটি মাত্র কারণ, বিদ্যাসাগরের পরণে ছিল চটি জুতো এবং গায়ের চিরাচরিত সাদা চাদর। এশিয়াটিক সোসাইটিতে তখন কলকাতার সাহেব বাবুদের প্রবেশাধিকার ছিল। বিদ্যাসাগর সাহেব বাবু ছিলেন না। ফলে তাঁকে চিনতে পারেনি গেটের দারোয়ান। স্বদেশি পোশাক পরে এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রবেশ না

করতে পারায় নিজে অপমানিত বোধ করেন। তাঁকে চিনতে না পারার ফলে দরোয়ান এশিয়াটিক সোসাইটির গেট থেকে বিদ্যাসাগরকে বিদায় দিল। ৫ ফেব্রুয়ারি বিদ্যাসাগর ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের ট্রাস্টিদের সচিব ব্লানফোর্ডকে দেশির পোশাক পরার কারণে কেন এশিয়টিক সোইটিতে প্রবেশাধিকার থাকবে না তা নিয়ে একটি প্রতিবাদ পত্র পাঠান। স্বদেশি পোশাক পরে এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রবেশ করার অধিকার দিতে হবে বলে তিনি সোচ্চার হন। এশিয়াটিক সোসাইটিতে ঢোকার অধিকার না পেলেও এশিয়াপ্রেমী পণ্ডিত স্যার ইউলিয়াম জোন্সের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এতটুকুও কম ছিল না। বরং তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। স্যার উইলিয়াম প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অপরিসীম ছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরি বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা মগ্ন ছিলেন। ঠিক একই রকমভাবে স্যার উইলিয়াম জোন্স প্রাচ্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে সংরক্ষিত করতে এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করে গেলেন। স্যার জোন্স শুধু দক্ষ প্রশাসক ছিলেন শুধু তাই নয়, তিনি বাংলা তথা ভারত এবং প্রাচ্যের সংস্কৃতি চর্চার প্রসার ঘটান। সেই কারণে বিদ্যাসাগর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তাঁর জীবনী রচনা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর 'জীবন চরিত' গ্রন্থে (১৭৭১ শকাব্দ) 'সর উইলিয়ম জোন্স' শিরোনাম দিয়ে জীবনী কাহিনী প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগর মনে করতেন, ইংল্যাণ্ড থেকেও বহু পণ্ডিত মানুষ ভারতে এসেছিলেন যাঁরা বাংলা তথা ভারতের ঐতিহ্যকে সংরক্ষিত করতে উদ্যোগী হন। তাঁরা শুধু এখানে ধর্ম প্রচার করতে বা শাসন করতে আসেননি। তাঁরা এসেছিলেন এখনকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা করার পাশাপাশি এই সব দেশীয় সম্পদকে সুরক্ষিত করতে। বাংলার সাহিত্য, শিল্প এবং সংস্কৃতি সম্পদ দেখে তারা মুগ্ধ এবং অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এই সব সম্পদকে সুরক্ষিত এবং সংরক্ষিত করতে একটি সংস্থা স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন স্যার উইলিয়াম জোন্স। প্রাচ্যের সাহিত্য, শিল্প থেকে শুরু করে সংস্কৃতি সম্পদে ভাণ্ডার একেবারে পরিপূর্ণ। শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতে বহু শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য সম্পদকে সংরক্ষিত না করতে পারলে এক সময়ে তা কালের গতিতে সব হারিয়ে যেতে পারে বলে অনুভব করতে পারেন স্যার উইলিয়াম জোন্স। সেই সব সম্পদকে সংরক্ষিত করতে পারলে বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন সংস্কৃতিকে রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করতেন। প্রাচ্য দেশ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা ছিল না ইংল্যাণ্ড বাসীদের। তারা মনে করতো যে ভারত হচ্ছে ইংল্যান্ডের একটি উপনিবেশ মাত্র। সেখানকার মানুষেরা সভ্য নয়। সেখানকার মানুষেরা একেবারে নিরেট মুর্খ। কালা আদমি। তাদের আধুনিক সভ্যতা সম্পর্কে কোনও ধ্যান ধারনা নেই। পরবর্তীকালে স্যার উইলিয়াম জোন্স বাংলায় এসে বুঝতে পারলেন যে এদেশের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি অত্যন্ত উচ্চ মার্গের। স্যার উইলিয়াম জোন্স সেই সব সম্পদকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। প্রাচ্য চর্চার প্রাণ কেন্দ্র স্থাপন করলেন কলকাতায়। তার নাম হল 'এশিয়াটিক সোসাইটি' (১৭৮৪ সালে ১৫ জানুয়ারি)। প্রাচ্য গবেষণাগার তৈরি হল। সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার প্রাণ কেন্দ্র হয়ে উঠল। সেই কারণেই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্যার উইলিয়াম জোন্সের জীবনী রচনা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনিই প্রথম বাংলায় স্যার উইলিয়াম জোন্সের জীবনী রচনা করলেন। তাঁর আগে কেউ জোন্সকে নিয়ে বাংলায় জীবনী রচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। তাঁর জীবনী রচনা করে প্রাচ্যপ্রেমী পণ্ডিত স্যার উইলিয়াম জোন্সকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। জোন্সের অপরিসীম পরিশ্রমকে মূল্য দিলেন বিদ্যাসাগর। ইংল্যাণ্ডের বাসিন্দা হয়েও জোন্স বাংলাকে ভালোবেসে ফেলেন। তিনি প্রাচ্য সাহিত্য সংস্কৃতিকে মূল্য দিয়েছেন। প্রাচ্য সম্পদকে সমৃদ্ধ করতে বিভিন্ন পণ্ডিতদের উৎসাহিত করতেন। তাঁর উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচ্যচর্চার প্রাণ কেন্দ্র হয়ে উঠল এশিয়াটিক সোসাইটি।

স্যার উইলিয়াম জোন্স মাত্র ৩৭ বছর বয়সে কলকাতায় এসেছিলেন ১৭৮৩ সালে। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা সমাপ্ত করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি বহু ভাষাবিদ এবং আইনজ্ঞ ছিলেন। ফলে তাঁকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি করে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি এবং সাহিত্য চর্চার ওপরে আকৃষ্ট হয়ে একটি প্রাচ্য গবেষনাগার খোলার কথা চিন্তা করেন। সেই চিন্তার ফসল হচ্ছে আজকের এশিয়াটিক সোসাইটি। প্রাচ্য বিষয় বিদ্যার চর্চার প্রধান গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে এই সংস্থা স্বীকৃতি লাভ করে। মাত্র বারোজন সদস্য নিয়ে এই সংস্থা যাত্রা শুরু করলে পরে ধীরে ধীরে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করে। ভারতীয়রা এখানে আগে প্রবেশ লাভ করতে পারতো না। প্রায় পঁতাল্লিশ বছর পরে অর্থাৎ ১৮২৯ সালে ভারতীয়রা প্রবেশাধিকার পায়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভারতীয় সভাপতি হলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৮৫ সালে। সাহেবরা অনুভব করতে পেরেছিল যে এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে ভারতীয় পণ্ডিতদের সংযোগ বৃদ্ধি করলে সংস্থার শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব। এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হলেন প্রিন্স দ্বারকনাথ ঠাকুর, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, রামকমল সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজচন্দ্র দাস, রাধাকান্ত দেব সহ আরও অনেকে। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত রিসার্চের পত্রে (১৭৮৮) এবং জার্নালে (১৮৩২) প্রকাশিত বিভিন্ন রচনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে প্রাচ্যের প্রাচীন চর্চা প্রতি বেশি করে জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য থাকলেও তিনি কিন্তু কলকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাটির সদস্য ছিলেন না। এই সংস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকলেও বিদ্যাসাগর এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাচ্য বিদ্যা পুনরুদ্ধার অর্থাৎ সংস্কৃত, পালি, আরবীয় প্রকাশ রচনায় আগ্রহী ছিলেন। এমনকী 'বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা' সিরিজের প্রকাশে তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন। ১৮৫২ সালে ৩০ জুলাই এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মসমিতিতে ডাঃ ই রোয়ের বিদ্যাসাগরের হয়ে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ প্রকাশনার প্রস্তাব দেন। এই নাটকগুলো হল যথাক্রমে- 'বেণী সংহার', 'অনর্য রাঘভ', 'প্রসন্ন রাঘভ', 'নাগানন্দ', 'ললিত মাধব' এবং 'বিদগ্ধ মাধব'। ১৮৫৩ সালে তিনি প্রস্তাব দিলেন বেদের ভাষ্যকার মাধবাচার্যের 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ' নামে পুঁথিটি সম্পাদনা করা হোক এবং সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ' পুঁথিটি খুবই দুর্লভ ছিল। বাংলায় মাত্র দুটো পুঁথি পাওয়া যায়। একটি এশিয়াটিক সোসাইটিতে এবং আর একটি সংস্কৃত কলেজে রয়েছে। পরে বিদ্যাসাগর আরও তিনটি পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন বেনারস থেকে। ১৮৫৮ সালে 'বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা' সিরিজে বাইস নম্বর বই হিসাবে স্থান পেল 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ'। বিদ্যা সাগরের এশিয়াটিক সম্পর্কে আগ্রহ ছিল। ১৮৪৮ সালে বিদ্যাসাগর মার্শম্যানের 'হিস্টোরি অব বেঙ্গল' (২য় ভাগ) এর বাংলা অনুবাদ করেছিলেন বিদ্যাসাগর 'বাংলার ইতিহাস' নাম দিয়ে। সেখানে তিনি মহামতি স্যার উইলিয়াম জোন্স এবং এশিয়াটিক সোসাইটির নাম উল্লেখ করেন। ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের জীবনীতে দেখতে পাই উইলিয়াম জোন্সের নাম। সেখানে লেখা রয়েছে-' সর উইলিয়াম জোন্সের অকাল মৃত্যুতে সর্বসাধারণের যেরূপ অসাধারণ মনস্তাপ ও ক্ষত বোধ হইয়াছে, অতি অল্প লোকের বিষয়ে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষা বিজ্ঞান বিষয়ে বোধহয় কোনো ব্যক্তিই তাহা অপেক্ষা অধিক প্রাচীন ছিলেন না। পুরাবৃত্ত, দর্শন শাস্ত্র, ধর্ম, স্মৃতি, পদার্থবিদ্যা, সর্বজাতীয় আচার ব্যবহার বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল।'

এখানে বলতে হয় যে বিদ্যাসাগর ছাড়ারও এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাণ পুরষ ছিলেন রামকমল সেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সম্পাদক। সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করে এশিয়াটিক সোসাইটির আর্থিক উন্নতি এবং সংস্থার সংবিধান রচনা করার ব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই সংস্থার উন্নতিতে দেশি পণ্ডিতদের পরিশ্রম ছিল।

বাংলার গর্ব- তিনশো বছরের প্রাচীন নিমতলী রাজপ্রসাদ

ধ্রুব সরকার

প্রায় ৩০০ বছরের পুরোনো নিমতলী প্রাসাদ! কোম্পানী আমলে ঢাকায় নির্মিত প্রথম ইমারত। তৎকালীন সময়ে এই প্রাসাদকে বলা হতো 'নবাবী দালান'। মোঘল সময়ের শেষ দিকে সুবাহ বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করা হয়। ঢাকা থেকে পূর্বাঞ্চল শাসন করার জন্য নায়েব নাজিম পদ সৃষ্টি করা হয়। নায়েব এ নাজিমদের বাসস্থান ছিল এই নিমতলী প্রাসাদ। নিমতলীতে বিরাট এলাকাজুড়ে এই প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। এই প্রাসাদকে ঢাকার স্থাপত্যে ইউরোপীয় শৈলীর অনুপ্রবেশের প্রথম আদর্শ উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

১৭১৫ থেকে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, প্রায় ৫০ বছর পূর্ববাংলা শাসন করেন নায়েব নাজিমরা। সুবা বাংলার প্রথম নায়েব নাজিম ছিলেন খান মোহাম্মদ আলী ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে। নায়েব নাজিমরা সুবা বাংলার চারটি বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন - ঢাকা, ইসলামাবাদ(চট্টগ্রাম) , রওশনাবাদ (ত্রিপুরা ও নোয়াখালি) এবং জালালাবাদ (সিলেট) । এই চার বিভাগের প্রধান কার্যালয় ঢাকা (জাহাঙ্গীর নগর)।

নগরের উত্তর দিকে আধুনিক নিমতলী মহল্লা ও হাইকোর্ট ভবনের মধ্যবর্তী স্থানে নিমতলি প্রাসাদ অনেকটা জায়গা জুড়ে বিস্তৃত ছিল এবং বেশ কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন ইমারতে গঠিত ছিল এই প্রাসাদ । এর অবস্থান ছিল তৎ কালীন শহর এলাকার ঠিক প্রান্তে, যার অধিকাংশ বনভূমিবেষ্টিত ছিল। এ কাঠামোগুলির কোনো সঠিক অথবা বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা সম্ভব নয়। কারণ এর অবস্থানের কোনো সমকালীন আখ্যান অথবা নকশা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। বর্তমানে একমাত্র গেট নিমতলী দেউড়ি বিচার করে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, প্রাসাদের অনেকগুলি গেট, অভ্যন্তরীণ অঙ্গন, বাসস্থান, প্রার্থনার জন্য নির্দিষ্ট স্থান, পুকুর অথবা জলের চৌবাচ্চা, সৈন্যদের ব্যারাক ও কর্মচারীদের আবাস, বাগান ও এ ধরনের অন্যান্য অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উত্তর দিক থেকে শুরু হওয়া একটি সরু খাল, যেটি পূর্বদিকে অবস্থিত কমলাপুর নদী থেকে জল পেত, প্রাসাদটিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করত। নওয়াবী দিঘি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল ও শহীদুল্লাহ হলের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত) নামে অভিহিত একটি বৃহৎ পুকুর এবং বর্তমান এশিয়াটিক সোসাইটি কমপ্লেক্সের দক্ষিণে অবস্থিত এক গম্বুজবিশিষ্ট নওয়াবী মসজিদটি এখনও রয়েছে।

যতদিন পর্যন্ত প্রাসাদটি নায়েব-নাজিমের বাসভবন ছিল, ততদিন এটি ঢাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও নৃত্য, চিত্রাঙ্কন এবং চারু ও কারু কলার অন্যান্য বিষয়ের পৃষ্ঠ পোষকতা করে ঢাকায় মোঘল সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করেছে এ প্রাসাদ। এখানে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হতো ঈদ শোভাযাত্রা । এটি নিমতলী দেউড়ি থেকে শুরু হয়ে নগরের বিভিন্ন অংশ প্রদক্ষিণ করে আবার এখানে এসে শেষ হতো।

১৮২৪ সালে, যদিও তখন প্রাসাদ কমপ্লেক্সের অধিকাংশই ছিল ধ্বংসাবশেষ, তবুও বিশপ হেবর, ঢাকা সফরে এসে এর একটি ভৌগোলিক বিবরণ রেখে গেছেন। তিনি নয়নাভিরাম গেটের (নিমতলী দেউড়ি)' কথা উল্লেখ করেছেন। হেবারের উল্লিখিত ইমারতগুলো ছাড়াও ছিল বারোটি দরজাবিশিষ্ট একটি কামরা যেটি বারোদুয়ারী নামে পরিচিত ছিল। ১৯১৪ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত এক সময় ঢাকা জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৮৪৩ সালে নায়েব নাজিম পদটি বিলুপ্ত হওয়ার পর প্রাসাদটির নিয়ন্ত্রণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে যায়। পরবর্তী সময়ে নিলামের মাধ্যমে বিক্রি হয়ে গেলে এর মূল ভবনগুলো ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যায়।

এ প্রাসাদের বাসিন্দাদের মধ্যে যারা সুবিখ্যাত তাঁদের মুষ্টিমেয় কয়েক জন হলেন জসরত খানের পৌত্র ও উত্তরাধিকারী নওয়াব হাসমত জং ও নওয়াব নুসরত জং। প্রাসাদটির মালিকানা অনেকবার বদল হয়েছে। কিছু সময়ের জন্য কমপ্লেক্সটির মালিকানা কোম্পানি নিজেদের হাতে রাখে এবং তারপর নিলামের মাধ্যমে সেখানকার দালান কোঠাসমূহ ও জমি বিক্রি করা শুরু করে। দুঃখজনকভাবে নতুন মালিক গণ কমপ্লেক্সের প্রায় সকল দালানকোঠা ক্রমান্বয়ে ভেঙ্গে ফেলেন। বারোদুয়ারী অনেকবার হাতবদল হয় এবং এক সময় জনৈক মৌলভী মঈনুদ্দীন এবং তার নিকট থেকে রূপলাল দাস এটি কিনে নেন। তারা দুজন ছিলেন যথাক্রমে ঢাকার বিখ্যাত জমিদার ও ব্যাংকার। উনিশ শতকের আশির দশকে ব্রাহ্মদের নববিধান সম্প্রদায় নিমতলী প্যালেস অঞ্চলে তাদের সদর দফতর স্থাপন করে এবং এর নাম দেয় বিধান পল্লী। এভাবে এ এলাকায় নতুন সামাজিক ও ধর্মীয় বাতাবরণের সৃষ্টি হয়। পরে বিশ শতকের প্রথম দিকে পুরো নিমতলী এলাকা সরকার দখলে নেয়।

বাংলার কবি বাইরন মাইকেল মধুসূদন

অভিজিৎ ব্যানার্জি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঃ বাংলার মহাকবি। কে বাংলা সাহিত্যকে প্রথম নাটক ও প্রহসনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন? কে প্রথম বাংলায় চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করে বাংলা কবিতার এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছেন? কে চিরাচরিত বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণের জনক? এসব প্রশ্নের উত্তরে একজনের নামই আসে তিনি হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

বাংলা সাহিত্যের আকাশে বিরল ও বিশাল এক ধূমকেতুর মতোই আবির্ভাব মাইকেল মধুসূদন দত্তের। চোখ-ধাঁধানো দীপ্তিতে ভাস্বর, ভিন্নতর গতিপ্রকৃতি, স্বতন্ত্র এক কক্ষপথ। নশ্বর দেহটি ধূমকেতুর মতোই দেখা দিয়ে অচিরে মিলিয়ে গেছে, কিন্তু রেখে গেছে এক চিরস্থায়ী ঔজ্জ্বল্য - কীর্তিতে, জীবনে। যা প্রতিভা ও প্যাশনের, আকাঙ্ক্ষা ও আকিঞ্চনের, বৈপরীত্য ও নাটকীয়তার অন্তহীন দ্বন্দ্বে দীর্ণ, বিধ্বস্ত, বিপন্ন। সজীব, স্বমহিম এবং সমকালকে ছাপিয়ে উঠেছিল সেই জীবন। মাইকেল-জীবনীর উপাদান ছড়িয়ে আছে নানান জায়গায়। যশোর থেকে কলকাতা, মাদ্রাজ থেকে লন্ডন, ভার্সাই থেকে এডিনবরায়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন বাংলা সাহিত্যের এক প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। তিনি আজও হয়ে আছেন এই সাহিত্যকে আলো করে থাকা এক অনন্য নক্ষত্র। স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তিনি এ সাহিত্যে এনেছিলেন ভিন্ন চিন্তা, কল্পনা ও সৃষ্টির এক সুবিশাল ঢেউ। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন বাংলা কবিতার জগতে চিরকালই এক মাইলফলক হয়ে থাকবে। বাংলায় নাটক ও প্রহসন লেখার সূচনা করে তিনি এই সাহিত্যকে সবসময়ের জন্য তার কাছে ঋণী করে গেছেন। তার লেখনীর দ্বারা সৃষ্ট সেই পথ ধরে পরবর্তীতে বাংলা সাহিত্যে যুক্ত হয়েছে কবর, রক্তাক্ত প্রান্তর ও নেমেসিসের মতো কালজয়ী নাটক, গাভী বৃত্তান্তের মতো প্রহসন। তাঁর অমর কীর্তি 'মেঘনাদ বধ কাব্য'। তাঁর অন্যান্য রচনার কাব্যগ্রন্থ ঃ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য,

বীরাঙ্গনা কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, ও চতুর্দশপদী কবিতাবলি। তারঁ নাটক ঃ কৃষ্ণকুমারী, শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী এবং প্রহসন ঃ একেই বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ। বাংলা কাব্য সনেট প্রবর্তন করে তিনি যোগ করেছিলেন নতুন মাত্রা।

অথচ ৪৯ বছরের জীবনে (১৮২৪-১৮৭৩) কী অশান্তই না ছিলেন 'দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন'! উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গের ঘটনাবহুল ছটফটে মেজাজটা তাঁর স্বভাবের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। রাজা রামমোহন রায় বই লিখছেন, বিলেত যাচ্ছেন, অর্থবান হিন্দু ঘরের ছেলেদের সাহেবি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে কলকাতায় শুরু হচ্ছে হিন্দু কলেজ, অদূরে শ্রীরামপুর থেকে বেরোচ্ছে প্রথম বাংলা খবরকাগজ, কলকাতার বাঙালি সমাজকে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, নিষিদ্ধ হচ্ছে সতীদাহ, খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করছেন উচ্চবর্ণের বা নামডাকওয়ালা বাঙালি ঘরের কেউ কেউ - এই সমস্তটা নিয়ে একটা যুগের যে দুরন্ত ঘূর্ণি, তার মধ্যিখানে এসে পড়ছেন যশোরে কপোতাক্ষ-তীরের সাগরদাঁড়ি গ্রামের মধুসূদন দত্ত। পয়সা আর ঠাঁটবাটওয়ালা ঘরের ছেলে সাহিত্যটা মন দিয়ে পড়েছিলেন হিন্দু কলেজে।

প্রত্যেক সফল পুরুষের পিছনে এক নারীর অনিবার্য উপস্থিতি যদি বা তর্কযোগ্য, একজন সুশিক্ষকের অবদান নিয়ে কেউ প্রতিবাদ করবেন বলে মনে হয় না। হিন্দু কলেজে মধুসূদন ডিরোজিওকে পাননি বটে, তবে পেয়েছিলেন ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসনকে। সাহিত্যের অধ্যাপক, পরে কলেজের অধ্যক্ষ এই মানুষটির ব্রিটিশ রোম্যান্টিক পোয়েট্রির ক্লাস মুগ্ধ করেছিল তারুণ্যের দোর গোড়ায় পা রাখা মধুসূদনকে। বায়রন ছিলেন তাঁর স্বপ্নের কবি, সাময়িক রোল মডেলও - নইলে যে যুগে দেবেন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগর থেকে রাম-শ্যাম-যদু সকলকে কৈশোর না পেরোতেই বিয়ে দেওয়াটা দস্তুর, সে কালে বায়রন-পড়া 'মধু' ব্যতিক্রম। তাঁর সোজা কথা - বিলিতি কায়দায় কোর্টশিপ না করলে সে কি আর প্রেম, আর প্রেম করে বিয়ে না করলে সে কি আর বিয়ে!

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে তুলে দিয়েছেন অতুল উচ্চতায়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন বাংলা সাহিত্যের এক প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। তিনি আজও হয়ে আছেন এই সাহিত্যকে আলো করে থাকা এক অনন্য নক্ষত্র। স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তিনি এ সাহিত্যে এনে ছিলেন ভিন্ন চিন্তা, কল্পনা ও সৃষ্টির এক সুবিশাল ঢেউ। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন বাংলা কবিতার জগতে চিরকালই এক মাইলফলক হয়ে থাকবে।

বাংলায় নাটক ও প্রহসন লেখার সূচনা করে তিনি এই সাহিত্যকে সবসময়ের জন্য তার কাছে ঋণী করে গেছেন। তার লেখনীর দ্বারা সৃষ্ট সেই পথ ধরে পরবর্তীতে বাংলা সাহিত্যে যুক্ত হয়েছে কবর, রক্তাক্ত প্রান্তর ও নেমেসিসের মতো কালজয়ী নাটক, গাভী বৃত্তান্তের মতো প্রহসন। ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি যশোরের কেশবপুর উপজেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামের সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মধুসূদন দত্ত। বাবা রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন কলকাতা সদর দেওয়ানি আদালতের খ্যাতনামা উকিল, মা জাহ্নবী দেবী ছিলেন জমিদারকন্যা।

এই দম্পতির একমাত্র সন্তান ছিলেন মধু। জন্মের সময় যে সন্তানের জন্মের খুশিতে পিতা প্রজাদের রাজস্ব কমিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সন্তানকেই একদিন সেই পিতাই ত্যাজ্য করবেন - সে কথা কি সেদিন বুঝতে পেরেছিল কেউ? মায়ের বুক জুড়ে বেড়ে উঠতে থাকেন মধুসূদন। জমিদারকন্যা হওয়ার সুবাদে মায়ের জ্ঞানচর্চার সুযোগ ঘটেছিল। তাই মায়ের কাছেই হয় মধুসূদনের পড়ালেখার প্রথম পাঠ। মায়ের হাত ধরেই পরিচিত হন নিজ ধর্ম, দেব-দেবী, রামায়ণ, পুরাণ কিংবা মহাভারতের সাথে। কিন্তু গৃহশিক্ষা অচিরেই শেষ হয়ে যায় মধুসূদনের, পরবর্তী শিক্ষা হয় পাশের গ্রামের এক ইমাম সাহেবের কাছে। ছোটকালেই আরবি, বাংলা ও ফারসি ভাষায় বেশ দক্ষ হয়ে ওঠেন মধু।

অন্ধ লেখিকা হেলেন

রাজা চট্টোপাধ্যায়

হেলেন কেলার (জন্মঃ ২৭ জুন, ১৮৮০ এবং মৃত্যুঃ ১ জুন, ১৯৬৮) ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বনাম ধন্যা লেখিকা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও মানবতাবাদী কর্মী। তাঁর পুরোনাম 'হেলেন অ্যাডামস কেলার'।

হেলেন কেলার ১৮৮০ সালের ২৭ জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামায় জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৯ মাস বয়সে কেলার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর জীবনের আশা একপ্রকার ছেড়েই দিয়েছিলেন তাঁর বাবা আর্থার কেলার এবং মা কেট অ্যাডামস। কিন্তু চিকিৎসার পর তিনি অনেকটাই সুস্থ হয়ে ওঠেন। তবে কথা বলা, কানে শোনা ও চোখে দেখার শক্তি হারান হেলেন। বাক, শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা নিয়ে ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে থাকেন হেলেন কেলার। কিন্তু সমাজের নানা তিরস্কার সইতে হয় তাঁকে। একপর্যায়ে তাঁর বাবা-মা হেলেনকে নিয়ে যান বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও টেলিফোন আবিস্কারক গ্রাহাম বেলের কাছে। গ্রাহাম বেল জানান, হেলেন কখনও আর পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে পারবে না তবে হেলেনের বুদ্ধিমত্তা দেখে তাঁকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরামর্শ দেন 'গ্রাহাম বেল'। হেলেনের যখন মাত্র আটবছর বয়স, তখন তাঁদের বাড়িতে একজন গৃহশিক্ষিকা রাখা হয়। তাঁর নাম ছিল অ্যানি সুলিভান। তিনিও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই হেলেন শিক্ষা লাভ শুরু করেন। হেলেন ও অ্যানি সুলিভানের সম্পর্ক ছিল ৪৯ বছর।

১৯০৪ সালে হেলেন ব্রেইল পদ্ধতির দ্বারা প্রথম দৃষ্টিপ্রতিবন্ধি হিসেবে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর কেমব্রিজে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হন। সেখানে তিনি বিশ্বখ্যাত লেখক 'মার্ক টোয়েনে'র সাথে পরিচিত হন। সেই বন্ধুত্ব আজীবন ছিলো। ডিগ্রি অর্জনের আগেই তাঁর আত্মজীবনী 'দ্য স্টোরি অব্ মাই লাইফ' প্রকাশিত হয়। হেলেনের রচিত বইয়ের সংখ্যা ১২ টি। তাঁর আত্মজীবনী ছাড়াও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল 'লেট আস হ্যাভ ফেইথ', 'দ্য ওয়ার্ল্ড আই লিভ ইন', 'ওপেন ডোর' প্রভৃতি। এছাড়াও তিনি বাক, শ্রবণ ও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অভিশপ্ত জীবনের বিষাদের ওপর একটি চলচ্চিত্র 'ডেলিভারেন্স' নির্মাণ করেন। চলচ্চিত্রে তাঁর নিজের ভূমিকায় তিনি নিজেই অভিনয় করেছেন। জীবদ্দশায় তিনি প্রতিবন্ধীদের জন্য অনেক সংগ্রাম করেছেন। তাদেরকে একটি সুন্দর, স্বাভাবিক জীবন দেওয়ার লক্ষ্যে তাঁর লড়াই ছিল আমৃত্যু।

এই বিশ্বখ্যাত মানবতাবাদী, লেখিকা ও রাজনৈতিক কর্মী হেলেন কেলার ১৯৬৮ সালের ১ জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইস্টনে ৮৮ বছর বয়সে প্রয়াত হন। তাঁর স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এবং তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের জন্য ১৯৭৭ সালে 'আমেরিকান এসোসিয়েশন ফর দ্য ওভারসীজ ব্লাইন্ড'-এর নাম বদলে রাখা হয় 'হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল' নামে একটি সংগঠন। এই মহীয়সী নারীর ১৪৬ তম শুভ জন্মবার্ষিকীতে আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

বিশ্বের সেরা প্রতিভার সঙ্গে কবিগুরু পরিচয় গড়ে উঠেছিল। হেলেন কেলারকে সম্মান দিয়ে কবিগুরু একটি গানও রচনা করেছিলেন। সেই বিখ্যাত গানটি হল ' আমি চিনি গো চিনি গো তোমারে ওগো বিদেশিনী।' যদিও এই গানটি সুর দিয়েছিলেন কবি। কিন্তু এই গানটি গেয়েছিলেন কবিগুরু হেলেন কেলারের সমানে বসে আমেরিকাতে। কবিগুরু সঙ্গে বিদেশি কবি এবং সাহিত্যিকদের আন্তরিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশ্বকবি বলে আখ্যা দিতে কোনও কসুর করেনি।

জেল যাবেন তবু 'বেল' নেবেন না হুমায়ুন

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১ জুলাই ঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, হুমায়ুন কবীরের মতো লোকজনকে শিক্ষা দেওয়ার সময় এসেছে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই মঙ্গলবার তাঁর শক্তিপুরের বাড়িতে গিয়ে রেজিনগর এবং শক্তিপুর থানার পুলিশের দায়ের করা দু'টো পৃথক সুয়ো মোটো মামলায় নওদার বিধায়ককে তদন্তকারী আধিকারিকের সামনে হাজির দেওয়ার নোটিশ দিয়েছে। শক্তিপুর থানায় দায়ের হওয়া সুয়ো মোটো মামলায় হুমায়ুন কবীরকে ৩ জুলাই বেলা সাড়ে ১১ টার সময় এবং রেজিনগর থানায় দায়ের হওয়া সুয়ো মোটো পুলিশের মামলায় ৪ জুলাই তদন্তকারী আধিকারিকের সামনে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে দু'টি মামলায় তদন্তকারী আধিকারিকদের সামনে নওদার 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র বিধায়ক হাজিরা দেবেন কিনা তা এখনও নিশ্চিত নয়। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হুমায়ুন কবীর স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, দু'টি মামলাতেই তিনি আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করবেন না। হুমায়ুন কবীর, শক্তিপুর থানার তরফ থেকে আমাকে নোটিশ দিয়ে আগামী ৩ জুলাই হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে বহু বছর ধরে প্রত্যেক শুক্রবার আমি জুম্মার নামাজ পড়ি। তাই সেদিন আমার পক্ষে শক্তিপুর থানায় হাজিরা দেওয়া সম্ভব নয়। হুমায়ুন আরও বলেন, যদি আমি এখানে থাকি তাহলে ৪ জুলাই রেজিনগর থানায় হাজিরা দেব। পুলিশে যদি মনে করে আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে। হুমায়ুন কবীর এসব নিয়ে কোনও পরোয়া করে না। এরপরই হুঙ্কারের সুরে তিনি বলেন, হুমায়ুন কবীর কোনও অন্যায় করে না এবং অন্যায় বরদাস্তও করে না। কেউ হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে 'পাঙ্গা' নিতে আসলে নিতে পারে, আমি প্রস্তুত আছি। নওদার বিধায়ক কারও নাম না করে বলেন, এরপর বেশি বাড়াবাড়ি করলে মুর্শিদাবাদ জেলায় 'জেল চলো, জেল ভরো' আন্দোলন করবো। এক লক্ষ লোক নিয়ে বহরমপুরে যাব। প্রশাসনের কত ক্ষমতা আছে দেখব। কটা জেলা আছে দেখব। আমি যাব সামনে, আমার সঙ্গে লোক আছে কিনা সেদিন দেখিয়ে দেব। প্রসঙ্গত রেজিনগর এবং নওদা থানায় দায়ের হওয়া পুলিশের দু'টি সুয়ো মোটো পৃথক মামলায় মঙ্গলবার হুমায়ুনের বাড়িতে পুলিশ নোটিশ পৌঁছে দেয়। কিন্তু সেই সময়ে হুমায়ুন কবীর বাড়িতে না থাকায় পুলিশ তাঁর স্ত্রী মিরা বিবিকে নোটিশ ধরিয়ে আসে। এছাড়াও ইতিমধ্যেই রেজিনগর এবং শক্তিপুর থানার পুলিশ হুমায়ুন কবীরের দু'টি পৃথক রাজনৈতিক জনসভার তিন উদ্যোক্তাকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযোগ ওই দুটি সভা থেকে হুমায়ুন ঘৃণা ভাষণ দিয়েছিলেন। হুমায়ুন ঘনিষ্ঠ ওই তিন নেতাকে মঙ্গলবার বহরমপুর আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তিনজনেরই পুলিশ হেফাজত মঞ্জুর করেছেন। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই হুমায়ুন কবীরের মন্তব্য তাঁরা সংবাদমাধ্যমে দেখেছেন। হুমায়ুন কবীর যদি পুলিশের নোটিশ পাওয়ার পরও তদন্তকারী আধিকারিকের সামনে হাজিরা না দেন তাহলে গোটা বিষয়টি পুলিশ কেস ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করবে এবং পরবর্তীকালে প্রয়োজনে কোর্টেও জানাবে। ওই আধিকারিক জানান, পুলিশের নোটিশ পেয়ে হাজিরা না দেওয়ার অর্থ, বিধায়ক তদন্তে সহযোগিতা করছেন না বলেই ধরে নেওয়া হবে। বিধায়ক হুমায়ুন কবীর যদি নির্দিষ্ট দিনে হাজিরা না দিতে পারার কারণ লিখিতভাবে তদন্তকারী আধিকারিককে জানান এবং অন্য একটি দিন হাজিরার জন্য বরাদ্দ করতে অনুরোধ করেন, সে ক্ষেত্রে তদন্তকারী আধিকারিক বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন।

ভোট-পরবর্তী হিংসা ও তোলাবাজির ঘটনায় তৃণমূলের দুই প্রাক্তন নেতাকে গ্রেফতার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১ জুলাই ঃ ভোটের ফল প্রকাশের পর পূর্ব বর্ধমানে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই প্রভাবশালী প্রাক্তন নেতাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। তোলাবাজি, মারধর, প্রাণনাশের হুমকি-সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগে পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের প্রাক্তন সভাপতি ইফতিকার আহমেদ ওরফে পাপ্পু এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ তথা খণ্ডঘোষ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অপার্থিব ইসলাম ওরফে ফাগুনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলা জুড়ে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চর্চা শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার (৩০ জুন, ২০২৬) গভীর রাতে দুর্গাপুরের ফরিদপুর এলাকা থেকে ইফতিকার আহমেদ ওরফে পাপ্পুকে আটক করা হয়। পরে তাকে বর্ধমান থানায় নিয়ে আসা হয়। তিনি পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের প্রাক্তন সভাপতি এবং তৃণমূলের জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদেও ছিলেন। ভোটের ফল প্রকাশের পর তিনি এলাকা ছেড়ে ছিলেন বলে পুলিশ সূত্রের দাবি। ইফতিকার আহমেদ অতীতেও বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য একাধিকবার শিরোনামে উঠে এসেছেন। অভিযোগ, ভোটের ফল প্রকাশের আগেই তিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন, চার তারিখের পর দেখে নেব। এছাড়াও দলীয় কর্মীদের দোকানপাট বন্ধ রেখে পার্টি অফিসে সময় দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বর্ধমান স্টেশন এলাকায় তার ব্যাপক প্রভাব ছিল। সাইকেল স্ট্যান্ড, টোটো এবং স্টেশন চত্বরে অস্থায়ী দোকানদারদের কাছ থেকে প্রতি মাসে লক্ষাধিক টাকা তোলার অভিযোগও ওঠে তার বিরুদ্ধে। বর্ধমান থানার পুলিশ তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNS) বিভিন্ন ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৫ ও ২৭ ধারায় মামলা রুজু করেছে। অভিযোগের মধ্যে রয়েছে জোরপূর্বক প্রবেশ, অবৈধভাবে আটকে রাখা, মারধর, চাঁদাবাজি, শ্লীলতাহানি, চুরি, ভাঙচুর, প্রাণনাশের হুমকি এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র। বুধবার (১ জুলাই) তাকে বর্ধমান আদালতে তোলা হয়েছে। অন্যদিকে, একই দিনে তোলাবাজি, মারধর এবং প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ তথা খণ্ডঘোষ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অপার্থিব ইসলাম ওরফে ফাগুনকে। মঙ্গলবার খণ্ডঘোষের বাদুলিয়া এলাকায় তার বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একটি মামলার তদন্তে নেমেই এই পদক্ষেপ করা হয়। বুধবার তাঁকেও বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়েছে। একই দিনে তৃণমূলের দুই প্রভাবশালী প্রাক্তন নেতার গ্রেফতারিকে ঘিরে পূর্ব বর্ধমানের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক জল্পনা শুরু হয়েছে। তবে অভিযোগগুলির বিষয়ে ধৃতদের বা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

কাটিহার ডিভিশনে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./২৮ অফ ২০২৬; তারিখ ঃ ২৫-০৬-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নম্বর ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/II/কাটিহার-এর এখতিয়ারভুক্ত কাটিহারে ওআরএইচ এবং এসআরএইচ-এর রক্ষণাবেক্ষণ (দুই বছরের জন্য)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৪৮,৫০,১৯৮.৬৯/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ২,৯৭,০০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২৪-০৭-২০২৬** তারিখ **১৫:০০** টায় এবং টেন্ডার **খোলা ১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৪-০৭-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

SHORT NOTICE INVITING TENDER
SNIT No.:- WBIW/EE/DM&ED/SNIT-02/2026-27

Above mentioned Short Notice Tender(off-line) is hereby invited by the undersigned from eligible contractors having sufficient credential and financial capacity for 1 No. Mechanical Work under this Division. Last date of application of the bid: **07.07.2026 16:00 HRS**. The other details may be seen from website **https://www.iwd.wb.gov.in** and also from office of the undersigned on any working days.

Sd./- Executive Engineer
Durgapur Mechanical & Electrical Division
Durgapur, Paschim Bardhaman, I & W Dte.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং ঃ সিভি/ই-অকশন/এসএমইউ/০১/২০২২, তারিখঃ ২৫.০৬.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ ডিভিসন, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কেবলমাত্র ০৫ (পাঁচ) বছর সময়সীমার জন্য শিয়ালদহ ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে স্পেশাল মাইনর ইউনিটের (এসএমইউ) জন্য মডিউলার ক্যাটারিং স্টলের মাধ্যমে ক্যাটারিং সার্ভিস পরিচালনার লাইসেন্স প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। লোকেশনের বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতারা **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই কেবলমাত্র ই-অকশনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। লটের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ **ক্রমিক নং. ১, এসইকিউ নং.ঃ এএ/১, লট নং.ঃ** সিএটিজি-এসডিএএইচ-বিজিএল-এসএমইউ-২১২-২৬-১, **স্টেশনঃ** বগুলা, **অবস্থানঃ** সাইট প্ল্যান অনুযায়ী, **যাঁদের জন্য সংরক্ষিতঃ** সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের [মুসলিম/খ্রীষ্টান/শিখ/বুদ্ধিস্ট/জোরাস্ট্রিয়ান (পারসী)/জৈন] যে কোনও কারোর জন্য সংরক্ষিত। **ক্রমিক নং. ২, এসইকিউ নং.ঃ এএ/২, লট নং.ঃ** সিএটিজি-এসডিএএইচ-বিআইআরএ-এসএমইউ-২১৩-২৬-১, **স্টেশনঃ** বিড়া, **অবস্থানঃ** সাইট প্ল্যান অনুযায়ী, **যাঁদের জন্য সংরক্ষিতঃ** তফশিলী জাতি সম্প্রদায়ের (ত.জা.) যে কোনও কারোর জন্য সংরক্ষিত। **ক্রমিক নং. ৩, এসইকিউ নং.ঃ এএ/৩, লট নং.ঃ** সিএটিজি-এসডিএএইচ-টিএলএক্স-এসএমইউ-২১৪-২৬-১, **স্টেশনঃ** তালদি, **অবস্থানঃ** সাইট প্ল্যান অনুযায়ী, **যাঁদের জন্য সংরক্ষিতঃ** সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের [মুসলিম/খ্রীষ্টান/শিখ/বুদ্ধিস্ট/জোরাস্ট্রিয়ান (পারসী)/জৈন] যে কোনও কারোর জন্য সংরক্ষিত। **ক্রমিক নং. ৪, এসইকিউ নং.ঃ এএ/৪, লট নং.ঃ** সিএটিজি-এসডিএএইচ-কেডব্লুডিপি-এসএমইউ-২১৫-২৬-১, **স্টেশনঃ** কাকদ্বীপ, **অবস্থানঃ** সাইট প্ল্যান অনুযায়ী, **যাঁদের জন্য সংরক্ষিতঃ** তফশিলী উপজাতি সম্প্রদায়ের (ত.উ.জা.) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। **ইএমডিঃ** ১০% (ক্রমিক নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য)। **ই-অকশনের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা।
SDAH-104/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কৃষিকাজে গিয়ে বজ্রাঘাতে মৃত্যু মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর দিনাজপুর, ১ জুলাই ঃ জমিতে ধান রোপণ করতে গিয়ে বজ্রপাতের জেরে মৃত্যু হলো এক মহিলার। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর থানার রামগঞ্জ ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুররা গ্রামে। মৃত মহিলার নাম ছায়া বর্মন। তিনি রামগঞ্জের আদালগছ এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই মহিলা এদিন দুপুরে অন্য এক কৃষকের জমিতে ধান রোপণের কাজ করছিলেন। সেই সময় আচমকাই ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হয়। মাঠে কাজ চলাকালীন বজ্রাঘাতে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। মর্মান্তিক এই ঘটনায় এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

৩ জুলাই থেকে পুনরায় চালু হতে চলেছে নৈহাটি জুট মিল, খুশিতে আত্মহারা শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগণা, ১ জুলাই ঃ দীর্ঘ অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে আগামী ৩ জুলাই থেকে পুনরায় চালু হতে চলেছে নৈহাটি জুট মিল। রাজ্যের

শ্রমমন্ত্রী তথা পরিবহনমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের বিশেষ উদ্যোগে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ আলোচনার পর আগামী ৩ জুলাই থেকে মিলে পুনরায় উৎপাদন শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়। মিল খোলার এই খবরে স্বস্তি ফিরে এসেছে শ্রমিকদের পরিবারে। শ্রমমন্ত্রীর উদ্যোগে খুলছে নৈহাটি জুট মিল, স্বস্তিতে প্রায় আড়াই হাজার শ্রমিকের পরিবারে। দীর্ঘ অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে আগামী ৩ জুলাই থেকে ফের চালু হতে চলেছে নৈহাটি জুট মিল। রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী তথা পরিবহনমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের উদ্যোগে পর এই সিদ্ধান্ত খুশির হাওয়া এলাকায়। মিল পুনরায় চালু হওয়ার খবরে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন শ্রমিকরা। মিছিল, বাজি ফাটানো এবং আনন্দ উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে তাঁরা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান। উল্লেখ্য, চলতি বছরের ৬ জুন নৈহাটি জুট মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রায় আড়াই হাজার শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েন। তাঁদের পরিবারও চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে। মিল পুনরায় চালুর দাবিতে শ্রমিকদের আন্দোলন ও উদ্বেগের আবহের মধ্যেই কলকাতার নিউ সেক্রেটারিয়েটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দফতরের উদ্যোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমমন্ত্রী তথা পরিবহনমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের নেতৃত্বে হওয়া ওই বৈঠকে মিল কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়, আগামী ৩ জুলাই থেকে নৈহাটি জুট মিলে পুনরায় উৎপাদন শুরু হবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে কয়েক হাজার শ্রমিক আবারও কাজে ফিরে পেলেন বলে আশা করা হচ্ছে। শ্রমিকদের দাবি, প্রায় তিন হাজার মানুষের রুজি-রুটির প্রধান মাধ্যম ছিল এই মিল। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় মিল চালুর সিদ্ধান্তে শিল্পাঞ্চলে স্বস্তি ও আশার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। একের পর এক বন্ধ জুট মিল পুনরায় চালুর ক্ষেত্রে শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন শ্রমিকরা। তাঁদের আশা, এবার থেকে মিলের উৎপাদন নিয়মিত চলবে এবং ভবিষ্যতে আর কর্মসংস্থান নিয়ে অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে হবে না। এদিন বাজি ফাটিয়ে আনন্দ উদ্‌যাপনের পাশাপাশি চলে লাড্ডু বিতরণও।

লামডিং ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর : এসআর.ডিইই/এলএমজি/১০ অফ ২০২৬-২৭; তারিখ: ২৬-০৬-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নম্বর ঃ** ইএল-এলএম-২৬-২৭-১২; **কাজের নাম ঃ** পিট নং-১, পিট নং-২, পিট নং-৩ এবং গুয়াহাটি পিটে মেকানাইজড কোচ ক্লিনিং মেশিন এবং বায়ো-টয়লেট ইভাকুয়েশন মেশিনের জন্য কেবল এবং সুইচবোর্ড সংযোগ সংশোধন করা, সেইসাথে যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধির জন্য গুয়াহাটি, কামাখ্যা, ডিমাপুর, শিলচর এবং বদরপুর স্টেশনে গ্লো সাইনবোর্ডের ওয়্যারিং, গুয়াহাটিতে হাই মাস্ট টাওয়ার স্থানান্তর সংক্রান্ত সমস্ত সংশ্লিষ্ট বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ সম্পন্ন করা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯০,৫৭,২০১.৬৪/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,৮১,২০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২০-০৭-২০২৬** তারিখ **১১:০০** টায় এবং **খোলার** সময় **১১:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **২০-০৭-২০২৬** তারিখ **১১:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

Date	Time	Address
July 04, 2026	4:30 P.M.	The Silver Spoon, Rail Gate, Subuddhipur, Baruipur, West Bengal - 700 144.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625)
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. ☎ 1800 2090 777 (Toll free), customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

শিল্পী সম্পর্ক অভিযান সঙ্গীত নাটক একাডেমির উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ১ জুলাই ঃ শিল্পীর দুয়ারে হাজির ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন স্বশাসিত সংস্থা-দিল্লির সঙ্গীত নাটক একাডেমি। মূলত তাদের উদ্যোগে শিল্পী সম্পর্ক বা মীট দ্য আর্টিস্ট অভিযান শুরু হয়েছে সারা দেশে। বাংলায় প্রথম এমন উদ্যোগে সামিল হচ্ছে সঙ্গীত নাটক একাডেমি

চেয়ারম্যান সুশ্রী সন্ধ্যা পুরেচা। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিল্পীদের গ্রামে গিয়ে তাদের সঙ্গে বার্তালাপ করছেন। এক দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, নাটকের মাধ্যমে বাংলায় কণ্ঠরোধ সবসময় একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে জোর করে জয় শ্রীরাম বলানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনে সঙ্গীত নাটক একাডেমি এই বিষয়টা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে বা মানুষের কাছে বার্তা দেবে বা সুস্থ সংস্কৃতি রক্ষার ক্ষেত্রে বাক স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেবে? তার উত্তরে সন্ধ্যা পুরেচা বলেন, সীমা না ছাড়িয়ে যে কোনো বিষয় মার্জিত হলে কোনো অসুবিধা নেই। আরেকটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমাদের পূর্বপুরুষ ভারতমুনি। আমাদের বাংলার সংস্কৃতিতে লালন ফকির, আব্দুল করিম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যতই থাকুন, ভারতমুনি আমাদের পূর্বপুরুষ। তাঁকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে হবে। সংস্থা জানিয়েছে, ইতিমধ্যে তারা পুতুল নাচ সহ বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু শিল্পীদের আর্থিক উন্নয়নে তারা ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। যাতে করে ডাইনির মতো কুপ্রথা দূর হয় এবং তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতির সম্প্রচার ও সম্প্রসারণ ঘটে। বীরভূমের বাউল, বহুরূপী, রায়বেশে, মত প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির ধারা বয়ে নিয়ে চলা শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের উৎসাহ দান ও ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ধারা গুলির সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন।

নতুন প্রাণী আবিষ্কারে দ্বিতীয় বাংলা, শীর্ষে উত্তরবঙ্গ ও সুন্দরবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১ জুলাই ঃ নতুন প্রাণী আবিষ্কারে দ্বিতীয় স্থানে থাকল বাংলা। শীর্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দার্জিলিং ও আলিপুরদুয়ার। জেডএসআই-এর রিপোর্টে নজর কেড়েছে সুন্দরবন ও উত্তরবঙ্গ। নতুন যে প্রাণীগুলোর খোঁজ পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে স্তন্যপায়ী প্রজাতির প্রাণীর সংখ্যা তিন। হাইমেনোপটেরা প্রজাতির (পিঁপড়ে, মৌমাছি ও বোলতা-জাতীয় কীটপতঙ্গ) ১০৬ রকমের প্রাণী, লেপিডপটেরা (প্রজাপতি ও মথ) প্রজাতির ৬৫ রকমের প্রাণী, ডিপটেরা (বিভিন্ন রকমের মাছি) এবং আরাকনিডা (মাকড়সা) প্রজাতির ৬৪ রকম করে প্রাণী, কোলিওপটেরা (গুবরে পোকা) ও হেমিপটেরা (নানা রকমের শোষক) প্রজাতির ৫৫ রকম করে প্রাণী এবং বিভিন্ন রকমের মাছের ৫০ টি প্রজাতির নাম রয়েছে তালিকায়। কলকাতায় জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া-র ১১১ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে এই তথ্য জানানো হয়েছে। নতুন প্রজাতির প্রাণী আবিষ্কারের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে কেরল এবং ঠিক তারপরেই দ্বিতীয় স্থানে জায়গা করে নিয়েছে বাংলা। জেডএসআই-এর প্রকাশিত 'অ্যানিমাল ডিসকভারিজ-২০২৫' রিপোর্টে জানানো হয়েছে, গত এক বছরে জাতীয় তথ্যভাণ্ডারে মোট ৭০৯ টি নতুন প্রাণীর রেকর্ড যুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৪৮৩টি প্রজাতি বিজ্ঞানের কাছে সম্পূর্ণ নতুন যা পৃথিবীতে আগে কখনও দেখা যায়নি। বাকি ২২৬ টি প্রজাতি পৃথিবীর অন্য কোথাও থাকলেও, ভারতে এই প্রথমবার খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। সেখানেই রাজ্যভিত্তিক তালিকায় কেরল প্রথম স্থান এবং পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে সুন্দরবন অধ্যুষিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং এবং ডুয়ার্স সংলগ্ন আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নতুন প্রজাতির সন্ধান মিলেছে। এই নতুন আবিষ্কারের ফলে ভারতের মোট প্রাণী বৈচিত্র্যের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,০৫,৯৫৩-এ, যা বিশ্বমঞ্চে ভারতকে অন্যতম প্রধান 'মেগাডাইভার্স' রাষ্ট্র হিসেবে আবারও প্রমাণ করল।

হাইকোর্টের নির্দেশে টাকির অবৈধ হোটেল ভাঙতে প্রশাসনের অভিযান, ভাঙা হল দুটি হোটেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বসিরহাট, ১ জুলাই ঃ হাইকোর্টের নির্দেশে ইচ্ছামতির তীরে বুলডোজার, টাকির অবৈধ হোটেল ভাঙতে প্রশাসনের অভিযান। আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতে ইচ্ছামতি নদীর তীরে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে বড়সড় উচ্ছেদ অভিযানে নামল প্রশাসন। এদিন বুধবার সকাল থেকে উত্তর ২৪ পরগনার টাকি শহরে সেচ দফতরের জমির উপর গড়ে ওঠা দুটি অবৈধ হোটেল ভাঙার কাজ শুরু হয়। হাইকোর্টের নির্দেশে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে বুলডোজার নামিয়ে চলে এই অভিযান। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ইছামতি নদীর তীরবর্তী সেচ দফতরের সরকারি জমি দখল করে 'টাকি সিটি গেস্ট হাউস'-সহ দুটি হোটেল নির্মাণ করা হয়েছিল। বিষয়টি আদালতের নজরে আসার পর তদন্ত ও শুনানি শেষে কলকাতা হাইকোর্ট অবৈধ নির্মাণ অপসারণের নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ মেনেই এদিন সকাল থেকে শুরু হয় ভাঙার কাজ। অভিযানকে ঘিরে গোটা এলাকায় ছিল নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনিক আধিকারিক, সেচ দফতরের প্রতিনিধি এবং টাকি পৌরসভার কর্মীরা। প্রথমে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলা হয়, এরপর ধাপে ধাপে বুলডোজারের সাহায্যে হোটেলগুলির বিভিন্ন অংশ ভেঙে ফেলা শুরু হয়। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, বহু বছর ধরেই সরকারি জমি দখল করে নদীর ধারে এই নির্মাণ গড়ে উঠেছিল। একাধিকবার অভিযোগ উঠলেও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত আদালতের হস্তক্ষেপের পর প্রশাসন উচ্ছেদ অভিযানে নামতে বাধ্য হয়। ফলে দীর্ঘদিনের বিতর্কের অবসান ঘটতে শুরু করেছে বলে মনে করছেন বাসিন্দাদের একাংশ। প্রশাসনের বক্তব্য, সরকারি জমি

দখল করে কোনও ধরনের স্থায়ী নির্মাণ কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। আদালতের নির্দেশ যথাযথভাবে কার্যকর করতেই এই অভিযান চালানো হচ্ছে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতেও সরকারি জমি কিংবা নদী সংলগ্ন এলাকায় বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশে শুরু হওয়া এই উচ্ছেদ অভিযানকে ঘিরে টাকি জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ইচ্ছামতি নদীর তীরবর্তী পরিবেশ সংরক্ষণ, সরকারি জমি রক্ষা এবং বেআইনি দখলদারির বিরুদ্ধে প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে গুরুত্বপূর্ণ নজির হিসেবে দেখছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রশাসনের এই অভিযানে ভবিষ্যতে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে আরও কঠোর বার্তা পৌঁছে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ টিএসকে/ইলেক্ট/২৪৬; তারিখঃ ২৬-০৬-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডারিং সিস্টেমের মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম-এর অধীনে ১২টি স্টেশন (ডিব্রুগড়, নিউ তিনসুকিয়া, মরিয়নী জং., তিনসুকিয়া, মাকুম জং., মার্ঘেরিটা, দুলিয়াজান, নাহরকটিয়া, নামরূপ, সিমালুগুড়ি জং., আমগুড়ি ও যোরহাট টাউন)-এর ২৪টি লিফট স্থাপনের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। **(টেন্ডার নং. এলভি-টি-১৪-টিএসকে-৯৪৩)।** টেন্ডার মূল্যঃ ৮৪,৫৫,২৪৬/- টাকা, বায়নার ধনঃ ১,৬৯,১০০/- টাকা। **ক্র. নং. ২; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** ডিব্রুগড়ে - ডিব্রুগড় কোচিং ডিপোতে নিউ সিক লাইন নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। **(টেন্ডার নং. এলভি-টি-১৪-টিএসকে-৯৪৪)।** টেন্ডার মূল্যঃ ১,৩১,৮০,১৪১/- টাকা, বায়নার ধনঃ ২,৬৩,৬০০/- টাকা। **ক্র. নং. ৩; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য - নিউ তিনসুকিয়াতে - অফিসার্স রেস্ট হাউচ-এর উন্নয়ন। **(টেন্ডার নং. এলভি-টি-১৪-টিএসকে-৯৪৫)।** টেন্ডার মূল্যঃ ৩২,৭৯,০৮৪/- টাকা, বায়নার ধনঃ ৬৫,৬০০/- টাকা। **ক্র. নং. ৪; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য - (১) ডিব্রুগড় স্টেশনে ১০০ বিছানাযুক্ত আরপিএসএফ ব্যারাক-এর নির্মাণ। (২) ধামালগাঁও (ডিএমজিএন) স্টেশনে আরপিএফ (ওপি) অফিস বিল্ডিং এবং ১২ বিছানাযুক্ত আধুনিক আরপিএফ ব্যারাক-এর নির্মাণ। (৩) ফরকাটিং জংশনে - আরপিএফ/ওপি/ফরকাটিং জংশনে অফিস বিল্ডিং-এর নির্মাণ। **(টেন্ডার নং. এলভি-টি-১৪-টিএসকে-৯৪৬)।** টেন্ডার মূল্যঃ ৩৫,৪৭,৭৭০.৯০ টাকা, বায়নার ধনঃ ৭১,০০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ৫; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য - (১) তিনসুকিয়া ডিভিশনে- মবিয়নী জং স্টেশনে ৫০ বিছানাযুক্ত আরপিএফ ব্যারাক-এর নির্মাণ। (২) তিনসুকিয়া ডিভিশনে - শিমলুগুড়ি জং স্টেশনে ৩০ বিছানাযুক্ত আরপিএফ ব্যারাক-এর নির্মাণ। (৩) তিনসুকিয়া ডিভিশনে আরপিএফ ব্যারাকের আপগ্রেডেশন। **(টেন্ডার নং. এলভি-টি-১৪-টিএসকে-৯৪৭)।** টেন্ডার মূল্যঃ ৪৩,৬৫,৪৬৯.৬০ টাকা, বায়নার ধনঃ ৮৭,৩০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ৬; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য - (১) নিউ তিনসুকিয়ায় - নতুন টাইপ-II কোয়ার্টার (৮ ইউনিট)-এর নির্মাণ। (২) নিউ তিনসুকিয়ায় - ২ ইউনিট টাইপ-IV কোয়ার্টার-এর নির্মাণ। (৩) ডিব্রুগড় টাউনে- নতুন টাইপ-II কোয়ার্টার (৮ ইউনিট)-এর নির্মাণ। **(টেন্ডার নং. এলভি-টি-১৪-টিএসকে-৯৪৮)।** টেন্ডার মূল্যঃ ৩১,৪৮,৮৫৪.৬০ টাকা, বায়নার ধনঃ ৬৩,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৭-০৭-২০২৬ তারিখের ১৩:০০ ঘন্টায় এবং ১৭-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় খোলা **হবে**। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **১৭-০৭-২০২৬** তারিখের **১৩:০০** ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ইলেক্ট.)/তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-II, BR-IV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/LTG/14/WD23/IV/Z II/26-27
Name of the work: **Repairing of Uttaran lighting system in Ward No. 23, BR-IV.** Estimate amount: **₹ 1,99,755.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of submission of bid (online): **11.07.2026 up to 2 PM.** The bid forms and other details are available on and from **04.07.2026 (2 PM)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-V, BR-XIV, KMC invites e-tender online percentage/item rate two bid systems for the following works:

(1) NIT No. : LTG/XIV/04/26-27/129
Name of the work: **Safety precaution of KMC street light poles by covering insulating materials at Jagarani, Adarsha Nagar, Nabapally, Jora Pukur and other areas in Ward No. 129 under Borough-XIV.** Estimated amount: **₹ 2,49,086.00.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : LTG/XIV/02/26-27/130
Name of the work: **Operation and maintenance work of street lighting installation in Ward No. 130.** Estimated amount: **₹ 4,96,120.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **365 days.**

(3) NIT No. : LTG/XIV/05/26-27/130
Name of the work: **Safety precaution of KMC street light poles by covering insulating materials at R.K. Sarani, Boxi Bagan, Unique Park and other areas in Ward No. 130 under Borough-XIV.** Estimated amount: **₹ 2,46,464.00.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : LTG/XIV/06/26-27/131
Name of the work: **Safety precaution of KMC street light poles by covering insulating materials at Parnasree, Culture Math and other areas in Ward No. 131 under Borough-XIV.** Estimated amount: **₹ 2,47,775.00.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(5) NIT No. : LTG/XIV/01/26-27/129
Name of the work: **Operation and maintenance work of street lighting installation in Ward No. 129.** Estimated amount: **₹ 4,98,940.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **365 days.**

(6) NIT No. : LTG/XIV/07/26-27/129
Name of the work: **Repairing and replacement of the existing street lighting system at BG Press, Hemanta Mukherjee Road and other surrounding areas in Ward No. 129.** Estimated amount: **₹ 2,46,648.00.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(7) NIT No. : LTG/XIV/08/26-27/130
Name of the work: **Repairing and replacement of the existing street lighting system at Unique Park, R.K. Sarani Lane Bye Lane and other areas in Ward No. 130.** Estimated amount: **₹ 2,46,375.00.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(8) NIT No. : LTG/XIV/09/26-27/131
Name of the work: **Repairing and replacement of the existing street lighting system at Shanti Pally, Upen Banerjee Road and other areas in Ward No. 131.** Estimated amount: **₹ 2,48,924.00.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date & time of submission of bid: **11.07.2026 (1 PM) (For Sl. No. 1 to 8).** Bid opening date for technical proposal: **13.07.2026 at 1 PM) (For Sl. No. 1 to 8).** The bid forms and other details are available on **03.07.2026 (For Sl. No. 1 to 8).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 8).**

The Dy. Chief Engineer (M)/(Sewerage & Drainage), KMC invites e-tender online item rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/S_D/TDPS/PN-2/26-27 (1st Call)
Name of the work: **Through repairing & replacement of damaged and burnt out spare parts of motor starter panel of SWF pump unit no.-2 with other allied works at Topsia Drainage Pumping Station.** Estimated amount: **Open quotation.** Earnest money: **2% of quoted amount.** Period of completion: **15 days.**

(2) NIT No. : KMC/GRBU/T9/26-27 (1st Call)
Name of the work: **Repairing, servicing and overhauling of 400 kVAR APFC system for incomer section 1 at Begore Khal DPS under GRBU.** Estimated amount: **Rate to be quoted.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **10 days.**

(3) NIT No. : KMC/BDPS/J-4/26-27 (1st Call)
Name of the work: **Overhauling, repairing and allied works of pump unit no. 4 at JDPS under BDPS.** Estimated cost: **Rate to be quoted.** Earnest money: **₹ 3,300.00.** Period of completion: **14 days.** Last date and time of submission of bid: **14.07.2026 - 5 PM (For Sl. No. 1); 10.07.2026 - 6 PM (For Sl. No. 2)** and **11.07.2026 up to 5 PM (For Sl. No. 3).** The bid forms and other details are available on and from **03.07.2026 (5 PM) (For Sl. No. 1 & 3); 02.07.2026 (6 PM) (For Sl. No. 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2)** and **https://wbetenders.gov.in (For Sl. No. 3).** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen **(For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/90 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged road at Gouri Bari Lane (In Patches) & surrounding area under BR-II.** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 2,75,784.77.** Earnest money: **₹ 5,600.00.** Period of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/89 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of potholes & damaged road at different places of Canal West Road, Raja Nabakrishna Street under BR-II.** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 2,54,921.60.** Earnest money: **₹ 5,600.00.** Period of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/931 (3rd Call)
Name of the work: **Repairing of roads at Baishnab Seth Street (Eastern Flank) in Ward 24 under Borough-IV.** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 4,41,770.22.** Earnest money: **₹ 9,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **17.07.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **07.07.2026 (12 Noon) (For Sl. No. 1 to 3).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3).**

CORRIGENDUM

NIT No. : WS/BPS/2026-27/3, published in this Newspaper on **20.06.2026** (Key No. 137/26-27) of **Water Supply Department.** Time and last date of receipt of tender (online) will be read as **13.07.2026 at 2 PM** instead of 02.07.2026 at 2 P.M. Time and date of opening of tender (online) will be read as **15.07.2026 at 2 PM** instead of 04.07.2026 at 2 P.M. The bid forms and other details are available on and from **03.07.2026-2 PM** instead of 22.06.2026 - 2 PM. Other details will be remain unchanged. (182/26-27)

চলুন বেড়িয়ে আসি

মেঘ, বৃষ্টি আর পাহাড়ের টান!

টিকিট কাটার আগে কিছু ভুল করলে স্বপ্নের সফর বদলে যেতে পারে দুঃস্বপ্নে

ঝিরঝিরে বৃষ্টি, সবুজ পাহাড়ের বুক জুড়ে সাদা মেঘের আনাগোনা, পাইন বনের ফাঁক দিয়ে ভেসে আসা শীতল হাওয়া- বর্ষার পাহাড়ের সৌন্দর্যের সঙ্গে অন্য কোনও ঋতুর তুলনা হয় না। জানলার বাইরে মেঘের সমুদ্র, কখনও টুপটাপ বৃষ্টি, আবার কখনও সূর্যের লুকোচুরি- সব মিলিয়ে বর্ষাকালের পাহাড় যেন প্রকৃতির আঁকা এক জীবন্ত জলরং। তাই এই সময় সুযোগ পেলেই অনেকেই ছুটে যান দার্জিলিং, কালিম্পং, সিকিম, কার্শিয়াং কিংবা উত্তরাখণ্ড, হিমাচল বা কাশ্মীরের পাহাড়ে।

তবে পাহাড় যতটা সুন্দর, বর্ষাকালে ততটাই অনিশ্চিত এবং ঝুঁকিপূর্ণ। কয়েক ঘণ্টার ভারী বৃষ্টিতেই পাহাড়ি রাস্তায় ধস নামতে পারে, নদী-ঝরনায় হড়পা বান দেখা দিতে পারে, আবার ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতাও কমে যায়। ফলে সামান্য অসতর্কতা বড় বিপদের কারণ হতে পারে। তাই বর্ষায় পাহাড় ভ্রমণের পরিকল্পনা করার আগে শুধু হোটেল বুকিং বা ট্রেনের টিকিট কাটলেই দায়িত্ব শেষ নয়। কিছু জরুরি প্রস্তুতি নিলে আপনার সফর যেমন নিরাপদ হবে, তেমনই হয়ে উঠবে আরও আরামদায়ক ও স্মরণীয়।

১) জলরোধী ব্যাকপ্যাকই হোক প্রথম পছন্দ- বর্ষাকালে পাহাড়ে বৃষ্টি কখন নামবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তাই সাধারণ ব্যাগের পরিবর্তে ভালো মানের জলরোধী বা ওয়াটারপ্রুফ ব্যাকপ্যাক ব্যবহার করুন। এতে জামাকাপড়, মোবাইল, চার্জার, ক্যামেরা কিংবা গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নিরাপদ থাকবে। অতিরিক্ত সুরক্ষার জন্য ব্যাগে একটি রেন কভারও রাখতে পারেন।

২) সুতির নয়, সঙ্গে রাখুন কুইক-ড্রাই পোশাক- পাহাড়ে ভেজা জামাকাপড় শুকাতে অনেক সময় লাগে। সুতির পোশাক ভিজে গেলে তা দীর্ঘক্ষণ আর্দ্র থাকে, যা ঠান্ডা লাগা বা অসুস্থতার কারণ হতে পারে। তাই সিন্থেটিক বা কুইক-ড্রাই ফ্যাব্রিকের পোশাক বেছে নিন। এগুলো দ্রুত শুকিয়ে যায়, ওজনও কম এবং বহন করাও সহজ।

৩) ছাতা নয়, ভরসা রাখুন ভালো মানের রেনকোটে-পাহাড়ে প্রবল বাতাসের মধ্যে ছাতা ব্যবহার করা কার্যত অসম্ভব। তাই বর্ষাতি বা উইন্ডপ্রুফ রেনকোটই সবচেয়ে কার্যকর। এমন রেনকোট বেছে নিন যা বৃষ্টি ও ঠান্ডা হাওয়া-দুই থেকেই সুরক্ষা দেয়। প্রয়োজনে সঙ্গে একটি হালকা উইন্ডচিটারও রাখতে পারেন।

৪) সঠিক জুতোই দুর্ঘটনা এড়ানোর চাবিকাঠি- বর্ষায় পাহাড়ি রাস্তা অত্যন্ত পিচ্ছিল হয়ে পড়ে। তাই সাধারণ স্নিকার্স বা চপ্পলের বদলে ভালো গ্রিপযুক্ত, জলরোধী ট্রেকিং জুতো ব্যবহার করুন। শক্ত সোল এবং অ্যান্টি-স্লিপ গ্রিপযুক্ত জুতো হাঁটার সময় ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং দুর্ঘটনার আশঙ্কা অনেকটাই কমিয়ে দেয়।

৫) গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নিরাপদে রাখুন- আধার কার্ড, ভোটার পরিচয়পত্র, ট্রেন বা বিমানের টিকিট, নগদ টাকা, এটিএম কার্ড, মোবাইল ফোন ও ক্যামেরা সবসময় প্লাস্টিকের জিপলক ব্যাগ বা ওয়াটারপ্রুফ পাউচে রাখুন। এতে ব্যাগ ভিজলেও গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র নষ্ট হবে না।

৬) জরুরি ওষুধ ও ফার্স্ট এইড সঙ্গে রাখুন-বর্ষাকালে পাহাড়ে মশা, জোঁক এবং বিভিন্ন পোকামাকড়ের উপদ্রব বেড়ে যায়। তাই মশানিরোধক ক্রিম বা স্প্রে অবশ্যই সঙ্গে রাখুন। পাশাপাশি জ্বর, সর্দি-কাশি, পেটের সমস্যা, ব্যথার ওষুধ, ব্যান্ডেজ, অ্যান্টি সেপটিক ক্রিম, কটন, গজ এবং প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত ওষুধ নিয়ে একটি ছোট ফার্স্ট এইড কিট তৈরি করে রাখুন।

৭) আবহাওয়ার পূর্বাভাস না দেখে কখনও রওনা দেবেন না- পাহাড়ে আবহাওয়া মুহূর্তের মধ্যে বদলে যেতে পারে। তাই সফরে বেরোনোর আগে এবং ভ্রমণের প্রতিটি দিন স্থানীয় আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখে নিন। যদি ভারী বৃষ্টি, ভূমিধস বা হড়পা বানের সতর্কতা জারি থাকে, তাহলে ভ্রমণের পরিকল্পনা পিছিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। নিরাপত্তার সঙ্গে কোনও আপস করা উচিত নয়।

৮) বর্ষায় পাহাড়ে নিজের গাড়ি চালানো এড়িয়ে চলুন-অনেকেই রোড ট্রিপের আনন্দে নিজের গাড়ি নিয়ে পাহাড়ে যান। কিন্তু বর্ষাকালে এই সিদ্ধান্ত ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। কুয়াশা, পিচ্ছিল রাস্তা, আকস্মিক ধস বা জল জমে যাওয়ার কারণে অভিজ্ঞ চালকদেরও সমস্যায় পড়তে হয়। তাই সম্ভব হলে স্থানীয় অভিজ্ঞ চালকের গাড়ি ব্যবহার করুন। পাহাড়ি রাস্তা সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি, ফলে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছানোর সম্ভাবনাও বাড়ে।

রোমাঞ্চের পাশাপাশি নিরাপত্তাকেও দিন সমান গুরুত্ব- বর্ষার পাহাড় নিঃসংদেহে অসাধারণ সুন্দর। মেঘের ভেলা, বৃষ্টিভেজা সবুজ উপত্যকা আর ঠান্ডা বাতাসের টান উপেক্ষা করা কঠিন। তবে প্রকৃতির এই সৌন্দর্যের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে অনিশ্চয়তা। তাই শুধু সুন্দর ছবি তোলার পরিকল্পনা নয়, নিজের নিরাপত্তার প্রস্তুতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

সঠিক পোশাক, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, আবহাওয়ার আপডেট এবং সামান্য সচেতনতা আপনার পুরো সফরকে নিরাপদ ও আনন্দময় করে তুলতে পারে। মনে রাখবেন, ভ্রমণের আসল আনন্দ তখনই, যখন সুস্থ-সুরক্ষিতভাবে বাড়ি ফিরে সেই সুন্দর মুহূর্তগুলো সারাজীবন মনে রাখা যায়। তাই এই বর্ষায় পাহাড়ে যাওয়ার আগে ব্যাগ গোছানোর পাশাপাশি নিরাপত্তার এই ছোট ছোট বিষয়গুলিও মাথায় রাখুন। তাহলেই মেঘ-বৃষ্টির পাহাড় আপনার জীবনের অন্যতম সেরা ভ্রমণ স্মৃতি হয়ে থাকবে।

প্রতিরক্ষা আরও শক্তিশালী করতে ৩০,০০০ কোটির 'অনন্ত অস্ত্র' ক্ষেপণাস্ত্র চুক্তির পথে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই ঃ দেশের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে প্রায় ৩০,০০০ কোটি টাকার একটি বৃহ প্রতিরক্ষা চুক্তির দিকে এগোচ্ছে ভারত। প্রতিরক্ষা সূত্রের খবর, দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি 'অনন্ত অস্ত্র' কুইক রিঅ্যাকশন সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল ব্যবস্থা কেনার প্রক্রিয়া এখন শেষ পর্যায়ে। চুক্তি চূড়ান্ত হলে ভারতের বহুমাত্রিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রতিরক্ষা মহলের মতে, নতুন এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা শত্রুপক্ষের ড্রোন, যুদ্ধবিমান, হেলিকপ্টার, ক্রুজ মিসাইল এবং নির্ভুল লক্ষ্যভেদী অস্ত্র দ্রুত শনাক্ত করে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই প্রতিহত করতে সক্ষম হবে। আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তনশীল আকাশপথের হুমকি মোকাবিলায় এই প্রযুক্তিকে অত্যন্ত কার্যকর বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সূত্রের দাবি, 'অনন্ত অস্ত্র' প্রকল্পটি ভারতের প্রতিরক্ষা আধুনিকীকরণের পাশাপাশি বিদেশি অস্ত্রের ওপর নির্ভরতা কমানোর বৃহত্তর কৌশলের অংশ। দ্রুত মোতায়েন, উচ্চ গতিশীলতা এবং রিয়েল-টাইম প্রতিক্রিয়া দেওয়ার ক্ষমতা মাথায় রেখেই এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি, সীমান্তবর্তী এলাকা, কৌশলগত স্থাপনা এবং বড় শহরগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পকে ' ভারত' উদ্যোগের অন্যতম বড় প্রতিরক্ষা পদক্ষেপ হিসেবেও দেখা হচ্ছে। সরকারি সূত্রের দাবি, একাধিক ধাপে প্রযুক্তিগত পরীক্ষা ও ফিল্ড ট্রায়ালে 'অনন্ত অস্ত্র' সফলভাবে একাধিক আকাশপথের লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করার সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যুদ্ধের ধরন দ্রুত বদলেছে। ড্রোন হামলা, স্বল্প উচ্চতায় উড়ে আসা অস্ত্র এবং সমন্বিত আকাশ আক্রমণের ঝুঁকি বেড়েছে। ফলে এমন একটি দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এখন সময়ের দাবি। ' অস্ত্র' সেই অপারেশনাল ঘাটতি পূরণ করতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত চুক্তির আওতায় শুধু ক্ষেপণাস্ত্র নয়, অত্যাধুনিক রাডার ব্যবস্থা, কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল অবকাঠামো, লঞ্চার, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সহায়ক যানবাহন-ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রতিরক্ষা সূত্রের মতে, এই সমন্বিত ব্যবস্থা ভারতের বিদ্যমান আকাশ প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করা হবে, যেখানে ইতিমধ্যেই এস-৪০০, আকাশ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা এবং অন্যান্য দেশীয় ও বিদেশি প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, আর্থিক ও প্রযুক্তিগত মূল্যায়নের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। চূড়ান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন মিললেই চুক্তিতে সিলমোহর পড়তে পারে। এই প্রকল্পে উপাদন ও সংযোজনের বড় অংশ দেশের মধ্যেই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ফলে দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্পও উল্লেখযোগ্যভাবে লাভবান হবে। শিল্পমহলের মতে, এত বড় দেশীয় প্রতিরক্ষা প্রকল্প ভারতের এরোস্পেস ও প্রতিরক্ষা উৎপাদন শিল্পকে আরও শক্তিশালী করবে। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা বাড়বে, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রও প্রসারিত হবে। কৌশলগত বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা ভারতের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামরিক স্থাপনার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ বেসামরিক অবকাঠামো রক্ষার ক্ষেত্রেও দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। যদিও কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে এখনও এই চুক্তি নিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি, প্রতিরক্ষা মহলের দাবি, সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী স্তরে প্রকল্পটি ইতিমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব পেয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, চুক্তি চূড়ান্ত হলে এটি শুধু একটি বড় প্রতিরক্ষা ক্রয়ই হবে না, বরং ভারতের আত্মনির্ভর প্রতিরক্ষা সক্ষমতা, প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ এবং আকাশ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে

সুইস এমএসসি-র ১৩,২২০ কোটির বিনিয়োগে আদানির ভিঝিঞ্জাম বন্দরে ৪৯ অংশীদারিত্ব, ভারতের সামুদ্রিক খাতে বড় চুক্তির পথে

তিরুবনন্তপুরম, ১ জুলাহঃ সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক মেডিটেরেনিয়ান শিপিং কোম্পানি কেরলের আদানি গ্রুপ পরিচালিত ভিঝিঞ্জাম আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দরে ৪৯ শতাংশ অংশীদারিত্ব অধিগ্রহণ করতে চলেছে। প্রায় ১৩,২২০ কোটি মূল্যের এই প্রস্তাবিত বিনিয়োগকে ভারতের বন্দর অবকাঠামো খাতে অন্যতম বৃহ বিদেশি বিনিয়োগ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ভারতের লজিস্টিকস ও সামুদ্রিক পরিবহন ব্যবস্থার প্রতি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আস্থা আরও সুদৃঢ় হয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত একাধিক সূত্রের দাবি, চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই অনেকটাই এগিযে গেছে। এই অংশীদারিত্বের ফলে ভিঝিঞ্জাম বন্দরের পরিচালনাগত দক্ষতা ও কৌশলগত সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভারতের দক্ষিণ উপকূলে গুরুত্বপূর্ণ ট্রান্সশিপমেন্ট হাব হিসেবে গড়ে ওঠাৎ এই বন্দরে বিশ্বের অন্যতম বৃহ শিপিং সংস্থা MSC-র অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক দক্ষতা, অধিক কার্গো পরিবহন এবং বৈশ্বিক শিপিং নেটওয়ার্কের সঙ্গে আরও গভীর সংযোগ নিশ্চিত করবে বলে মনে করা হচ্ছে। কেরল সরকার ও আদানি গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে নির্মিত ভিঝিঞ্জাম আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দরটি বিপুল পরিমাণ কনটেইনার পরিবহন সামলানোর লক্ষ্য নিয়ে তৈরি হয়েছে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ভারতকে কলম্বো ও সিঙ্গাপুর-এর মতো বিদেশি ট্রান্সশিপমেঃট বঃদরের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে

সহায়তা করা। গভীর প্রাকৃতিক সমুদ্রবঃদর এবং আন্তর্জাতিক নৌপথের নিকটবর্তী অবস্থানের কারণে ভিঝিঞ্জামকে ভারতের সামুদ্রিক অবকাঠামোর একটি কৌশলগত সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। MSC-র এই প্রস্তাবিত অংশীদারিত্ব বন্দরের বৈশ্বিক সংযোগ আরও শক্তিশালী করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর ফলে আরও বেশি আন্তর্জাতিক শিপিং সংস্থা ভিঝিঞ্জামকে ব্যবহার করতে আগ্রহী হতে পারে এবং বন্দরের সামগ্রিক কার্যকারিতা ও দক্ষতাও বাড়বে। শিল্প বিশেষজ্ঞদের মতে, MSC-র অভিজ্ঞতা ও বৈশ্বিক নেটওয়ার্কের ফলে কার্গো হ্যান্ডলিং ক্ষমতা বৃদ্ধি, দ্রুত পণ্য ওঠানামা এবং আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় ভিঝিঞ্জামের অবস্থান আরও মজবুত হবে। যদিও এখনও পর্যন্ত এই লেনদেন সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি, তবুও প্রস্তাবিত বিনিয়োগের বিশাল অঙ্ক ইতোমধ্যেই নীতিনির্ধারক, শিল্পমহল এবং আর্থিক বাজারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই চুক্তি ভারতের অবকাঠামো খাতে, বিশেষ করে বঃদর, লজিস্টিকস এবং পরিবহন ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিযাগে বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। জানা গেছে, আদানি গ্রুপ বন্দরের পরিচালনাগত নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতেই রাখবে। একই সঙ্গে MSC-র বিস্তৃত আন্তর্জাতিক শিপিং নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়ে বন্দরের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং পরিচালন দক্ষতা আরও উন্নত করার পরিকল্পনা রযেছে। এই অংশীদারিত্বকে দেশীয় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক দক্ষতার একটি কৌশলগত সমন্বয় হিসেবে দেখা হচ্ছে। সরকারি সূত্রের মতে, এই বিনিয়োগ ভারতের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য-দেশের উপকূলীয় অঞ্চলকে একটি বৈশ্বিক লজিস্টিকস কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পূর্ণমাত্রায় কার্যক্রম শুরু হলে ভিঝিঞ্জাম বন্দর ভারতের লজিস্টিকস ব্যয় কমাতে এবং আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কেরল সরকারও এই প্রকল্পের সম্প্রসারণের ফলে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সুবিধা পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। বন্দরের কার্যক্রম বৃদ্ধি পেলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বাণিজ্য, পর্যটন এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের বিকাশে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই ভিঝিঞ্জামকে কেরলের অন্যতম রূপান্তরমূলক অবকাঠামো প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। সামুদ্রিক বিশ্লেষকদের মতে, MSC-র অংশগ্রহণ ভারতের ট্রান্সশিপমেন্ট উচ্চাকাঙ্ক্ষায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে। বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ কনটেইনার শিপিং সংস্থার উপস্থিতি ভিঝিঞ্জামকে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের একটি প্রধান ট্রান্সশিপমেন্ট হাবে পরিণত করতে পারে, যা ভবিষ্যতে এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিষ্ঠিত বন্দরগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হবে। এই চুক্তি আরও একবার প্রমাণ করছে যে ভারতের কৌশলগত অবকাঠামো সম্পদ এখন বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের কাছে ক্রমশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব ভবিষ্যতে ভারতের বন্দর ও লজিস্টিকস খাতে আরও বৃহৎ বিদেশি বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করতে পারে। চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার আগে এখন উভয় পক্ষের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এবং প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রক অনুমোদনের দিকে নজর রয়েছে। সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে এই বিনিয়োগ ভিঝিঞ্জাম বন্দরের পরিচালন কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনবে এবং বৈশ্বিক সামুদ্রিক বাণিজ্যে ভারতের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে। প্রয়োজনে এটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, টিভি নিউজ স্ক্রিপ্ট বা ওয়েব পোর্টাল-উপযোগী বাংলা ভাষাশৈলীতে রূপান্তর করেও দিতে পারি।

'যেখানেই হাত দিচ্ছি, শুধু ধ্বংসলীলা'

১-র পাতার পর- চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''ভবিষ্যতে চিকিৎসা ব্যবস্থায় সংকীর্ণ রাজনীতি থাকবে না। এখানে আমরা-ওরা থাকবে না। সমস্ত ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করতে হবে।'' এ দিনের সরকারি কর্মসূচিতে বিধানচন্দ্র রায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করেছেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, ''ওঁর সম্পর্কে যদি একটু খোঁজ নেন, অনেক কিছু জানতে পারবেন। বিধানচন্দ্র রায়ের কর্মকুশলতা, কাজের পদ্ধতি, একাগ্রতা, দায়বদ্ধতা, অর্জুনের মতো লক্ষ্য স্থির রেখে ব্যক্তিস্বার্থকে উপেক্ষা করে চলার ক্ষমতা আমাদের সকলের জানা উচিত। তার কিছুটা গ্রহণ করলেই এ রাজ্যের এবং দেশের মঙ্গল হতে পারে বলে আমি মনে করি।'' শুভেন্দু জানান, তিনি ২০০৬ সাল থেকে বিধায়ক। প্রথম বার বিধায়ক হওয়ার পরেই বিধানসভার লাইব্রেরিতে গিয়ে বিধানচন্দ্র রায়ের একাধিক ভাষণ পড়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর দাবি, ''আমি নিজে তা গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি ২০ বছর আগে। ওঁর বক্তৃতার অনেক লাইন আমার মুখস্থ।'' এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, বিধাননগর সাব ডিভিশনাল হাসপাতালের নতুন নাম হচ্ছে 'ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল'।

রাজ্যের কিংবদন্তি চিকিৎসক এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে সম্মান জানাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

এটা কোনও দলের টাকা নয়

১-র পাতার পর- ফোন করলে গড়ে ৯ মিনিটের মধ্যে সাড়া মেলে, অথচ বাংলায় সেই সময় গড়ে প্রায় তিন ঘণ্টা। এই পরিস্থিতি বদলাতেই চালু হচ্ছে 'ডায়াল ১১২' পরিষেবা। মুখ্যমন্ত্রীর আশা, নতুন এই জরুরি প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা চালু হলে অভিযোগ পাওয়ার পর অনেক দ্রুত পুলিশি পদক্ষেপ করা সম্ভব হবে এবং মহিলাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অভিযোগে তাৎক্ষণিক সহায়তা মিলবে। এদিন রাজ্যের মহিলাদের জন্য আরও এক বড় প্রকল্পের নাম ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গর্ভবতী এবং প্রসূতি মায়েদের ২১ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। 'প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা' মিশন শক্তির অধীনে একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প। এটি একটি মাতৃত্বকালীন সুবিধা প্রকল্প। এর আওতায় গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদাত্রী মায়েদের প্রথম জীবিত সন্তানের জন্মের জন্য দুই কিস্তিতে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হবে। দ্বিতীয় সন্তানের জন্য একটি কিস্তিতে ৬০০০ হাজার টাকার আর্থিক সুবিধা প্রদান কর হবে। তবে শর্ত হল দ্বিতীয় সন্তানটিকে কন্যা হতে হবে। কেন্দ্রের এই অনুদানের সঙ্গে আরও অতিরিক্ত টাকা জুড়ে মোট ২১ হাজার টাকা দেবে রাজ্য সরকার। অন্নপূর্ণা যোজনার পড়ে আরও এক জনমুখী প্রকল্পে উপকৃত হবেন রাজ্যে মা-বোনেরা।

নির্বাচন কমিশনে যাচ্ছে ঋতব্রতরা

১-র পাতার পর-মেনে আজ আমরা করেছি। ক্যাঙ্গারু কোর্ট বলে একটা কথা আছে সার্কাস না ভোজ বাজি হচ্ছে সেটা ওরা ঠিক করবে না। ব্যাঙ্ক ফ্রিজ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। তদন্তের ক্ষেত্রে আমরা চিঠি দিয়েছি। স্পেশাল অডিটর নিয়োগ করা হোক, আমরা চাইছি। কে অভিষেক? যাকে পাবলিক চোর পিটুনি দিয়েছিল?''

পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন সাংসদের

১-র পাতার পর- নিয়ে। মহুয়া মৈত্রের দাবি, ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত থাকলেও তারা দ্রুত হস্তক্ষেপ করেনি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কার্যকর কোনও পদক্ষেপও নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর কথায়, একজন সাংসদ হিসেবে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রশাসনের দায়িত্ব। অথচ এই ঘটনায় তিনি নিজেকে নিরাপত্তাহীন মনে করছেন। সেই কারণেই প্রশাসনের কাছে উপযুক্ত নিরাপত্তার দাবিও জানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ। ঘটনার পর এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। তৃণমূলের দাবি, বিরোধীরা পরিকল্পিতভাবে অশান্তি তৈরি করার চেষ্টা করেছে। যদিও এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে এখনও পর্যন্ত বিজেপির তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। একইভাবে পুলিশের পক্ষ থেকেও এই ঘটনায় বিস্তারিত কোনও বিবৃতি সামনে আসেনি। সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক তৃণমূল নেতাকে ডিম ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে। প্রাক্তন বিধায়ক, কাউন্সিলর, এমনকী মন্ত্রী - কেউই বাদ যাননি। এবার এই তালিকায় যুক্ত হল কালীঘাটপন্থী তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের নাম।

আর্থিক সামর্থ্য-সমন্বয় কোথায়?

১-র পাতার পর- কৃষকের কাছ থেকে বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হলেও সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা, এসব উদ্যোগ আরও কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি হওয়া প্রয়োজন। বাজারে কৃত্রিম সংকট বা অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধে কঠোর নজরদারি যেমন জরুরি, তেমনি কৃষকদের উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং আধুনিক সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সবজির বাজার কেবল অর্থনীতির একটি অংশ নয় এটি মানুষের দৈনন্দিন জীবন, পুষ্টি এবং জীবনমানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই বাজারদর নির্ধারণে শুধু চাহিদা-জোগানের হিসাব নয়, সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বিষয়টিও গুরুত্ব পাওয়া উচিত। সবশেষে প্রশ্ন একটাই-যদি বাজারে সবজি থাকে, কিন্তু সাধারণ মানুষ প্রয়োজনমতো কিনতেই না পারেন, তবে সেই বাজারকে কতটা ভারসাম্যপূর্ণ বলা যায়? সবজির দাম ও মানুষের আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে একটি বাস্তবসম্মত সমন্বয় গড়ে তোলাই এখন সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রথম ত্রৈমাসিকে স্ক্র্যাপ বিক্রি থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আয় ১৪৮.৫৪ কোটি

কলকাতা, ১ জুলাইস্ক্ল ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে স্ক্র্যাপ বিক্রির ক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব রেল (স্কক্লঙ) নজিরবিহীন সাফল্য অর্জন করেছে। এই সময়ে স্ক্র্যাপ বিক্রি থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আয় হয়েছে ₹১৪৮.৫৪ কোটি, যা যে কোনও অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে স্কক্লঙ-এর ইতিহাসে সর্বোচ্চ স্ক্র্যাপ বিক্রির রেকর্ড। এই সাফল্য গত অর্থবর্ষের একই সময়ের তুলনায় ২১.২৪ বেশি এবং চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকের আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৬৫.০৪ বেশি। উল্লেখযোগ্য রাজস্ব অর্জনের পাশাপাশি, স্ক্র্যাপ অপসারণ রেলওয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম, যা স্বচ্ছ ভারত মিশন-এর লক্ষ্য পূরণে সহায়ক। এর মাধ্যমে রেল চত্বর পরিচ্ছন্ন রাখা এবং মূল্যবান সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। এই অসাধারণ সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক শ্রী এ. কে. জৈন-এর দূরদর্শী নেতৃত্ব। তিনি ধারাবাহিকভাবে অক্টোবর ২০২৬-এর মধ্যে জিরো স্ক্র্যাপ মিশন বাস্তবায়নের ওপর জোর দিয়ে আসছেন। তাঁর নিরন্তর দিকনির্দেশনা ও নিবি। তদারকির ফলে বিভিন্ন বিভাগ অপ্রয়োজনীয় ও অচল সামগ্রী দ্রুত শনাক্তকরণ, তালিকাভুক্তকরণ এবং বিক্রির কাজে আরও সক্রিয় হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম তিন মাসে দক্ষিণ-পূর্ব রেল মোট ২২,৩৯৮ মেট্রিক টন ফেরাস (লোহাজাত) স্ক্র্যাপ, ৪৪০ মেট্রিক টন নন-ফেরাস (অ-লোহাজাত) স্ক্র্যাপ, ৪২টি কোচ, ৩০৬টি ওয়াগন এবং ২,৯৬৩ মেট্রিক টন অন্যান্য অব্যবহৃত সামগ্রী বিক্রি করেছে।

NAME CHANGE

I, Fatema Bibi (Old Name) W/O– Mohibul Islam Chowdhury resident of Vill & Po-Mirzapur, Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742190 do hereby declared that I have changed my name from Fatema Bibi to Fatema Bibi Chowdhury and henceforth I shall be known as Fatema Bibi Chowdhury (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/07/2026 . My name Fatema Bibi Chowdhury & Fatema Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Firoj Shaikh S/O– Jaynal Shaikh resident of Vill- Majdia Sekhpara , Po & Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742101 , do hereby declared That my father's actual name Jaynal Shaikh as recorded in my Voter Card No. RJG1520899 and my PAN Card no GDGPS4385R & That his name Joynal Sekh as recorded in my Driving Licence no. WB 5720150118739 in place of his actual name Jaynal Shaikh , That my father's name Jaynal Shaikh and Joynal Sekh vide an affidavit sworn before the Judicial court on 1st Class affidavit court on 30/06/2026 AND his date of birth is 25/10/1984.

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I, Manjur Ali (Old Name) S/O–Kamrej Sekh resident of Vill-Salepur , Po-Benipur , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742140 do hereby declared that I have changed my name from Manjur Ali to Manjur Seikh and henceforth I shall be known as Manjur Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 30/06/2026. My name Manjur Seikh & Manjur Ali both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Mohibul Chowdhury (Old Name) S/O–Mosebkakka Chowdhury resident of Vill & Po-Mirzapur, Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742190 do hereby declared that I have changed my name from Mohibul Chowdhury to Mohibul Islam Chowdhury and henceforth I shall be known as Mohibul Islam Chowdhury (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 01/07/2026 . My name Mohibul Islam Chowdhury & Mohibul Chowdhury both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Debasree Biswas (Old name) W/o-Amitava Biswas, Resident at, Jagath Bandhu Ghat Lane, Po-Ghurni, Ps-Kotwali, Nadia, 741103, West Bengal. I have changed my name Debasree Biswas to Debashree Biswas (New name) I shall be known as Debashree Biswas vide affidavit no.20AC 865019 before the Notary at Berhampore on 01/07/2026 Debashree Biswas & Debasree Biswas same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mafijul Islam (old name) S/o-Abdul Khaleque Khan residing at Islampur, Netajipark, Islampur, Islampur, Dist-Murshidabad, Pin-742304 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MAFIJUL ISLAM to MAFIJUL ISLAM KHAN and henceforth I shall be known as MAFIJUL ISLAM KHAN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Domkal, Murshidabad dated 25/06/2026. MAFIJUL ISLAM (old name) and MAFIJUL ISLAM KHAN (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Azija Rahaman (old name) W/o-Mofijul Islam Khan residing at Islampur, Netajipark, Islampur, Islampur, Dist-Murshidabad, Pin-742304 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from AZIJA RAHAMAN to AZIZA RAHAMAN and henceforth I shall be known as AZIZA RAHAMAN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Domkal, Murshidabad dated 25/06/2026. AZIJA RAHAMAN (old name) and AZIZA RAHAMAN (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, AJAY KUMAR GUPTA (Old Name), S/o- Shiv Prasad Shaw, resident of 129, Salkia School Road, Howrah, West Bengal-711106 do hereby declare that I have changed my name from AJAY KUMAR GUPTA (Old Name) to AJAY KUMAR SHAW (New Name) and henceforth I shall be known as AJAY KUMAR SHAW (New Name) in all purposes, vide Affidavit sworn before the Notary Public at Howrah on Dated 30/06/2026. AJAY KUMAR GUPTA and AJAY KUMAR SHAW both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, BIKASH AGARWAL S/O–Late Keshri Chand Agarwal resident of Caltex More, Ward No. 3, P.S. Mal, Dist. Jalpaiguri WB do hereby declared my father's actual name KESHRI CHAND AGARWAL (Old Name) instead of KESHRI CHAND AGARWALA (New Name) and henceforth my father shall be known as KESHRI CHAND AGARWALA (New Name) in all purpose, vide an affidavit no. 269 sworn before the notary public at Jalpaiguri on 01/07/2026. KESHRI CHAND AGARWAL (Old Name) and KESHRI CHAND AGARWALA(New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SAMU HORE S/O–Nripen Chandra Hore resident of Talma Jahuri, P.O. Talma, P.S. Kotwali, Dist. Jalpaiguri, WB do hereby declared my father's actual name NRIPEN CHANDRA HORE (New Name) instead of NRIPEN CH HORE(old Name) and henceforth I shall be known as NRIPEN CHANDRA HORE (New Name) in all purpose, vide an affidavit no. 270 sworn before the notary public at Jalpaiguri on 01/07/2026. NRIPEN CHANDRA HORE (New Name) and NRIPEN CH HORE(old Name) both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, Md. ISFAQUE, son of Md. Monazir of 12/4, Kustia Road, P.O. Tiljala, Kolkata-700039 do hereby solemnly affirm that my name has been inadvertently recorded in the class X and class XII certificates of my son Md. Ammar as Md. Ishfaque in place of Md. Isfaque. Henceforth vide an affidavit made before Ld. 1st class Judicial Magistrate, Sealdah I declare that both Md. ISFAQUE & Md. ISHFAQUE are same and identical i.e. myself.

নাম পরিবর্তন

আমি Mithu Mondal, SO Mursed Mondal, গ্রাম পো থানাঃ পাইকর, বীরভূম ৭৩১২২১ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার বাবার আসল নাম Mursed Mondal, যা আমার আধার (৮২৪৪ ২০০০ ৯৯৭২) প্যান ,(CWMPM3950M) কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু আমার ভোটার কার্ডে বাবার নাম Kurshed Mondal লিপিবদ্ধ রয়েছে। আবার আমার পাসপোর্টে বাবার নাম Mondal Mursed লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১১.০৬.২০২৬ তারিখ ৭৮৩ নম্বর এফিডেভিট, রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় শ্রেণীর কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Mursed Mondal and Kurshed Mondal and Mondal Mursed এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

কাটিহার ডিভিশনে লোকো পাইলটদের দক্ষ প্রশিক্ষণের জন্য ইন্টারঅ্যাক্টিভ ডিজিটাল টেকনোলোজি স্থাপন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ১ জুলাই ঃ পরিচালনগত সুরক্ষা মজবুত এবং রেলওয়ের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে লোকো পাইলটদের শেখার অভিজ্ঞতা উন্নত করতে কাটিহার ডিভিশনের বিভিন্ন ক্রু লবিতে বেশ কিছু ইন্টারঅ্যাক্টিভ ডিজিটাল টেকনোলোজি চালু করেছে। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো আরও কার্যকর, ব্যবহারিক ও প্রযুক্তি-নির্ভর প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যা ক্রুসদস্যদের পরিচালনগত জ্ঞান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সুরক্ষিত ও অধিক দক্ষ ট্রেন পরিচালন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। এই পদক্ষেপের অংশ হিসেবে, ডিভিশনের সমস্ত ক্রু লবিতে ইন্টারঅ্যাক্টিভ টাচ প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি দৈনন্দিন শিক্ষা ও কাউন্সেলিং সেশন এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিচালন-সংক্রান্ত তথ্যের দ্রুত প্রাপ্তি সহজতর করে তোলে, যা প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াকে আরও আকর্ষণীয় ও ব্যবহারকারী-বান্ধব করে তোলে। কাটিহার ডিভিশন 'অটোমেটিক সিগন্যালিং সিস্টেম'-এর ওপর ইন্টারঅ্যাক্টিভ কুইজের ব্যবস্থা চালু করেছে, যার ফলে লোকো পাইলটদের ক্রু লবিতে সরাসরি সিগন্যালিং নীতিগুলি সম্পর্কে তাদের বোঝার মূল্যায়ন এবং মজবুত করার অনুমতি প্রদান করে। এছাড়াও, প্র্যাকটিক্যাল ডেমু প্রদর্শন ও হ্যান্ডস অন লার্নিং-এর মাধ্যমে ধারণাগত বোঝাপড়া উন্নত করার লক্ষ্যে 'অটোমেটিক সিগন্যালিং সিস্টেম'-এর একটি ফিজিক্যাল ওয়ার্কিং মডেল বাস্তবায়ন করা হয়েছে। রুট সম্পর্কে উন্নত তথ্য প্রদান করতে, সংশ্লিষ্ট ডিভিশন দিন ও রাত-উভয় পরিস্থিতির দৃশ্য সম্বলিত ইন্টারঅ্যাক্টিভ রুট ভিডিওগ্রাফি ব্যবস্থা চালু করেছে। এই হাই-কোয়ালিটি ভিডিওগুলি লোকো পাইলটদের রেল-রুটের বাস্তবসম্মত ভিজুয়াল তথ্য প্রদান করে, যার ফলে তাদেরকে ভিন্ন-ভিন্ন দৃশ্যমানতার পরিস্থিতিতে সিগন্যাল, ল্যান্ডমার্ক, ঢাল এবং অন্যান্য পরিচালন-সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যগুলি শনাক্ত করতে সক্ষম করবে। এই ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে ট্রেন চলাচল শুরু করার আগে রুটের বিষয়ে তথ্য এবং পরিচালনগত প্রস্তুতি উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই ডিভিশন রেলওয়ের পরিচালন সংক্রান্ত বিষয়, যেমন আর.এস. ভালভ-এর কার্যপদ্ধতি, নিয়ে একটি বিশেষ পডকাস্ট সিরিজও চালু করেছে, যা নিরন্তর শেখার জন্য একটি অভিনব প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে। একই সাথে, মালদা টাউনে ক্রু লবিদের উন্নত ডিজিটাল পরিকাঠামো ও আধুনিক সুযোগ- সুবিধা দিয়ে আপগ্রেড করা হয়েছে, যাতে প্রযুক্তি-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদানে সহায়তা করা যায়। এই পদক্ষেপগুলি অত্যন্ত দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা, সুরক্ষা মানদণ্ড শক্তিশালী করা এবং রেলওয়ে পরিচালনায় উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারের প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ধারাবাহিক প্রতিশ্রুতিকেই প্রতিফলিত করে।

শতাব্দীপ্রাচীন বটগাছ ভেঙে বিপর্যস্ত মেদিনীপুর বন্ধ যান চলাচল, ব্যাহত বিদ্যুৎ পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ১ জুলাই ঃ টানা ভারী বৃষ্টির জেরে বুধবার মেদিনীপুর শহরের দ্বারি বাঁধ এলাকায় একটি শতাব্দীপ্রাচীন বটগাছ শিকড়-সহ উপড়ে রাস্তার উপর ভেঙে পড়ে। মঙ্গলবার দুপুর থেকে শুরু হওয়া প্রবল বর্ষণের ফলে গাছটির গোড়ার মাটি আলগা হয়ে যায়। এরপরই বিশাল আকৃতির গাছটি বুধবার হুড়মুড়িয়ে রাস্তার উপর ভেঙে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বটগাছটির বয়স একশো বছরেরও বেশি। গাছটি রাস্তার উপর পড়ে থাকায় ওই পথে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। একই সঙ্গে গাছের ভারে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যাওয়ায় বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়। ফলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বেড়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় প্রশাসন, বিদ্যুৎ দফতর এবং অন্যান্য বিভাগের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। নিরাপত্তার স্বার্থে প্রথমে এলাকাটি ঘিরে ফেলা হয়। এরপর গাছ কেটে রাস্তা পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়। বিদ্যুৎ পরিষেবা দ্রুত স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত তার ও খুঁটির মেরামতির কাজও শুরু হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সবরকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

আদীশ কুমার গুপ্ত পাওয়ারগ্রিড-এর ইস্টার্ন রিজিয়ন-২-এর আঞ্চলিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং এর পাশাপাশি ওড়িশা প্রকল্পসমূহের প্রধানের অতিরিক্ত দায়িত্বও পালন করছেন।

S.N.I.T No.: SNIT-04/2026-27

Under Kakdwip Irrigation Division

Offline tender has been invited by the undersigned for 20 (Twenty) nos. works amount put to tender up to **Rs.25.09 lakhs**. Last date of Application of offline bid **04.07.2026** up to **17:00 Hrs.** All necessary details may be obtained from office of The Executive Engineer, Kakdwip Irrigation Division.

Sd/-
Executive Engineer
Kakdwip Irrigation Division
Kakdwip, 24 Parganas (S)

Notice Inviting E-Quotation No- NIEQ/WBPHE/EE/03/HUG/ 26- 27/BIO TOILET

Notice Inviting E-Quotation is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte. for Shrabani Mela programme of 2026. Bid submission Closing Date 07.07.2026 up to 12.00 p.m. For Details, corrigendum / addendum, participating contact undersigned office.

Sd/-
Executive Engineer
Hooghly Division, PHE Dte.

Short Notice Inviting E-Tender No- WBPHE/EE/04/HUG/2026-27/SHRABANI MELA-2026

Short Notice Inviting E-Tender is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte. for Shrabani Mela programme of 2026. Bid submission Closing Date 06.07.2026 up to 01.00 p.m. For Details, corrigendum / addendum, participating contact undersigned office.

Sd/-
Executive Engineer
Hooghly Division, PHE Dte.

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-০৩-২৬-২৭। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- টেণ্ডার সংখ্যা. **এপি-ইএল-টিআরডি-০৩-২৬-২৭। কাজের নামঃ** এই কাজের বিপরিতে বিভিন্ন প্রকার বণ্ডের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ- "য়ার্ডের উন্নতকরণ- চালসা, কেরণ, বানারহাট, বিন্নাগুড়ি এবং হাসিমারা য়ার্ড"। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩,২৯,৬৯৫.২৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৬,৬০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৭-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড জিএস,
আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

তিনসুকিয়া মণ্ডলে সেসের উন্নতকরণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. টিএসকে/ইএনজিজি/৩১ অফ ২০২৬ তারিখঃ ২৬-০৬-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- **আইটেম সংখ্যা. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/সিলাপথারের অন্তর্গত এসএসই/পি-ওয়ে/নর্থ লখীমপুর অধিক্ষেত্রের অধীনে সেসের উন্নতকরণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১৫,০০,৪৭,২০৯/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩০,০১,০০০/- টাকা। **আইটেম সংখ্যা. ২। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/সিলাপথারের অন্তর্গত এসএসই/পি-ওয়ে/সিলাপথার অধিক্ষেত্রের অধিনে সেসের উন্নতকরণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১৬,০৭,১৯,২৮২/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩২,১৪,৪০০/- টাকা। **আইটেম সংখ্যা. ৩। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/সিলাপথার অধিক্ষেত্রের অধীনে সেসের প্রশস্তকরণের মাধ্যমে কার্ভের উপর থেকে (১৩ টি) পিএসআরের অপসারণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১৬,১৩,৪৪,৭৭১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩২,২৬,৯০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২০-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৬.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র আগামী ২০-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাপাসডাঙায় বাস-লরির সংঘর্ষে আহত ১৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১ জুলাই ঃ সাত সকালে ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা মুর্শিদাবাদে। বুধবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম থানার অন্তর্গত আইরা এলাকার কাপাসডাঙায় যাত্রীবাহী বাস ও বালি বোঝাই লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটে। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় ১৩ জন আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী কান্দি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্য। আহতদের মধ্যে ৪ জনের অবস্থা গুরুতর বলে কান্দি মহকুমা হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিষ্ণুপুর থেকে কান্দিগামী একটি বেসরকারি বাস কাপাসডাঙার কাছে পৌঁছলে উল্টো দিক থেকে আসা বালি বোঝাই লরির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে বাসের সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে ভেতরে ঢুকে যায় এবং লরির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আহতদের মধ্যে একাধিক মহিলা ও শিশু রয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শী মহম্মদ সাবির জানান, আমি রাস্তার পাশের দোকানে চা খাওয়ার সময় বিকট শব্দ শুনতে পাই। এরপর রাস্তায় গিয়ে দেখি বাস ও লরি দুমড়ে মুচড়ে পড়ে রয়েছে। ঘটনার পরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে খবর দেন এবং আহতদের উদ্ধারে এগিয়ে আসেন। খবর পেয়ে খড়গ্রাম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ ও স্থানীয়দের সহায়তায় আহত ১৩ জনকে উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। খড়গ্রাম থানার পুলিশ ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বাস বা লরি চালকের গাফিলতি ছিল, না গাড়ির যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। দু'টি গাড়িই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ জানিয়েছেন, বাঁকের মুখে কোনও সতর্কীকরণ বোর্ড বা স্পিড ব্রেকার নেই। ফলে কান্দি-খড়গ্রাম রাজ্য সড়কের ওই অংশে দুর্ঘটনা আগেও ঘটেছে। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

পলাশিতে ডিম হামলা ঘিরে তীব্র বিতর্ক, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিস্ফোরক মহুয়া মৈত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১ জুলাই ঃ পলাশিতে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মিসভাকে কেন্দ্র করে ডিম নিক্ষেপ, বিক্ষোভ এবং রাজনৈতিক উত্তেজনার ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। বুধবার দুপুর থেকে শুরু হওয়া এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ করেন। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি জেলা পুলিশ সুপার (এসপি), কালীগঞ্জ থানার ওসি এবং নিজের দলের একাংশের নেতাদের বিরুদ্ধেও প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। অভিযোগ, এদিন কালীগঞ্জের বিধায়ক আলিফা আহমেদের বাড়িতে তৃণমূলের একটি কর্মিসভা চলাকালীন বাইরে জড়ো হন একদল বিক্ষোভকারী। তাঁদের তরফে কালো পতাকা প্রদর্শনের পাশাপাশি গো-ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয়। অভিযোগ, এরপর জানালা লক্ষ্য করে একের পর এক ডিম, সবজি এবং ইট ছোঁড়া হয়। ঘটনায় জানালার কাঁচও

ভেঙে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনার সময় থেকেই নিজের মোবাইলে ভিডিও করে সমাজমাধ্যমে লাইভ সম্প্রচার করেন মহুয়া মৈত্র। ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, দেখুন কীভাবে জানালা দিয়ে ডিম ছুঁড়ছে। কীভাবে ঘরের মধ্যে এসে পড়ছে ডিম। পুলিশ জাস্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুলিশ কেবল দাঁড়িয়ে দেখছে। তাঁর অভিযোগ, বেলা প্রায় আড়াইটে নাগাদ ঘটনা শুরু হলেও দীর্ঘ সময় ধরে পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মহুয়া মৈত্র আরও বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, আমি এসপিকে ফোন করিনি, কারণ এসপিটা বেহায়া। আমি ডিএম আর ডিজিপিকে ফোন করি। ডিজিপি লোকেশন পাঠাতে বলেন, আমি পাঠাই। কিছু সময় পর কালীগঞ্জ থানার একটি গাড়ি আসে। দু'জন পুলিশ এসে ওদের সঙ্গেই কথা বলে। তারপর আরও রোষ বাড়তে থাকে। তিনি আরও বলেন, যারা গুন্ডাদমন আইন পাস করছে, তারাই তো দেশের সবচেয়ে বড় গুন্ডা-আজকে থেকে নয়, আজীবন। এক পর্যায়ে তৃণমূলের পতাকা হাতে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে মহুয়া মৈত্র স্লোগান দিতে থাকেন। তিনি বলেন, যতদিন বেঁচে থাকব তৃণমূল কংগ্রেসেই থাকব। যতই ডিম মারুন, এই পতাকা চলবে। বিক্ষোভকারীদের গো-ব্যাক স্লোগানের জবাবে সাংসদ বলেন, আমি গো-ব্যাক করব না। জনগণ আমায় নির্বাচিত করেছে। কতগুলো বিজেপির বাঁদরের জন্য আমি গো-ব্যাক করব? একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, এতদিন যাঁদের জনরোষ বলে ব্যাখ্যা করা হচ্ছিল, এদিন তাঁদের হাতে প্রকাশ্যে বিজেপির পতাকা দেখা গেছে। তাঁর অভিযোগ, পুলিশের সামনেই ডিম, সবজি ও ইট ছোঁড়া হয়েছে, অথচ পুলিশ কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। কালীগঞ্জ থানার ওসির বিরুদ্ধেও সরাসরি ক্ষোভ প্রকাশ করেন মহুয়া মৈত্র। তাঁর অভিযোগ, কেউ একজন ওসিকে ফোন করলে তিনি নাকি বলেন, ওদিকে ফাঁকা আছে, চলে যান। যদিও এই অভিযোগের কোনও স্বাধীনভাবে যাচাই হয়নি। এরপরই ওসিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ওসি কালীগঞ্জ, তুমি দলদাস হতে পারো, আমি নই। আপনার কাজ বিজেপির এই চ্যাংড়া গুলোকে সরানো, সেটা আপনি পারেননি। এমনকি ওসিকে বিজেপির চাকর বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন কালীগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির স্বামী রিঙ্কু তাঁকে আগেই জানিয়েছিলেন এলাকায় ঝামেলা হতে পারে, তাই তিনি নিজে আসেননি। মহুয়ার প্রশ্ন, তিনি যদি আগে থেকেই জানতে পারেন বিজেপি ঝামেলা করতে পারে, তাহলে পুলিশেরও সেটা জানা উচিত ছিল। এরপর কর্মীদের উদ্দেশ্যে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, যারা দলকে সামনে রেখে বাড়ি-গাড়ি- ব্যবসা করে ফুলে-ফেঁপে গেছে, তাদেরও জবাব দিতে হবে। আমি কালীগঞ্জে আবার আসবই, রিঙ্কু দেখি কখন আসে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, ঘটনার সময় এলাকার দুই ব্লক সভাপতি সেখান থেকে চলে যান। এ প্রসঙ্গে মহুয়া বলেন, ওদের নাকি সম্মান আছে! সম্মান লেজ গুটিয়ে পালানোতে নেই, দাঁড়িয়ে থেকে লড়াই করাতে আছে। বিজেপির দুটো চ্যাংড়া আসবে আর আমরা পালাব, এতে কোনও সম্মান নেই। ভিডিও বার্তায় তিনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শেফালী খাতুনের নামও উল্লেখ করেন। তাঁর অভিযোগ, তিন মাস আগে টিকিটের জন্য সবাই পাগল ছিল। আজ তাঁর স্বামীই এলেন না। এ কেমন নেতৃত্ব? পাশাপাশি তিনি জানান, ভবিষ্যতে অল্প কয়েকজন কর্মী নিয়েও এলাকায় সভা করবেন এবং পরিস্থিতি মোকাবিলা করবেন। সূত্রের খবর, প্রায় তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে উত্তেজনা চলার পর সন্ধ্যা প্রায় ৬টা নাগাদ কালীগঞ্জের বিধায়ক আলিফা আহমেদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন মহুয়া মৈত্র। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শাসকদলের একাধিক নেতা-মন্ত্রীকে লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপের ঘটনা সামনে এসেছে। এর আগে সোনারপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ডিম ছোঁড়ার ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা হয়। পরে সৌগত রায়-সহ তৃণমূলের আরও কয়েকজন নেতাকেও একই ধরনের ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এই ডিম থেরাপি প্রসঙ্গে কিছুদিন আগেই বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন মহুয়া মৈত্র। তিনি বলেছিলেন, বোরখা পরে ডিম ছোঁড়ে, তাহলে কেউ চিনতে পারবে না। ওই মন্তব্যকে ঘিরে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয় এবং অভিযোগ ওঠে তিনি একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মহিলাদের অপমান করেছেন। সেই ঘটনায় নদীয়ার হোগলাবেড়িয়া থানায় তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআরও দায়ের হয়। আর এদিন তাকে লক্ষ্য করেই ডিম ছোঁড়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর হাতে উদ্বোধন নদীয়া জেলা ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসের নতুন ভবনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১ জুলাই ঃ জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে নতুন মাতৃসদন ক্যাম্পাসে উদ্বোধন হল নদীয়া জেলা ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসের। রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রকল্পের উদ্বোধনের পাশাপাশি বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই নতুন অফিসেরও সূচনা হয়। স্বাস্থ্য দফতরের দাবি, এর ফলে জেলায় ওষুধের গুণমান নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনিক পরিষেবা আরও গতিশীল হবে। নতুন ভবনে অফিস চালু হওয়ায় ওষুধের লাইসেন্স প্রদান ও নবীকরণ, ওষুধের নমুনা পরীক্ষা, নকল ও নিম্নমানের ওষুধের বিরুদ্ধে অভিযান এবং ওষুধ ব্যবসার উপর নজরদারির কাজ আরও দ্রুত ও কার্যকরভাবে করা সম্ভব হবে। জেলার ওষুধের দোকান, স্টকিস্ট ও পাইকারি সরবরাহকারী সংস্থাগুলির উপর নিয়মিত পরিদর্শন চালানোর পাশাপাশি অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। এতদিন এই ধরনের বহু প্রশাসনিক কাজের জন্য জেলার বাইরে বা আঞ্চলিক দফতরের উপর নির্ভর করতে হতো। নতুন জেলা অফিস চালু হওয়ায় সেই জটিলতা অনেকটাই কমবে বলে মনে করছে স্বাস্থ্য দফতর। এতে যেমন সাধারণ মানুষ নিরাপদ ও মানসম্পন্ন ওষুধ পাওয়ার ক্ষেত্রে উপকৃত হবেন, তেমনই ওষুধ ব্যবসায়ীরাও দ্রুত সরকারি পরিষেবা পাবেন। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, নকল, ভেজাল ও মেয়াদাউত্তীর্ণ ওষুধের বিরুদ্ধে কড়া নজরদারি বজায় রাখতে জেলা স্তরে এই অফিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি-উভয় স্বাস্থ্য পরিষেবাতেই ওষুধের মান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ তাৎপর্যপূর্ণ। রাজ্য সরকারের বক্তব্য, স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিকেন্দ্রীকরণ, আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং দ্রুত জনপরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ। নদীয়ার নতুন মাতৃসদন ক্যাম্পাসে ড্রাগ কন্ট্রোল অফিস চালু হওয়ায় জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখঃ ৩০.০৬.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নং ঃ টিএন-১০৯-২৬-২৭। কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিসনে নদীয়া জেলা এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় ল্যান্ড প্ল্যানের ডিজিটাইজেশন এবং সার্টিফিকেশন। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৫৮,১৭,২০০.৯৭ টাকা। **ইএমডিঃ** ৩,১৬,৪০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৪.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৪.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্ট্যান্ডার্ড জেনারেল কন্ডিশনস্ অফ্ কন্ট্রাক্ট ২০২২ অনুযায়ী ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য।

SDAH-109/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

WEST BENGAL BOARD OF PRIMARY EDUCATION

"Acharya Prafulla Chandra Bhawan", DK-7/1, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-700091
E-Mail: secretarywbbpe.ptti@gmail.com, Website: https://wbbpe.wb.gov.in

No.: 105/WBBPE/D.El.Ed./2026 **Date: 01/07/2026**

NOTIFICATION

(Regarding Admission to the Two-Year D.El.Ed. Course under Regular/Face to Face Mode for the Session 2026-2028 in D.El.Ed. Institutes Affiliated to West Bengal Board of Primary Education)

Online applications are invited from the intending eligible candidates (As per NCTE Regulations-2014) for admission to the **Two-Year D.El.Ed. Course (Regular/Face-to-Face Mode) for the Session 2026 - 2028** in D.El.Ed. Institutes recognized by the NCTE and affiliated to WBBPE **on and from 03rd July, 2026 to 17th July, 2026.**

The details regarding eligibility criteria, admission procedures and list of Institutions (Medium-wise & District-wise) will be available in the official website of the WBBPE: https://wbbpe.wb.gov.in/

Sd/-
Secretary
Date : 01.07.2026 **West Bengal Board of Primary Education**

হাসপাতাল মোড়ে হকি স্টিক হাতে হামলা, গুরুতর জখম পুলিশকর্মী ধৃত দুই, পলাতক আরও চার

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ১ জুলাই ঃ গভীর রাতে ওষুধ কিনতে গিয়েছিলেন তিন পুলিশকর্মী। ছিলেন সাদা পোশাকে। ঝাড়গ্রাম শহরের হাসপাতাল মোড়ে বাইক রাখা নিয়ে শুরু হয় বচসা। মুহূর্তের মধ্যেই সেই বচসা রূপ নেয় রক্তাক্ত হামলায়। অভিযোগ, ফোন করে আরও কয়েকজনকে ডেকে এনে হকি স্টিক দিয়ে এক পুলিশকর্মীর উপর এলোপাথাড়ি হামলা চালায় একদল যুবক। গুরুতর জখম ওই পুলিশকর্মীর মাথায় অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে। ঘটনায় ইতিমধ্যেই দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। আরও চার অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম ময়ূখ গাঙ্গুলী ও সুরজ শীট। দু'জনেরই বাড়ি ঝাড়গ্রাম শহরের স্টেশনপাড়া এলাকায়। বুধবার তাঁদের ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক ছয় দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশের দাবি, সোমবার গভীর রাতে পুলিশকর্মী অক্ষয় কুমার জানা ওষুধ কিনতে হাসপাতাল মোড় এলাকায় গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সহকর্মী রোহিত পাত্র ও সদাশিব মল্লিক। তিন জনই সে সময় সাদা পোশাকে ছিলেন। বাইক রাখা নিয়ে কয়েকজন যুবকের সঙ্গে তাঁদের বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, প্রথমে কথাকাটাকাটির পর যুবকেরা ফোন করে আরও কয়েকজনকে ঘটনাস্থলে ডেকে আনে। তারপর হকি স্টিক নিয়ে রোহিত পাত্রের উপর চড়াও হয় তারা। হামলায় রোহিতের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। তাঁকে প্রথমে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতার একটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে তাঁর মাথায় অস্ত্রোপচার হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তিনি এখনও চিকিৎসাধীন। ঘটনার পরেই অক্ষয় কুমার জানা ছয় জনের বিরুদ্ধে ঝাড়গ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে নেমে পুলিশ ময়ূখ গাঙ্গুলী ও সুরজ শীটকে গ্রেফতার করে। তদন্তকারীদের দাবি, হামলায় জড়িত বাকি চার অভিযুক্তের পরিচয়ও জানা গেছে। তাঁদের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চলছে। ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পুলিশের এক আধিকারিক বলছেন, ঘটনায় জড়িত বাকিদের ধরার জন্য তল্লাশি চালানো হচ্ছে। রাতের শহরে নিরাপত্তা জোরদার করা হচ্ছে।

প্রকাশ্যে ধূমপান করায় জরিমানা দুই যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১ জুলাই ঃ মেট্রো স্টেশনের সামনে জনবহুল স্থানে প্রকাশ্যে ধূমপান করায় জরিমানা দুই যুবকের, পুলিশের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও বচসায় জড়িয়ে সরকারি কাজে বাধাদানের অভিযোগে আটক হন তাঁরা। হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশনের সামনে মঙ্গলবার ওই ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, প্রকাশ্য স্থানে ধূমপান করার সময় পুলিশ প্রথমে দুই যুবককে হাতেনাতে ধরে। নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের আর্থিক জরিমানা করা হয়। অভিযোগ, জরিমানা করার পর ওই দুই যুবক হঠাৎই ক্ষিপ্ত হয়ে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও কটূক্তি করেন। এই ঘটনার পর পুলিশ তৎক্ষণাত ব্যবস্থা নেয়। এবং যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। জানা গেছে, সাদা পোশাকের পুলিশ কর্মকর্তারা মেট্রো কমপ্লেক্স সহ বিভিন্ন এলাকায় ধূমপান বিরোধী একটি বিশেষ অভিযান চালাচ্ছিলেন। সেই সময়ই তাঁরা ওই যুবকদের প্রকাশ্য স্থানে ধূমপান করতে দেখেন। পুলিশ কর্মকর্তাদের মতে, প্রকাশ্য স্থানে ধূমপান করা একটি আইনগত অপরাধ এবং যারা নিয়ম লঙ্ঘন করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

সুতিতে উদ্ধার নদীতে তলিয়ে যাওয়া দ্বিতীয় নাবালকের দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১ জুলাই ঃ মুর্শিদাবাদের সুতিতে বাঁশলৈ নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যাওয়া দ্বিতীয় নাবালকের নিথর দেহ উদ্ধার হলো। বুধবার সকালে সুতি থানার অন্তর্গত কাঁদুয়া এলাকায় নদীতে ভাসমান অবস্থায় তার দেহটি দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম প্রীতম চক্রবর্তী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার প্রীতম চক্রবর্তী ও তার আত্মীয় আকাশ তাদের মেসোমশাই নাড়ু সানাল্যের সঙ্গে বাঁশলৈ নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল। দুই নাবালকের বয়স যথাক্রমে ১১ ও ৯ বছর। স্নান করার সময় আচমকাই গভীর জলে তলিয়ে যায় দুই নাবালক। ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই নদী থেকে আকাশের দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। নিখোঁজ প্রীতমের খোঁজে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের একটি দল মঙ্গলবার রাতভর তল্লাশি অভিযান চালায়। তবে রাতে তার সন্ধান মেলেনি। বুধবার সকালে কাঁদুয়া এলাকায় নদীতে প্রীতমের দেহ ভেসে ওঠে। দেহটি ভেসে ওঠার পর সুতি থানার পক্ষ থেকে দ্রুত বীরভূমের মুরারই থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

অ্যাডমিন ইউনিট/জোনঃ শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** পার্সেল-এসডিএএইচ-৬৪। **অকশনিং অথোরিটিঃ** সিনিয়র ডিসিএম/এসডিএএইচ। **অকশন শুরু (সকল লট)ঃ** ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.১০ মিনিট। **অটো এক্সটেনশন জোনঃ** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশন সময়সীমাঃ** ১২০ সেকেন্ড। **ইনিশিয়াল কুলিং অফ সময়সীমাঃ** ৩০ মিনিট। **সাকসেসিভ লটস্ ক্লোজিং ইন্টারভালঃ** ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশনঃ** ১০ বার। **ক্যাটালগ প্রকাশিতঃ** ২৯.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৪.৫৬ মিনিট। **ডিসিশন মোডঃ** অটো, **আরপি ডিসপ্লেডঃ** না, **আরপি-র কম পারমিট বিড ঃ** হ্যাঁ। **প্রথম রিফিউজালের অধিকার (আরওএফআর) প্রযোজ্য?ঃ** না। **বিবরণঃ** এসএলআর কোচে (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট) পার্সেল স্পেস (এসইকিউ নং এএ/১ থেকে এএ/১১ পর্যন্ত-এর জন্য)। **এসইকিউ নং, লট নং/ক্যাটেগরি, ট্রিপ/দিন, বন্ধের তারিখ/সময়** নিম্নরূপঃ **এএ/১,** ১৩১৩৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএমএইচ-২৬-২ (পার্সেল-এসএলআর), ১৫৭, ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। **এএ/২,** ১৩১৪৫-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-আরডিপি-২৬-২ (পার্সেল-এসএলআর), ৪৭০, ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.৪০ মিনিট। **এএ/৩,** ১২৩৬৩-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এইচডিবি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৪৭০, ১৬.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.৫০ মিনিট। **এএ/৪,** ১২৩১৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএসআর-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৩১৩, ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা। **এএ/৫,** ২২২০১-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-পিইউআরআই-২৬-২ (পার্সেল-এসএলআর), ৪৭০, ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.১০ মিনিট। **এএ/৬,** ১৩১৫৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ -এমএফপি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১৫৭, ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.২০ মিনিট। **এএ/৭,** ১৩১৪১-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ -এনওকিউ-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৯৬, ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **এএ/৮,** ২২৫৮৭-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ -বিএনআরএস-২৬-২ (পার্সেল-এসএলআর), ৪৭০, ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৪০ মিনিট। **এএ/৯,** ১৩১৫১-এসএলআর-এফ১-কেওএএ -জেএটি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর), ১০৯৬, ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ১.৫০ মিনিট। **এএ/১০,** ১৩১৬৯-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ -এসএইচসি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৩১৪, ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **এএ/১১,** ১২৩৫৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ -এএসআর-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর), ৩১৩, ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.১০ মিনিট। **রেট ইউনিটঃ** প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি [প্রতিটির জন্য]। **ন্যূনতম আইএনসিআর. (%)ঃ** ০.২ (প্রতিটির জন্য)। **ইএমডিঃ** ১০ ট্রিপের বিড মূল্য (ন্যূনতম ৫ লাখ) [প্রতিটির জন্য]। **ন্যূনতম টার্নওভার প্রয়োজন ঃ** ০.০০ টাকা [প্রতিটির জন্য]। **লট স্ট্যাটাসঃ** আরপি পেন্ডিং (প্রতিটির জন্য)।

SDAH-105/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭৬৭, তারিখঃ ৩০.০৬.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং.ঃ ১, টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬৪৮, কাজের নামঃ** "আজিমগঞ্জ ইয়ার্ডে ইয়ার্ড এবং পিট লাইনে আলোর ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৪৫,৯৩,৭১৪ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা)ঃ** ৯১,৯০০ টাকা। **ক্রমিক নং.ঃ ২, টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬৩৬, কাজের নামঃ** হাওড়া ডিভিসনের স্টেশনে আলোকিত স্টেশনের নেম বোর্ড, এয়ার সার্কুলেটর ফ্যান ও ওয়াটার কুলার ইত্যাদির ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩,৩১,৭২,৬৪৬ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা)ঃ** ৬,৬৩,৫০০ টাকা। **ক্রমিক নং.ঃ ৩, টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৬২২-আর, কাজের নামঃ** টিকিয়াপাড়া কোচিং ইয়ার্ড এবং সর্টিং ইয়ার্ড কোচিং কমপ্লেক্সে সংশ্লিষ্ট ওয়্যারিং এবং কেবলিং কাজ সহ পিট লাইট এবং ইয়ার্ড লাইটিং ব্যবস্থার আপগ্রেডেশন। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৭৪,৯১,১৩৮ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা)ঃ** ৩,৪৯,৮০০ টাকা। **ক্রমিক নং.ঃ ৪, টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৬৩-আর১, কাজের নামঃ** এইএন/এসপিএল/হাওড়ার অধীনে হাওড়ার রেলওয়ে পরিসরে ল্যান্ডস্কেপিং উন্নয়ন, হর্টিকালচার কাজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৬১,৯৪,৮৪৮ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা)ঃ** ১,২৩,৯০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১৮০ দিন (ক্রমিক নং. ১, ২, ৩ ও ৪-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২২.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে (ক্রমিক নং. ১, ২, ৩ ও ৪-এর জন্য)। কোন কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য, টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও সুবিধাজনক দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-181/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation sealed Bid for the work of " Urgent Installation of various temporary structures in connection with Shrabani Mela 2026 at Tarakeswar, Hooghly and maintaining them till the end of Shrabani Mela' 2026 as proposed by UD& MA Department under Hooghly Division, Electrical, P.W.D in the district of Hooghly.(4 nos work)"

NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-73 of 2026-27

Bid submission closing date: 04/07/2026 upto 04.30 P.M.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PUBLIC NOTICE

In the court of the Hon'ble 19th Civil Judge, Sr. Division, (D.N. Mhetre Madam,) at Ahmednagar (State Maharashtra)
Regular Civil Suit No. 166/2025
Exh.

Ku. Shital Ashok Sonwane alias
Sau. Shital Vinayak Somvanshi **Plaintiff**
V/s
Sanchayani Savings & Investment
(India) Ltd. & Others **Defendant**

To
Defendant No. 1: Sanchayani Savings & Investment (India) Ltd. Registered Office- Block No. 9, Kalyani Dist. Nadiya, West Bangal-741235
Whereas the plaintiff has filed above numbered petition for executing sale deed of the suit property.
You are hereby warn to appear in this Court in person or by a pleader duly instructed on 27/07/2026 at 11.00 a.m. to show-cause against the suit, failing which, the said suit will be heard and determined Ex-parte.
Also take notice that in default of your filling an address memo for service on or before the date mentioned, you are liable to have your defense struck off.
Given under my hand and seal of this court
Dated day of 30.06.2026

By order
SUPERINTENDENT
Civil Judge, Sr. Division, Ahmednagar
(State Maharashtra)

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এসি ওয়েটিং রুম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ই-নিলাম

"আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে এসি ওয়েটিং রুমের উন্নয়ন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ" সংক্রান্ত ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি। **নিলাম ক্যাটালগ নম্বর: সিএপিএনএফআরএসিডব্লিউটিএনজিজেপিই; নিলাম শুরু (সমস্ত লট)** ঃ ১৩-০৭-২০২৬ তারিখ ১০:০০ টায়। **একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্স ফি; **দিন:** ১৮২৬;

ক্রম নং	লট নম্বর/ক্যাটাগরি	বর্ণনা
এএ/১	পিএনইউ-এপিডিজে-জেপিই-ডব্লিউআরএল-৫৬-২৬-১ (পে এন্ড ইউস - লাউঞ্জ/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লক রুম)	জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে এসি ওয়েটিং রুম-১ এর কাছে (পে এন্ড ইউজ টয়লেটের পাশে অবস্থিত) এসি ওয়েটিং রুম-০২ -এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ লাইসেন্সধারীর খরচে ।

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৩-০৭-২০২৬ তারিখে **১০:৩০** টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটগুলি বন্ধ হওয়ার ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** আগ্রহী অংশগ্রহণকারী/নিলামকারীদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ফের জোড়া গোল এমবাপের

সুইডেনকে উড়িয়ে শেষ ষোলোয় ফ্রান্স!

সংবাদ সংস্থা, নিউ জার্সি, ১ জুলাইঃ বিশ্বকাপের নকআউট পর্ব মানেই কিলিয়ান এমবাপের রাজত্ব। আরেকবার প্রমাণিত হল মঙ্গলবার রাতে। নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সির মাঠে সুইডেনকে ৩-০ গোলে হারিয়ে শেষ ষোলোর টিকিট নিশ্চিত করল ফ্রান্স। দু'বার বল জালে জড়িয়ে নকআউট পর্বে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড আরও বাড়ালেন ফরাসি অধিনায়ক। এই দু'টি গোলের সুবাদে বিশ্বকাপে তাঁর মোট গোলসংখ্যা দাঁড়াল ১৮, যা লিওনেল মেসির রেকর্ডের চেয়ে মাত্র এক গোল কম। পাশাপাশি, চলতি আসরে ৬টি গোল এবং দুটি অ্যাসিস্টের সৌজন্যে গোল্ডেন বুটের দৌড়েও তিনি এখন সবার উপরে। প্রথমার্ধের একেবারে শেষ মুহূর্তে মাইকেল ওলিসে এবং উসমান ডেম্বেলের সাহায্যে প্রথম গোল। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে ওলিসের নিখুঁত পাস থেকে নিজের দ্বিতীয় গোলটি তুলে নেন এমবাপে। এর মাঝে মাইকেল ওলিসের পাস থেকেই ব্যবধান বাড়ান ব্র্যাডলি বারকোলা। প্রথম গোলটি করার পর এমবাপে দর্শকদের অভিবাদন না নিয়ে সরাসরি ছুটে যান কোচ দিদিয়ের দেশঁ-র কাছে। সম্প্রতি মাকে হারানোর পর দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ফরাসি কোচ। তাঁকে জড়িয়ে ধরে এমবাপে বুঝিয়ে দেন, দলের মধ্যে ঐক্য ঠিক কতটা! ফরাসি অধিনায়কের মন্তব্য, ''এটাই এই দলের ডিএনএ। আমরা সবাই একসঙ্গে আছি। কোচ এমন একটা অবস্থার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন, যা দুর্ভাগ্যবশত জীবনে সবাইকে

পেরোতে হয়। এটা ভীষণ কঠিন। উনি আমাদের কাছে কখনও একা নন। আমরা ওঁকে সমর্থন করব!'' এমবাপের ভূমিকার প্রশংসা করে দেশঁ বলেছেন, ''আমি প্রথম দিন থেকেই বলেছিলাম, ও একটা মিশনে আছে। ও অধিনায়কের দায়িত্বটা সাদরে গ্রহণ করেছে। বাইরের মানুষের কাছে ওর যে ভাবমূর্তি রয়েছে, তা আসল চরিত্রের সঙ্গে খুব কমই মেলে!'' আগামী ৪ জুলাই ফিলাডেলফিয়ায় শেষ ষোলোর লড়াই। সেখানে প্যারাগুয়ের মুখোমুখি হবে ফ্রান্স। যে ম্যাচ নিয়ে এমবাপে মজার ছল জানান, আপাতত তাঁর নজর ড্রেসিংরুম এবং এসির দিকে! পুরো ছবিটা দেখলে অবশ্য বোঝা যায়, ফ্রান্স শুধু 'এমবাপের বাহিনী' নয়। মাইকেল ওলিসে আরও দু'টি অ্যাসিস্ট করে টুর্নামেন্টে মোট পাঁচটি গোলের পাস বাড়িয়ে ফেলেছেন। ১৯৯৪ সালের পর এক বিশ্বকাপে পাঁচ বা তার বেশি অ্যাসিস্ট করা প্রথম ফুটবলার তিনি। উসমান ডেম্বেলের রয়েছে চার গোল ও দু'টি অ্যাসিস্ট। বিশ্বকাপে ১৯৬৬ সালের পর কোনও জুটি যতবার একে অপরকে গোল বানিয়ে দিয়েছে, এমবাপে-দেম্বেলের ছ'খানা গোল-সমন্বয় সেই তালিকার শীর্ষে। যা দেখেশুনে আপ্লুত দেশঁ বলে ওঠেন, ''মাইকেল অসাধারণ ফুটবল খেলছে। ও আক্রমণ আর মাঝমাঠের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র। বাইরে ও চুপচাপ। কিন্তু মাঠে মোটেও নয়।'' ফ্রান্সের এই পারফরম্যান্সকে প্রশংসায় ভরেছেন অনেকেই। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্ট্রাইকার ইয়ান রাইট তাঁদের একজন। বলেন, ''এই মানের প্রতিভাকে থামানো যায় না। অনেক বিশ্বকাপ দেখেছি। ফ্রান্সের চেয়ে পরিষ্কার ফেভারিট খুব কম মনে পড়ছে!'' ১৯৯৮ সালের বিশ্বজয়ী প্যাট্রিক ভিয়েরাও একমত। বললেন, ''ফ্রান্স সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছে, হারাতে হলে তাদেরই হারাতে হবে।'' তাৎপর্যপূর্ণ গ্যারি নেভিলের বিশ্লেষণও। তাঁর কথায়, ''এমবাপে, দেম্বেলে, ওলিসে আর বারকোলা-এই চারজন মিলে যে আক্রমণ গড়ছে, তা প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগের দুঃস্বপ্ন। ওরা অন্যদের থেকে এক ধাপ এগিয়ে।'' এমনকি সুইডেন কোচ গ্রাহাম পটারও স্বীকার করেছেন, ''এই ফ্রান্স দলের চেয়ে ভাল টিম আমি এখনও দেখিনি। ওদের কাছে হারায় লজ্জার কিছু নেই।''

বিদেশি নিয়ে ফেডারেশনের সিদ্ধান্তের গড়িমসিতে সমস্যায় মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জুলাইঃ ঘোষিত ডুরান্ড কাপের 'এ' গ্রুপের বিন্যাস। সেখানে একই গ্রুপে আছে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, সিআইএসএফ প্রোটেক্টরস এবং সাউথ ইউনাইটেড। অর্থা আসন্ন মরশুমের প্রথম ডার্বি হবে ডুরান্ডেই। কিন্তু নয়া মরশুমের ঘণ্টা বেজে গেলেও সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি ক'জন বিদেশি খেলানো যাবে। সেই নিয়ে বিপাকে মোহনবাগান। সমস্যায় পড়েছে ইস্টবেঙ্গলও। ডুরান্ড কাপের ১৩৫তম সংস্করণের বল গড়াবে ২৫ জুলাই। প্রতিযোগিতা চলবে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত। এবারের আসরে অংশ নেবে ২৪টি দল। যার মধ্যে থাকবে দু'টি বিদেশি দলও। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলি হবে কলকাতা, রাঁচি, গুয়াহাটি, ইম্ফল ও শিলং-এই পাঁচটি শহরে। সেখানে 'এ' গ্রুপে রাখা হয়েছে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলকে। এখনও পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশিত হয়নি। তাই কবে ডার্বি, তা জানা যায়নি। তবে ডুরান্ডেই মরশুমের প্রথম বড় ম্যাচ হবে। গতবার কোয়ার্টার ফাইনালে দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল। সেখানে ইস্টবেঙ্গল জিতেছিল ২-১ গোলে। মোহনবাগান চাইছে জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহেই অনুশীলনে নেমে পড়তে। কিন্তু ফেডারেশন এখনও চূড়ান্ত করেনি আইএসএলে ক'জন বিদেশি খেলানো যাবে। গত মরশুমে ৬ জন বিদেশি দলে নেওয়া যেত। খেলানো যেত ৪ জনকে। এবার কথা চলছে তিনজন বিদেশি প্লেয়ারকে খেলানো যেতে পারে। এছাড়া খেলানো যাবে ওসিআই বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলারকে। কিন্তু কিছুই চূড়ান্ত হয়নি। ইতিমধ্যে মোহনবাগান চারজন বিদেশিকে দলে নিয়ে ফেলেছে। পাঞ্জাব এফসি'র সমীর জেলকোভিচকে নিয়েছে। এছাড়া আছেন আলবার্তো রড্রিগেজ, জেমি ম্যাকলারেন ও রবসন রবিনহো। আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা হয়েছে, কিন্তু ফেডারেশন সিদ্ধান্ত না জানানোয় কিছুই চূড়ান্ত করতে পারছে না।

চার বছর পর উইম্বলডনে প্রত্যাবর্তন, লড়াই করেও হার সেরেনার

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ১ জুলাইঃ চার বছরের বিরতির পর উইম্বলডনের সেন্টার কোর্টে ফিরেছিলেন। কিন্তু স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন জয়ে রাঙাতে পারলেন না ২৩ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী সেরেনা উইলিয়ামস। রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের শেষে অস্ট্রেলিয়ার ২০ বছরের মায়া জয়েন্টের কাছে তিন সেটে হার মানতে হল টেনিসের কিংবদন্তিকে। সম্প্রতি ৪৪ বছর বয়সে কোর্টে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন, সেকথা নিজেই ঘোষণা করেছিলেন সেরেনা। উইম্বলডনের প্রথম রাউন্ডে শুরু থেকেই মায়া জয়েন্টের বিরুদ্ধে লড়াই জমিয়ে তোলেন তিনি। প্রথম সেট ৩-৬ ব্যবধানে হারলেও দ্বিতীয় সেটে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেন। এক সময় ম্যাচ পয়েন্টও বাঁচিয়ে টাইব্রেকে ৮-৬ ব্যবধানে সেট জিতে ম্যাচকে

গড়ান তৃতীয় সেটে। তবে শেষ পর্যন্ত শারীরিক ক্লান্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর খেলায়। নির্ধারক সেট ৩-৬ ব্যবধানে হারেন সেরেনা। ফলে ৬-৩, ৬-৭ (৬-৮), ৬-৩ ফলে জয় তুলে নেন মায়া। ম্যাচ শেষে আবেগ সামলাতে পারেননি তরুণ অস্ট্রেলীয় টেনিস তারকা। তিনি বলেন, ''কী বলব বুঝতে পারছি না। এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না কী হয়েছে। গত রাতে প্রায় ঘুমই হয়নি। রাত ২টো পর্যন্ত শুধু ম্যাচের কথা ভেবেছি। ওয়ার্ম-আপের সময়ও পা কাঁপছিল। এত ভাল শুরু কীভাবে করলাম, সেটাও জানি না।'' সেরেনাকে 'কিংবদন্তি' বলে উল্লেখ করে মায়া জানান, ছোটবেলা থেকে তাঁর বিরুদ্ধে খেলার স্বপ্ন দেখতেন। সেই স্বপ্নপূরণ হওয়ায় ম্যাচের শুরু এবং শেষ-দুই সময়েই প্রবল স্নায়ুচাপের মধ্যে ছিলেন তিনি। অন্যদিকে, উইম্বলডনে নিজের শিরোপা রক্ষার অভিযান জয়ে শুরু করেছেন তৃতীয় বাছাই ইগা শিয়নটেক। প্রথম রাউন্ডে আমেরিকার টেলর টাউনসেন্ডকে ৬-১, ২-৬, ৬-৩ ফলে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন তিনি। দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা ম্যাচে কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়েছিল পোল্যান্ডের তারকাকে।

ইকুয়েডরকে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে শেষ ষোলোয় মেক্সিকো

ঘুচল ৪০ বছরের অভিশাপ!

সংবাদ সংস্থা, মেক্সিকো সিটি, ১ জুলাইঃ চার দশকের অপেক্ষা শেষে বিশ্বকাপের নকআউটে জয়ের মুখ দেখল মেক্সিকো। ঝড়বৃষ্টিতে এক ঘণ্টা দেরিতে শুরু হওয়া ম্যাচে ইকুয়েডরকে ২-০ গোলে হারিয়ে শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিল টুর্নামেন্টের সহ-আয়োজক দেশ। প্রথমার্ধেই জুলিয়ান কিনিওনেস ও রাউল হিমেনেসের গোলে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেয় হাভিয়ের আগিরের দল। শেষ দিকে ইকুয়েডর ১০ জনে নেমে আসতেই তাদের যাবতীয় প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনাও শেষ! ১৯৮৬ সালে নিজেদের মাটিতে বুলগেরিয়াকে হারানোর পর বিশ্বকাপের নকআউটে আর কোনও ম্যাচ জিততে পারেনি মেক্সিকো। ১৯৯৪ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত টানা সাতটি বিশ্বকাপে শেষ ষোলো থেকেই বিদায় নিতে হয়েছিল। সেই দীর্ঘ ব্যর্থতার অধ্যায়ে এবার ইতি টানল এল ত্রি। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেক্সিকো। সপ্তম মিনিটে লুইস রোমোর ক্রসে রাউল হিমেনেসের হেড অল্পের জন্য বাইরে যায়। ১৫ মিনিটে ১৭ বছরের গিলবের্তো মোরা রিবাউন্ড থেকে গোলের সুযোগ নষ্ট করেন। এর খানিক বাদে জন ইয়েবোয়ার শট পোস্টে লেগে ফিরে আসায় বেঁচে যায় মেক্সিকোও। ২২ মিনিটে অপেক্ষার অবসান। রবার্তো আলভারাদোর নিখুঁত থ্রু পাস ধরে বক্সের প্রান্ত থেকে দুরন্ত শটে হার্নান গালিন্দেজকে পরাস্ত করেন জুলিয়ান কিনিওনেস। মাত্র ন'মিনিট পরে ব্যবধান দ্বিগুণ। গোলদাতা রাউল হিমেনেস। কিনিওনেসের সঙ্গে ওয়ান-টু খেলে বক্সের বাইরে থেকে ডান দিকের ওপরের কোণে জোরালো শটে জাল কাঁপে। প্রথমার্ধ শেষ হয় ২-০ ব্যবধানে। দ্বিতীয়ার্ধে মরিয়া হয়ে আক্রমণে ওঠে ইকুয়েডর। ৪১ মিনিটে জন ইয়েবোয়ার বাঁকানো

শট দুর্দান্ত সেভ করেন মেক্সিকোর গোলরক্ষক রাউল র‍্যাঙ্গেল। ৬০ মিনিটে পেদ্রো ভিতের লং পাস নষ্ট হয়। ৬২ মিনিটে মোইসেস কাইসেদোর কর্নার থেকেও লাভের লাভ হয়নি। এরপর কেভিন রদ্রিগেসের শট অল্পের জন্য বাইরে যায়। দূরপাল্লার ভলি নেন কাইসেদো। সেটিও লক্ষ্যে থাকেনি। অন্যদিকে, মেক্সিকোও তৃতীয় গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। সুযোগ পায়। ৬৭ মিনিটে সেসার মন্তেসের শক্তিশালী হেড অসাধারণ দক্ষতায় বাঁচান গালিন্দেজ। ৬৮ মিনিটে কর্নার থেকে জোহান ভাসকেসের হেডও অল্পের জন্য বাইরে যায়। যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে ইকুয়েডরের পিয়েরো ইনকাপিয়েকে সরাসরি লাল কার্ড দেখান রেফারি স্লাভকো ভিনচিচ। মুখ ঢেকে প্রতিপক্ষের উদ্দেশে কিছু বলার অভিযোগে তাঁকে মাঠ ছাড়তে হয়। শেষ কয়েক মিনিট বাধ্যত ১০ জনে খেলে ইকুয়েডর। গোড়ায়ে ঝড়, বজ্রপাত ও প্রবল বৃষ্টির কারণে প্রায় এক ঘণ্টা দেরিতে শুরু হয় ম্যাচ। সেই কারণে এদিন জলপান বিরতিও রাখা হয়নি। তবে মাঠে নেমে তার কোনও প্রভাব মেক্সিকোর খেলায় পড়েনি। টানা তিনটি গ্রুপ ম্যাচ জেতার পর নকআউটেও জয় তুলে বার্তা স্পষ্ট-ঘরের মাঠে এবার শুধু ইতিহাস ভাঙা নয়, আরও অনেক দূর যাওয়ার লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছে তারা। অন্যদিকে, জার্মানিকে হারিয়ে নকআউটে ওঠা ইকুয়েডরের বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হল শেষ বত্রিশেই।

সঙ্কটে ব্রাজিল, রাফিনহার পর চোটের কবলে পাকুয়েতা!

সংবাদ সংস্থা, নিউ জার্সি, ১ জুলাইঃ নরওয়ের বিরুদ্ধে আগামী ৬ জুলাই রাউন্ড অফ ১৬-র ম্যাচে খেলতে নামবে ব্রাজিল। তবে তার আগেই আবার ধাক্কা খেল আন্সেলোত্তির শিবির। আবার চোটের করাল ছায়া পড়ল ব্রাজিল শিবিরে। আগেই দল থেকে চোটের কারণে বাদ পড়েছিলেন রাফিনহা। এবার দল থেকে সরতে বাধ্য হলেন আরও একজন ফর্মে থাকা ফুটবলার। মঙ্গলবার রাতে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে ব্রাজিল শিবির জানিয়েছে, চোটের কবলে পড়েছেন লুকাস পাকুয়েতা। তাঁর বাঁ পায়ের উরুর পেশিতে চোট রয়েছে। আপাতত তাঁকে থাকতে হবে চিকিৎসকের কড়া পর্যবেক্ষণে। তাঁকে দ্রুত সুস্থ করতে বদ্ধপরিকর ব্রাজিল শিবির। শোনা গিয়েছে, এই চোটের ফলে বিশ্বকাপ থেকে একপ্রকার বাদই পড়েছেন পাকুয়েতা। তাঁর বিশ্বকাপ যাত্রা একপ্রকার শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে এসবের মধ্যে শোনা গিয়েছে একটি বড় খবর। খুব সম্ভবত নরওয়ের বিরুদ্ধে শুরু থেকে খেলতে পারেন নেইমার জুনিয়র। হয়ত, তাঁকে প্রথম থেকেই খেলতে পারেন ব্রাজিল কোচ। যদিও, যেহেতু তাঁর শরীর এখনও সুস্থ নয়, তাই তিনি কতটা ম্যাচে টাইম দিতে পারবেন, তাই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। খুব সম্ভবত, এন্ড্রিক এবার শুরু থেকে নামতে পারবেন। তাঁর সঙ্গে সম্ভবত থাকবেন নেইমারও। সেই ক্ষেত্রে মিডফিল্ড সামলাতে হতে পারে ম্যাথিউজ কুনহাকে। রাফিনহা ও নেইমারের চোটে ইতিমধ্যেই জর্জরিত ব্রাজিল শিবির। তার সঙ্গে এবার নাম জুড়ল লুকাস পাকুয়েতারও। আগামী ৬ জুলাই নরওয়ের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে ব্রাজিল। সেই ম্যাচে হাল্যান্ডকে কিভাবে আটকান ব্রাজিল ডিফেন্ডাররা, সেই দিকে নজর থাকবে সবার।

আইভরি কোস্টকে হারিয়ে শেষ ষোলোয় ব্রাজিলের সামনে নরওয়ে

ডালাসের সবুজে প্রথমার্ধের প্রায় উত্তাপহীন লড়াইয়ে আচমকা এক চমৎকার গোলে নরওয়েকে এগিয়ে নিলেন আন্তোনিও নুসা। দ্বিতীয়ার্ধে আরও সুন্দর গোলে সমতায় ফিরে লড়াই জমিয়ে তুলল আইভরি কোস্ট। এরপর, জ্বলে উঠলেন মাঠের সবচেয়ে বড় তারকা আর্লিং হলান্ড। এক অনায়াস গোলে দলকে তুলে নিলেন বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয়।

সংবাদ সংস্থা, ডালাস, ১ জুলাইঃ এটি অ্যান্ড টি স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার শেষ বত্রিশের ম্যাচটি ২-১ গোলে জিতেছে নরওয়ে। এই প্রথম বিশ্বকাপের নকআউট পর্বের প্রথম ধাপ পার হলো দলটি। কোয়ার্টার-ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আগামী রবিবার নিউ ইয়র্কে ব্রাজিলের মুখোমুখি হবে তারা। দ্বিতীয়বার পিছিয়ে পড়ার পর, শেষ কয়েক মিনিটে টানা আক্রমণে দারুণ দুটি সুযোগ তৈরি করে আফ্রিকার দলটি। তবে নতুন নাটকীয়তার জন্ম দিতে পারেনি তারা। পুরো ম্যাচে বল দখলে দুই দলই ছিল প্রায় সমানে-সমান। গোলের জন্য আইভরি কোস্টের ১৪ শটের পাঁচটি লক্ষ্যে ছিল। আর নরওয়ে ৯টি শটের চারটি লক্ষ্যে রাখতে পারে। উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ছাড়াই ম্যাচের অনেকটা সময় কেটে যায়। এগিয়ে আসছিল বিরতির সময়, এবং তখনই অবিশ্বাস্য নৈপুণ্যের এক ঝলকে দলকে এগিয়ে নেন আন্তোনিও নুসা। ৩৯তম মিনিটে মার্টিন ওদেগোরের পাস পেয়ে ডি-বক্সে বাঁ দিকে একজনকে কাটিয়ে হাওয়ায় ভাসিয়ে শট নেন নুসা, মনে হচ্ছিল দূরের পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যাবে বল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে অসাধারণ এক বাঁক নিয়ে বল লুটোপুটি খায় জালে! জাতীয় দলের হয়ে ৯টি গোল হলো এই উইঙ্গারের, এবং এটাই হয়তো

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সর্বোচ্চ মঞ্চে। ৮৮ বছর পর বিশ্বকাপের নকআউট ম্যাচে গোল পেল নরওয়ে। তিন মিনিট পর ব্যবধানও বাড়তে পারতো। আলেকসান্দের সরলথের হেড পাস ছয় গজ বক্সে পেয়ে, ঠিকমতো শট নিতে পারেননি আর্লিং হলান্ড, তবুও বল লক্ষ্যেই ছিল, কিন্তু দ্রুত পা বাড়িয়ে রুখে দেন ডিফেন্ডার এমানুয়েল আগবাদু। ৫৬তম মিনিটে সমতায় ফেরার ভালো সম্ভাবনা জাগায় আইভরি কোস্ট। ছয় গজ বক্সের ডান দিকে ফাঁকায় বল পেয়ে যান নিকোলাস পেপে, কিন্তু এই উইঙ্গারের সোজাসুজি শট পা দিয়ে আটকে দেন গোলরক্ষক। দ্বিতীয় হাইড্রেশন ব্রেকের আগে নরওয়ের আরেকটি সুযোগ নষ্ট হয়। সরলথের হেড পাস পেয়ে ক্রুরিবিয়র্ন হেগেমের জোরাল শট গোললাইনে রুখে দেন আমাদ জিয়ালো। অসাধারণ সুন্দর এক গোলে ৭৪তম মিনিটে সমতা টানেন জিয়ালো। ডান দিকের সাইড লাইন থেকে ক্ষিপ্র গতিতে দৌড় দেন তিনি, ডি-বক্সে ঢোকার মুখে চারপাশে প্রতিপক্ষের কয়েকজনকে চমকে দিয়ে, চোখের পলকে ভেতরে ঢুকে পড়েন এবং গোলের দিকে একবারও না তাকিয়ে বলের ওপর দৃষ্টি রেখে একজনের চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে ও আরেকজনকে কাটিয়ে জোরাল শটে ঠিকানা খুঁজে নেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড মিডফিল্ডার। আসরে যাত্রা শুরুর ম্যাচে তার একমাত্র গোলেই ইকুয়েডরকে হারিয়েছিল আইভরি কোস্ট। জাতীয় দলের হয়ে ২৩ ম্যাচে তার গোল হলো আটটি। এরপরই ওই হলান্ড-মুহূর্ত। প্রথমার্ধে নিজেকে যিনি সেভাবে মেলে ধরতে পারেননি, দ্বিতীয়ার্ধেও একরকম নিশ্চুপই ছিলেন, সেই তিনিই নির্ধারিত সময়ের চার মিনিট বাকি থাকতে, সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় থেকে গড়ে দেন ব্যবধান। পাত্রিক বার্গের পাস ছয় গজ বক্সের বাইরে পেয়ে, আস্তে করে নিখুঁত একটা টোকা দেন ম্যানচেস্টার সিটি ফরোয়ার্ড, অন্যদিকে ঝুঁকে থাকায় আটকানোর সুযোগ পাননি গোলরক্ষক। বিশ্বকাপে তিন ম্যাচ খেলে হলান্ডের গোল হলো পাঁচটি, একটি বেশি নিয়ে তালিকার শীর্ষে লিওনেল মেসি। জাতীয় দলের হয়ে ৫৩ ম্যাচে হলান্ডের মোট গোল হলো ৬০টি। সাত মিনিট যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে গোল প্রায় পেয়েই যাচ্ছিল আইভরি কোস্ট। জিয়ালোর দারুণ এক ফ্রি কিক ক্রসবার ঘেঁষে জালে জড়াতে পারতো, অসাধারণ এক সেভ করে দলকে জয়ের পথে রাখেন নিলান্ড।

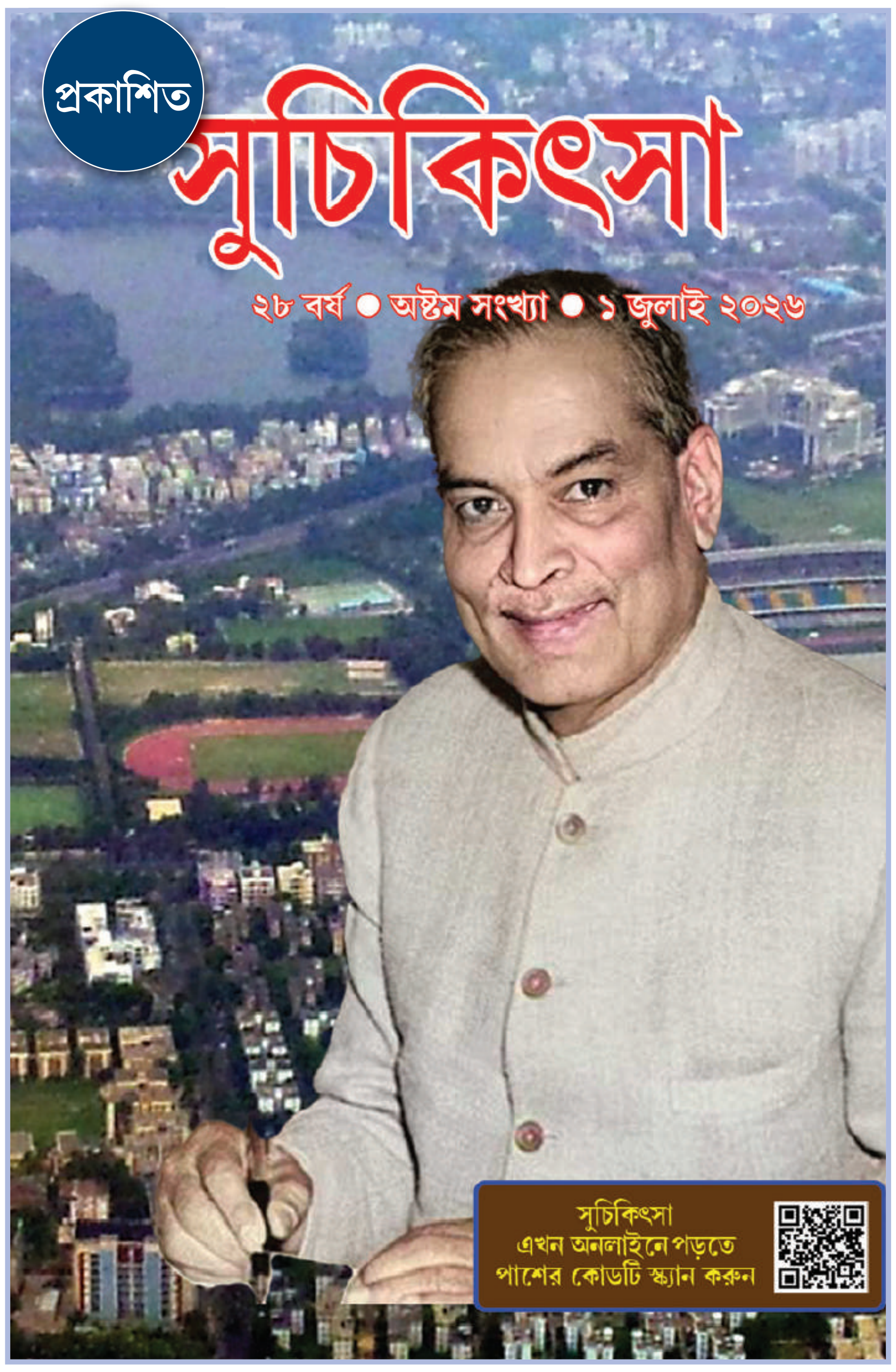

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com